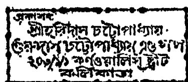




শ্রীনরেন্দ্র দেব

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা



১৩৩১

দাম—দু'টাকা

প্রিন্টার শ্রীনরেন্দ্র নাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তোমাকে দিলুম

সূচী

চিত্রসূচী



বসুধারা

পরাস্ত প্রভাত

ব্যর্থ-নিশার ব্যথার বেদন যত
বুদ্‌বুদেরই মতো
নৃত্য-চপল চরণ-তলে জয়োল্লাসে দ'লে,
আসতো যেন চ'লে
রাতের পরে রাতি
দিগ্বিজয়ী দস্যুসম্ নিত্য অকস্মাৎ
তার জীবনের চমক-ভাঙা দিন —
প্রফুল্ল নবীন্ !
ভোরাই হাওয়ার ঢেউয়ের তালে ভেসে
উঠ্‌তো রোজই হেসে
তরুণ রবি অসীম আকাশ বেড়ে ;
অরুণ-রাঙা উত্তরী তার দিগন্তরে নেড়ে
আলোর নিশান হেন'
ব'লতো—সখি, ঘুমিয়ে আছ' কেন,
উঠ্‌বে না কি আজ ?
গা' তোলো গো, রাত পোহালো, খোলো মলিন-সাজ।

২

চেয়ে দেখনা পদ্ম-আঁখি মেলি'
পাঠিয়েছেন এই উষারাণী
রাজেন্দ্রাণী
আবির-গোলা আশ্‌মানি তাঁর চেলী!
ঘর ছেড়ে ওই আঙিনাতে বেরিয়ে এস বালা,
কণ্ঠে তোমার দুলিয়ে দেবো কিরণ-কমল-মালা!

নীল গগনের গৌরী-শৃঙ্গে—
সূর্য্যমুখীর উৎসারিত ধারায়
ঝাঁপিয়ে প'ড়ে জ্যোতির কণা পথ বুঝি বা হারায়!

ঘুরছে তারা ব্যাকুল হ'য়ে চতুর্দ্দিকে ওই,
তোমায় খুঁজে সই,
সাত-রঙা কোন্ সাগর-তলে আলোক-হ্রদে ডুবে
দিগ্বধূদের মুখ উঠেছে লাল্‌চে আভায় ছুবে!

ওই দেখনা বনাঙ্গনা যত,
প্রভাতের ওই তীর্থ-নীরে স্নান ক'রে সব পূজারিণীর মতো
এলিয়ে দিয়ে পিঠের ওপর শিশির-ভেজা চুল
তুলছে এসে ফুল,
দেবার্চ্চনের স্বর্ণ-সাজি পূর্ণ সবার হাতে;
ধরণী তার দুর্ব্বা-শ্যামল কোমল-আঁচলখানি
তোমার দু'টি চরণ তলে বিছিয়ে দিয়ে রাণি,
দাঁড়িয়ে আছে অধীর হ'য়ে আকুল-অপেক্ষাতে!

শুন্‌ছো না কি—বাতায়নের দ্বারে
ডাক দিয়ে ওই ফিরছে বারে বারে
অতিথি আজ কত?
কণ্ঠে তাদের বাজ্‌ছে অবিরত
ভৈরবীতে নিশি-শেষের তান
দল বেঁধে যে গাইছে তারা, তোমারি আজ আগমনীর গান!

৩

সুন্দরী লো, শুধু তোমার লাগি'
রাত পোহাবার আগেই তারা উঠেছে সব জাগি' ;
সবাইকে সই হতাশ ক'রে
থাকবে কি গো দূরে স'রে
এম্‌নি ক'রে দিনের পরে দিন ?
তরুণ তোমার জীবনটাকে ক'রবে শুধুই ক্ষীণ
বঞ্চনা আর ত্যাগের কশাঘাতে !
কী অধিকার আছে তোমার তা'তে ?
অপ্সরী এই ধরণী তার নিয়ে সকল শোভা
ওগো মনোলোভা,
চাইছে তোমায় বাস্‌তে শুধুই ভালো ;
রুদ্ধ তোমার আঁধার ঘরে
একটি শুধু নিমেষ তরে—
প'ড়বে না কি হায়,
দীপ্ত প্রাণের তৃপ্ত-করা আলো ?
রক্ত-রাঙা রঙ্‌মহলের খুলবে না কি রহস্যময় দ্বার,
কে নিয়েছে ছিনিয়ে তোমার বাদ্‌শাজাদীর বিপুল-অহঙ্কার ?
হৃদয়ের এই আদিম সূর্য্যোদয়ে
কোন্ অবিচার অত্যাচারের ভয়ে,
লুকিয়েছো সই, স্নেহের পরশ হ'তে ?
যৌবনের এই উৎসবময় শ্রেষ্ঠ-তোরণ-পথে
কে ছড়ালো এমন ক'রে নিষেধের এই তীক্ষ্ণ কুটিল কাঁটা ?
তাই বুঝি আজ সকল দুয়ার আঁটা
তোমার ঘরে ঘুমিয়ে আছে দুখের পারাবার !
দৃষ্টিহীনের সৃষ্টিছাড়া গভীর অন্ধকার
টিকা—
আড়াল ক'রে ফেল্‌ছে তোমার জীবন-দীপের শিখা ?

৪

চারপাশে আজ তাই কি অনির্বার
তীব্র নিরাশার
গুম্‌রে-মরা জমাট অশ্রু যত
উঠ্‌ছে কেবল জ'মেই ক্রমাগত ?

শাসন-শেলের শূলের আঘাত—তীক্ষ্ণ সূচীর ধার,
কঠোর অত্যাচার
নিত্য নব নব
সহ্য ক'রে অকাতরে তরুণ হৃদয় তব
অনির্দ্দিষ্ট পরকালের কাছে
ব্যর্থতারই সার্থকতা আপন-ভুলে কিগো, সঙ্গোপনে যাচে

প্রভাত-অরুণ সারা দিনটাই কাটিয়ে অপেক্ষায়
দারুণ হতাশায়
ম্লানমুখে হায়, নিত্য ফেরে অস্তাচলের পানে ;
বেলা-শেষের গানে
গোধূলি যায় সোণার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে দ্বারে ;
রুদ্ধ বুকের অর্গলিত তোরণ-সীমার পারে
ঝল্‌মলিয়ে উঠ্‌ছে শুধু বৃথাই বারম্বার
সন্ধ্যারাণীর উতল করা উজ্জ্বল-উপহার !

নিষ্ফল নিশা

সাঁঝের প্রদীপ-শিখা যেই
একে একে এই
ধরণীর মন্দিরে মন্দিরে—
জ্ব'লে ওঠে ধীরে ;
গগনের নীল সভাতলে
দলে দলে
তরুণী তারার দল নিয়ে
তালি দিয়ে
যৌবন উল্লাসে
চাঁদ আসে
জাগিতে বাসর ;
যামিনীর মিলন-আসর
আলো করি' রূপে
অলোক-ঐশ্বর্য্য হারে
আপনারে

জোছনা নাচিতে যবে নামে,
নিত্য সে যে থামে
তোমারি এ বাতায়নে এসে,
উঁকি মেরে, অতি স্নিগ্ধ হেসে
বলে—এসো সই,
তোমাতে আমাতে আজ প্রাণ খুলে দু'টো কথা কই ;
এস প্রিয়, এস আজ
দূরে ফেলে সব লাজ—

৬

ছিঁড়ে ফেলে সকল বাঁধন ;
নিশিদিন অকারণ বুকভরা ল'য়ে এ কাঁদন,
কেন মিছে রচিতেছ ক্ষুব্ধ-ক্ষুণ্ণ-খর-ক্ষুধানলে
প্রতি পলে পলে
ব্যাকুল-বুকের চারিপাশে
তীব্র তপ্ত সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে
তৃষাতুর শুষ্ক মরুভূমি !
জানো না কি তুমি
ওগো বিশ্বপ্রিয়া,
নিখিল-বিরহী-জন-হিয়া
তোমারে চাহিয়া
ফিরিতেছে কেঁদে !
তবু কি পাষাণে বুক বেঁধে—
ওগো মম
চির-প্রিয়তম,
মরমের মানসী মধুর,
জীবনে বিমুখ করি' চিরদিন রবে হেন দূর !

প্রেম যে দাঁড়ালো এসে
ভালবেসে
তোমার নিভৃত তরুতলে ;
পরাইয়া দিতে ওই গলে
সে আজি আপন হাতে
মধুরাতে
গাঁথিয়া এনেছে ওলো বালা,
আকুল বকুল-ফুল-মালা !
প্রতি দিবসের মতো আজও তার বুকে শেল হানি'
ফিরাইয়া দিবে কি গো রাণি ? ২

নিরাশার জন-শূন্য পথে,
লক্ষ্যহীন সে কি কোনও মতে
অসাড় এ জীবনেরে টানি
নিয়ত চলিবে পাছে পাছে ?
এস ওগো, এস—এস কাছে,—
এখনও সময় আছে,
উদ্গত আঁখির জল রুদ্ধ করি মর্ম্ম-বেদনায়
জীবনের দিন সই, অকারণ বৃথা ব'য়ে যায় !

সুদিন আসিয়াছিল যত
একে একে নিষ্ফল হইয়া ক্রমাগত
অনন্ত আঁধারে গেছে ডুবে !
হায় শুভে,
মিলন-যামিনী আসে যায়,
সে রহেনা কারো প্রতীক্ষায় ;
খুলে দে' খুলে দে' বাতায়ন,
কথা শোন্,
ওরে ও অভাগি !
সকাতর আঁখি দু'টি তুলি কেন শুধু, ক্ষমা নিস্ মাগি ?

প্রতিদিন বুক-ভাঙা দুখে
ম্লানমুখে
অসিত গুণ্ঠনখানি টানি
এ কোন্ দুর্ভেদ্য ব্যূহে আপনারে ঘেরিতেছ রাণি ?

আঘাত করিয়া যার
অন্ধকার
অবরুদ্ধ দ্বারে
ব্যর্থ হ'য়ে ফেরে বারে বারে

৮

প্রেমের অনন্ত সাধা-সাধি!
তবে কি ও জীবনের যৌবনেই হ'য়েছে সমাধি?

তাই কি পিঞ্জরে ঘিরে
শৃঙ্খলিত চিত্তটিরে
রাখিয়াছ সদা সঙ্গোপনে
প্রতিক্ষণে
অতি সাবধানে
শাস্ত্রের জটিল জালে আবরিয়া অন্তর-শ্মশানে,
সর্ব্বলোক-দৃষ্টি-অন্তরালে!
কোনও দিন কভু কোনও কালে
কাহারও চরণ ধ্বনি—করুণ আহ্বান
উদ্বেলিত করি তব প্রাণ
পশিবে না সেথা একেবারে?
নিষেধ-নিগড়ে নিপীড়িত অসহায় দীর্ণ হাহাকারে
চিরনিশি একা সে কি যাপিবে যামিনী?
লো সুর-কামিনি
তা কি কভু হয়?
সৃষ্টির বিচিত্র লীলা মানবের ছেলে-খেলা নয়;

বন্যা যবে আসে উন্মাদিনী,
শীর্ণ স্রোতস্বিনী
সহসা হইয়া স্ফীত, উচ্ছ্বসিত মত্ত কুতূহলে
দু'কূল প্লাবিয়া ছুটে চলে!

তারে কি গো ধ'রে রাখা যায়
পরমার্থ তত্ত্ব দিয়া, স্তূপাকার নীতির কথায়
প্রাণপণে বেঁধে চারিধার?
নিশ্চিত এ মরণের অনিশ্চিত গ'ড়ে পরপার

উপবাস-ক্ষিণ্ণ কল্পনায়
কে বাঁচে কোথায় ?
তুমি তবে অকারণে চিরদিন রবে বলো কেন
জড় হেন
অচল অটল ?
মাটির প্রতিমা সাজি প্রাণ-দেবতারে দেবি, কোরো না বিফল !

জোছনা মিলায়ে যায়
আপনার রূপের আভায়
নিশান্তে নিদ্রিত চাঁদে চুমি ধীরে ধীরে,
গাঢ় আলিঙ্গন দিয়া অনুরাগে প্রভাত-সমীরে
প্রণয়িনী সম,
অধীর অধর-প্রান্তে ফুটাইয়া অতি অনুপম
বিদায়ের ক্ষীণ হাস্য-রেখা
উষার উদয়-লেখা ;
গগনের ভালে
সুখ-দীপ্ত দিনের মশালে
ঢেকে দেয় ম্লান শুক-তারা ;
অশান্ত বালক সম বালসূর্য্য চির-ধৈর্য্য-হারা
মুছে দেয় ধরণীর সীমন্তের সমুজ্জ্বল টিপ,
রজনীর আনন্দের অনাদৃত আরতি-প্রদীপ
একে একে কেঁদে নিভে যায়
পাণ্ডুর শোভায়
নিভিত যেমতি প্রতি রাতে,
নিবিড় নিষ্ফল বেদনাতে !

ব্যর্থ বরষা

আকাশ যবে আত্মহারা
পাগল পারা
আপন মনে দোলে
শ্রাবণ-মেঘের কোলে ;
কণ্ঠে বাজে উল্লাসে তার গভীর কলরোল ;

মুঞ্জরিত লতায় পাতায়
যৌবন-সুর ঢেউ খেলে যায়,
নাচিয়ে দেয়ায় কোন্ ঝুলনের মন-ভুলানো দোল্ !

উপ্চে-পড়া নদীর জলে
যেদিন প্রেমের বান উথলে
নয়ন-কোণের কোন্ ইসারায়
এক নিমেষে আপন হারায়
ভাসিয়ে দিয়ে কূল কিনারায়
ঝাঁপিয়ে পড়ে উচ্ছ্বসিত সুখে
কোন্ অতলের অসীম অপার উদ্বেলিত বুকে ।

পারে না আর শাসন বাঁধন রাখ্‌তে তারে রু'য়ে
ঈপ্সিত সেই মিলন হতে দূরে
পাষাণ-প্রাচীর বেষ্টিত তার আজন্মের আঁধার কারায় পুরে ;

আত্মদানে আনন্দিতার অনিন্দিত চরণ দুটি ছুঁয়ে
কুৎসা-গ্লানি-কলঙ্কভার, নিন্দা-আবর্জ্জনা
চূর্ণ হ'য়ে মিলায় যেন শূন্যে বায়ুর কণা!

সহকারের অঙ্গ বেড়ি নিলাজ হ'য়ে কণ্ঠ-লগ্ন-লতা—
কইছে যখন কাণে-কাণে দিবানিশিই প্রাণের গোপন কথা,
তরুণ তৃণের সিক্ত সবুজ শীষ
অকারণে যেদিন অহর্নিশ
স্নিগ্ধ-সজল পূবের হাওয়ায় মর্ম্মরিয়া কাঁপে
নিদাঘ-মরুর তীব্র দহন-তাপে,
জুড়িয়ে দে'যায় এসে
লক্ষ ধারায় মেঘের ঝারা অট্টহাসি হেসে!*

কেয়াফুলের গন্ধ লোটে অন্ধ সমীরণ,
চম্‌কে দিয়ে মন
হঠাৎ ক্ষণে ক্ষণে,
টুপুর টুপুর বাজিয়ে নূপুর দূর কদমের বনে
বিরহিনী ধরণী যায় সিক্ত আঁচলখানি
নূতন ক'রে শিউরে-ওঠা তরুণ-বুকে টানি
কোন্ সে প্রিয়র প্রেমের অভিসারে
বনের বিজন গহন পথের পারে
তরুণ মাটির কোমল বুকে ছাপ রেখে তাঁর পদ্ম-চরণ দু'টির;
দীর্ণ দুখে জীর্ণ আঁধার উৎসবহীন কুটীর
যতই করে পিছন হ'তে শেষ মিনতির করুণ হাহাকার,
চায়না ফিরে আর,
কূলহারানো স্রোতস্বিনীর তন্ময়তার মতো
আপন মনে কতো
গুন্‌গুনিয়ে কাজ্‌রী গেয়ে চলে;
উন্মনা সেই উন্মাদিনীর মরাল-কণ্ঠ-তলে

১২

নাচে দোদুল দোলন চাঁপার আল্‌গা-ফোটা ফুল
দু'কাণে তার লাল দো-পাটির দুল্‌ছে দু'টি দুল!
শুভ্র হাসির স্নিগ্ধতীরে
ইন্দ্রজালে ফুট্‌ছে ধীরে
শুভ্র সজল কুন্দকলির মুক্তাবলী-মালা!
নয়নে তার প্রেমের অনল বিরহ-দীপ জ্বালা'
সেই শিখারই দীপ্ত আলো
ঘন মেঘের কাজল-কালো
নিবিড় এলো চুলে
জড়িয়ে যেন পড়েছে আজ ভালবাসার ভুলে!
তুমিই শুধু একলা ওগো, আজকে তোমার সকল দুয়ার আঁটি,
এমন মধু-মন্দ-মৃদুল বাদল-নিশি মরি, অবহেলায় কর্‌ছ সখি মাটি;
ঝড় এসে ওই ঝাপ্‌টা দেয়ায় দ্বারে;
মেঘ ডেকে যায় ঘা'দিয়ে সুই, কেবল বারে বারে,
ক্ষণে ক্ষণে সৌদামিনী বাতায়নে হঠাৎ উঁকি দিয়ে
বল্‌ছে—ওগো যক্ষরাজের প্রিয়ে,
আষাঢ় কি আর বাজবেনা তোর মনে?
দেখ্‌না চেয়ে ভরা-ভাদর উথ্‌লে যে আজ পড়ে
বঞ্চিত তোর তরুণ প্রাণের অরুণ-উদয়-গড়ে!
এমন দিনে কেমন ক'রে বন্ধ-ঘরের কোণে
লুকিয়ে আছিস্‌ একলাটি সই বল্‌,
ওরে আমার মানস হ্রদের ফুল্ল-প্রেমোৎপল,
রাত ব'য়ে যায় বৃথায় যে লো,
বর্ষা বুঝি ফুরিয়ে এলো,
আয়, ছুটে আয়, তিমির রাতে অভিসারেই চল্‌!
যুগে যুগেই চিরতরুণ নারী
এম্‌নি সজল শাঙওন সাঁঝে মাথায় যবে ঝরে বরুণ-ঝারি

কেকার সুরে ময়ূর গেয়ে নাচে,
সব দিয়ে সে পরাণ-প্রিয়র সঙ্গ শুধুই যাচে !
তুমিই কেন চাইবেনা তা'
স্মৃতি-শাস্ত্রে লুটিয়ে মাথা
কেবল কি এই কাঁদ্‌বে সঙ্গোপনে ?
এমন মনে মনে
ময়্‌বে ক্ল'দিন হীন-মরণে হৃদয়টাকে চেপে ?
যে সঙ্গীত ঐ উঠেছে আজ বিশ্বভুবন ব্যেপে
যে আনন্দে সজীব হয়ে জীবন জাগে আজকে পাষাণ ফুঁড়ে—
ছেড়ে ও তোর মরণ-ঘেরা কুঁড়ে
আয় নেমে আয় তার মাঝে তুই,
বিশ্বপ্রেমের বিজয় এ ভুঁই
হয়ত' হেথা মনের মানুষ পেতেও পারিস খুঁজে !
পাবিনি যা এ জনমে মুখটি যদি বুজে
থাকিস্ সখি এম্‌নি করেই লুকিয়ে প্রাচীর-তলে—
তাই বলি আজ বেরিয়ে পড়্ এই অভিসারের দলে !

* * * *

বরষা ফিরিল বৃথা সাধি বার বার।
রুদ্ধদ্বার বাতায়ন তার
খুলিল না খর বরিষণে,
কলকণ্ঠ দাদুরী-ক্রন্দনে ;
গগনের প্রলয় হুঙ্কার
বৃথা শুধু করি হাহাকার
নীরব হইয়া গেল বিপুল হুতাশে ;
পূবের বাতাসে
অঙ্গে তার এলো-মেলো দিয়ে পরশন
কদম্ব-কেশর-শিহরণ

১৪

তোলে নাই প্রতি রোমে রোমে ;
অশনি আছাড়ি শুধু ব্যোমে
চূর্ণ হয়ে গেল অকারণ,
ঝঞ্ঝার ঝাঁঝর করে মত্ত প্রভঞ্জন
উল্লাসে গরজি গাহি মল্লার সঙ্গীত
বরিল মরণে,
চপলা চমকি ক্ষণে ক্ষণে
আচম্বিতে হারাল' সম্বিত,
ধূলায় মিলায়ে গেল কেতকী পরাগ ;
বিশ্ব-হিয়া-আলোড়নী মিলনের আকাঙ্ক্ষিত যাগ
ব্যর্থ করি, শাশ্বত বিরহে
পাষাণী শ্মশানে একা রহে—
মূঢ় মূক চেতনা-বিহীন
চিরদিন।



সন্তপ্ত শরৎ

শরতের সুন্দর প্রভাতে
শেফালি সম্পাতে
মুছি অশ্রুরাশি
বরষা বিদায় নিল ম্লানমুখে সকরুণ হাসি।

গগনের উৎসব অঙ্গনে
আনন্দ-চন্দনে
নিবেদিয়া গৈরিক-অঞ্জলি
গেল চলি
অস্তাচল তীরে
মাদল বাজায়ে ধীরে ধীরে
সজল জলদ-দল যবে,
সুনির্ম্মল নভে
লঘু শুভ্র নব মেঘরাশি
উঠিল উদ্ভাসি
অপ্সরার কলহাস্য সম !
আশ্বিনের অতি অনুপম
সুচিকণ সোণালী কিরণে
বিচিত্র বরণে
রঙীণ হইল যবে ধরা,
এই সসাগরা

১৬

ধরণীর আকাশে বাতাসে
যেন কার উল্লাস-হিল্লোল ভেসে আসে!

কী যেন সে পরিচিত সুর
কতকাল অশ্রুত মধুর
শ্রবণে গুঞ্জনি তোলে তান;
যৌবনের গান
গাহি কোন্ জীবন-রাগিণী
জাগাইয়া তোলে যত মরমের সুসুপ্ত নাগিনী!

সারা চিত্ত পুলকে বিহ্বল,
চরণে ধরণী টলমল;
বিশাল এ অবনীর স্পন্দহীন হরিৎ হৃদয়
সহসা যেন রে প্রাণময়,
রোমাঞ্চিত আজি তৃণে তৃণে!
মুঞ্জরিত মালতী-বিপিনে
মুকুল-কলিকা টুটি টুটি
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উৎসে উঠিতেছে ফুটি!

কুমুদ কহ্লার পদ্ম
অনবদ্য
প্রেমরসে ঢলে,
সরসীর বুকভরা উদ্বেলিত তড়িত-তরলে!

কমলের কলহাস্য-কোমল-কাকলি
টেনে আনে মধু-লুব্ধ অলি;
তারা আসি প্রণয় গুঞ্জনি
কী যে ধ্বনি
তোলে কাণে কাণে;
মৃণাল-পরাণে

কেশর-পরাগ-রেণু মধু-গন্ধ-মৃদু-পরশন
দিয়ে যায় ঘন-শিহরণ ;

দেহ মন
আবেশে অধীর !
চুম্বন-আবেগ লেগে তার
বার বার
কেঁপে কেঁপে ওঠে থির-নীর
বিহ্বল করিয়া দুই তীর !

দিকে দিকে অগণিত কাশ ফুলদল
আনন্দ-চঞ্চল
সিত শুভ্র শীর্ষ আন্দোলিয়া
দুরু-দুরু হিয়া
কারে যেন ঢুলায় চামর,
আপামর
অন্তর ভুলায় !
পাখী যেন পাসরি কুলায়
নদীচরে বসায়েছে মেলা ;
আলো-ছায়া লুকোচুরি খেলা
চলে সারা বন-বীথি ঘিরে ;
তরুলতা মুকুল মঞ্জীরে
বেজে ওঠে মধুর শিঞ্জিনী,
সুগন্ধ মরুত-মন্দ বহে আনে নূপুর ঝিঞ্জিনী
মুখরিয়া নিখিল বনানী !
নাহি জানি
কার শুভ আবাহন লাগি
কাননে উঠেছে আজি জাগি

১৮

দলে দলে কিশোরী করবী
ভামিনী কামিনী, চাঁপা, পারুল গরবা,
কুসুমের সম্ভ্রম ভুলিয়া
পল্লব-গবাক্ষ ফাঁকে হাসে ওই ওড়না খুলিয়া !
ত্যজি শূন্য বিরহ-শয়ন
নীলাঞ্জনে রঞ্জিয়া নয়ন
অপরাজিতাও আজি দ্বারে
দাঁড়ায়েছে বাহিরিয়া কার অভিসারে !
মেলি শত সিত-পক্ষ
বায়ু-বক্ষ
কাঁপায়ে উল্লাসে
হেথা-হোথা ভাসে
দুগ্ধ-ফেন বলাকার দল,
মন্দার-কমল
মেঘে যেন উঠেছে ফুটিয়া
মৃণালের গরব টুটিয়া !
বিশ্ব-জোড়া আনন্দের এ বিরাট উৎসবের মাঝে
তোমারই অভাব শুধু বুকে আজ সকরুণ বাজে !
চেয়ে দেখ প্রিয়তমে, বোধনের বীণা
আমারই এ রুদ্ধ-কণ্ঠ-লীনা
না জানি কি গাঢ় অনুরাগে !
বিপুল সোহাগে
গাহিছে সে ধ্বনি,
তোমার অভয়-আগমনী।
শানা'য়ের শূন্য আশাবরী
অশ্রুজলে পলে পলে ভরি
সাহানার ব্যর্থ যত সুর
আবেগ-বিধুর

তোমারেই দিবানিশি ডাকে !
কোজাগরী এই পূর্ণিমাকে
পাছে সখী বিফলে হারায়,
তাই তব আঁধার কারায়
আঘাত করিয়া বলে—সই,
কই কই, ওগো, আজি কই,
কোথা তব উৎসবের বেশ ?
এমন চাঁচর-চারু-কেশ
বেণীহারা, কবরী-বিহীন
রবে চিরদিন ?

আজি এ উজল রাতে হেন
সীমন্ত সিন্দুর-হীন কেন,
মণিমুক্তা রত্ন-আভরণ
কে তোমার করেছে হরণ ?

তাই কি ললাটে নাই রক্তরাঙা-তিলকচন্দন ?
আজিও কি সমাজ বন্ধন
তোমারে রাখিবে সখী বেঁধে ?
জনম গোঙাবে কিগো এমনি বিফলে কেঁদে কেঁদে ?

অলক্ত-বর্জ্জিত ওই ল'য়ে দুটি কমল-চরণ
কেবলই বিস্মৃত-ব্যথা একা হেথা করিবে স্মরণ ?

দেখ' ওই চিকুরে জড়ায়ে বনবালা
জোনাকী-মাণিক-চাঁদ-মালা
নেচে ফেরে কাননে কাননে
সহাস্য আননে !

শারদ কৌমুদী মেখে এল আজ যে সুন্দর আলো
তোমারে বাসিতে চায় ভালো ;

তারই সে আকুল আঁখি দুটি
নীলাকাশে উঠেছে লো ফুটি,
সোনালী উত্তরী'খানি তার
নবীন ধানের ক্ষেতে লুটায়ে করিছে হাহাকার!

অতিথি এসেছে আজি দ্বারে
লবে নাকি তারে
আপন অন্তর-গেহে ডাকি,
হৃদয়ের ক্ষুধা আর কতদিন রাখিবে গো ঢাকি?

আকাশের চ'খে আজ ফুটেছে যে ভাষা
কমলবনের বুকে উথলে যে গাঢ় ভালবাসা
'দুলা'য়ে নবীন কিশলয়
তরুপত্রচয়
কাণে কাণে মর্ম্মরিয়া কয়
মরমের যে গোপন কথা,
নিশার নীহার-বিন্দু তলে
অশ্রু মুকুতার ছলে
লুকানো যে অগাধ অসীম আকুলতা,
শ্যাম-শষ্প তৃণরাজি মাঝে
যে রাগিণী বাজে,
যে কাঁপন দিয়ে যায় তাল,
বাতাসেরে করিয়া মাতাল!

কূলে কূলে ভরা নদী তুলি ধীরে প্রেম-কলতান
গেয়ে যায় যে মিলন-গান
বিচিত্র মধুর,—
তোমার অন্তরে তার বাজে নাকি কোনও মৃদু সুর?

তোমারে যে নিতে চায় বুকে,
সুখে দুখে

জীবনে মরণে
যে তোমার প্রণয়-বরণে
বারে বারে এসে ফিরে যায়
আকাশের তারায় তারায়
ভুবনে ভুবনে,
যুগে যুগে নব-নিধু-বনে
খুঁজিতে যে আসে,
সকল ভুলিয়া ভালবাসে—
তারে কি দেবে না প্রতিদান ?
আনন্দ সাগর হ'তে এসেছে যে পুলকের বান !

ওগো তুমি বেঁধে আর রেখ'না পরাণ,
দাও দাও খুলে দাও দ্বার—
অন্তরে সঞ্চিত তব সুগভীর প্রেম-উপহার
ঢেলে দাও নিঃশেষ করিয়া !
কি কাজ এমন কোরে অনাহারে নিঃসঙ্গ মরিয়া !

বল' বল' কোন্ গুরু পাপে
নিদারুণ কার অভিশাপে
কী গ্রহের দোষে
কোন্ দুর্ব্বাসার হেন অগ্নিদাহী সর্ব্বনাশা রোষে
একাকী যাপিবে ঘরে বসে
অশ্রুজলে সিক্ত করি ভূমি
চিররাত্রি—চিরদিন—তুমি ?

উঠে এসো,—ছুটে এসো বালা !
পরো এই শেফালির মালা,
চল, চল,—দূর নিরজনে
আমরা দু'জনে

চ'লে যাই,
জোছনা এখনও নেভে নাই!

বৃথাই কেবলি সেধে
কত হেসে—কত কেঁদে—
শরতও চলিয়া গেল অতি ক্ষুণ্ণ মনে,
বিদায়ের ক্ষণে
বিশীর্ণ অধরে তার পাণ্ডুর মলিন হাসি হেসে
সে কোন রহস্যময় অজ্ঞাত প্রদেশে
অভিমানে গেল যেন চলি
কথাটি না বলি!

হেমন্তের হিম-শীর্ণ কর
থর-থর
কাঁপিতে কাঁপিতে
আপনার তুষার-ঝাঁপিতে
রাখিতে লাগিল তুলি, তুলি,
যেন তারই কণ্ঠ-হার হতে
ফেলে-যাওয়া শীতের বিপথে
শিশির-মুকুতা বিন্দুগুলি!

ধরণী কহে না কোনও কথা,
কী যেন নিবিড় কাতরতা
ভরিয়া তুলিছে তার বুক!
দয়িতের রতন লুণ্ঠনে
কুহেলি-গুণ্ঠনে
ঢাকিতে লাগিল নিজ মুখ!

ভ্রমর বৃথাই গেল প্রেম-গীতি শ্রবণে গুঞ্জরি,
আঁখি জলে ভরি
বকুল-মুকুল পড়ে ঝরি,
আনন্দ-উৎসব হাসি গান
শরতের অবসানে, অভিমানে সবই ম্রিয়মাণ!

শুষ্কপত্র খসে যায় শীর্ণ-তোয়া তটিনীর বাঁকে।
আছাড়ি পিণাকে
বিশ্বের শঙ্কর করি বাষ্পাকুল নিখিল-কৈলাস
সতীর বিরহে যেন রহি রহি ফেলে দীর্ঘশ্বাস!

পিঙ্গল রুদ্রের জটা-জাল
মুক্ত হ'য়ে ঢেকেছে রে কটির বিচিত্র বাঘছাল!
কঠিন পাষাণ তলে লোটে তার মাণিক প্রবাল
হাড়মাল কপাল কঙ্কাল!
ফণী তার কণ্ঠ বেড়ি ফোঁসে
বিফল আক্রোশে!
অনাদৃত আজি থরে থরে
ধুতুরা ফুটিছে শুধু ধূর্জ্জটি-বিভূতি-ভস্ম 'পরে!

ভৈরবের অমর-ডমরু
হতাশে গুমরে গুরু গুরু
বৃষভ গর্জ্জন তার
অনিবার ধ্বনিছে' আক্ষেপে
ত্রিভুবন ব্যেপে!

বিফল বসন্ত

আজ ধরণীর মন উতলা
ফাগুন দিনের জড়িয়ে গলা
মুগ্ধ মাধবিকার মতো লতিয়ে পড়ে পাশে ;
চঞ্চলিত চপল হিয়া
বাসন্তী সুর গুঞ্জনিয়া
উচ্ছ্বসিয়া উল্লসিয়া
তরল হাসি হাসে !

নয়নে তা'র মদির চাওয়া,
পাগল হ'য়ে দখিন হাওয়া
লুটিয়ে পড়ে ওই রূপসীর পদ্ম-আঁকা পায়ে,
হরিৎ আঁচল উঠ্‌ছে কেঁপে রোমাঞ্চিত গায়ে !

তরুণ বুকে রূপের আসর
বিছিয়ে দেছে মিলন-বাসর
বিশ্ব জুড়ে নর নারীর জাগল জোয়ার যৌবনে
ফুলের মেলা হেলা-ফেলা আজ ভুবনের চৌকোণে !

কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে
সোনার মোহর আজ কে ঢালে'
কনকপাতায় মাণিক যেন অর্ঘ্য হ'য়ে ঝরে
ফুল্লশিখা মল্লিকা ফুল হাস্‌ছে থরে থরে ;



সুবাস-আকুল এই রজনীর গন্ধে অলক ভরি'
কোন্ সে ফুলের পরী
আকাশ পানে ঘোম্‌টা তুলে চায় ?
অশোক বনের অন্দরে আর চাঁপার আঙিনায়
করবী তা'র কবরী ওই যত্নে রচি' তোলে,
কুঞ্জ মেলায় মালঞ্চময় মালতী মউ দোলে !
কার সে দু'টি চরণ ছুঁয়ে মরবে ব'লে সুখে
ঘাসের ঘন বুকে—
ছোট্ট কচি টুক্‌টুকে ফুল ফুট্‌ছে রাশি রাশি,
কোন্ রাখালের ঠোঁটের চাপে মেঠো সুরের বাঁশী
দিল্‌হারানো খুশির নেশায় মাতিয়ে তোলে দিক !
আকুল হ'য়ে পিক
সারা নিশিই অবিশ্রান্ত ডাকে,
রেশ্‌মী-চিকণ কোমল পাতার ফাঁকে
শিরীষ বকুল আমের মুকুল জাগে,
এই প্রকৃতির সৃজন-প্রীতি সার্থকতার পুলক শুধু মাগে ;
মনের কোণের মিলন-অভিলাষ—
বেরিয়ে আসে আঁধার গুহার ছেড়ে গোপন বাস !
বাঞ্ছিতেরে জড়িয়ে ধ'রে বুকে
কোন্ অজানা সুখে
জীবন আজি বিভোর হ'য়ে থাক্‌তে শুধু চায়,
অশরীরী কোন্ কামনার তড়িৎ-চপল ঘায়,
উঠ্‌ছে কেঁপে আজ নিখিলের কায়া,
স্বপ্ন-লোকের মায়া
ভুলিয়ে নে যায় অতর্কিতে উধাও করে' মন,
ব্যাকুল হ'ল হৃদয় খুঁজে আকাঙ্ক্ষিত ধন,
অন্তরেরও গভীর অন্তরালে,
রক্তধারায় তালে

২৬

চল্‌ছে একি মধুর কাণা-কাণি,
হিয়ায় হিয়ায় কী কথা আজ হচ্ছে জানাজানি!
মর্ম্মরিত মর্ম্মে এ কার
আচম্বিতে আজ অনিবার
ডাক দিয়ে যায় নিবিড় সোহাগ-বাণী
আজ গগনের পুর-দ্বারে
জুঁই চামেলী বেলার হারে
সাজিয়ে নিয়ে কার আরতির পঞ্চপ্রদীপখানি
দেখনা ওই আগ্রহে চাঁদ দাঁড়িয়ে আছে রাণি!
চোখ দু'টি তার
কোন্ ইসারার
হাত-ছানিতে কয়,
'ওগো তুমি—এমন দিনেও—এমনি ক'রেই কর্‌বে জীবন ক্ষয়?
মিলন-মুখর এমন রাতে
বন্ধ রবে ওই কারাতে?
দিক্-দিগন্ত উৎসবে আজ মত্ত হ'য়ে নাচে—
সঙ্গ তোমার যাচে!
রূপ-সাগরের প্রবাল-পুরে
ডুব দিয়ে কোন্ স্নিগ্ধ সুরে
দখিন বাতাস উঠ্‌ল মাতাল হ'য়ে,
নেশায়-অবশ আবেশ চোখের বিভল দৃষ্টি ল'য়ে
চায় সে ফিরে-ফিরে
যৌবনের এই উদ্বেলিত জীবন-স্রোতের তীরে;
তার নয়নের স্নিগ্ধ পরশ
চিত্ত করে মত্ত সরস,
কেবল কি সই তোমার হৃদয় এম্‌নি লক্ষ্মীছাড়া,
দেয়না কোনও সাড়া?

আজ প্রকৃতির সুরে লয়ে বর্ণে গন্ধে ফুলে
বিশ্বভুবন আনন্দময় উঠ্‌ছে ঘন দুলে,
ভুলে-যাওয়া সুখের স্মৃতি নূতন ক'রে জাগে,
ক্ষণে ক্ষণে অকারণে প্রাণে চমক লাগে,
ছিন্ন-বীণার সুরটি বেঁধে বুকের তারে তারে
ঘা দিয়ে যায় কোন্ অতীতের মধুর কল্পনা রে!
অধীর ক'রে মাতিয়ে তোলে পূর্ণিমার ওই আলো,
জগৎ যে আজ সবারে চায় বাসতে সখি ভালো!
ঘুম নেই গো তারায় তারায়
হাসির বাঁশী জ্যোৎস্নাধারায়
জলতরঙ্গের সঙ্গে যেন সারানিশিই বাজে!
মুঞ্জরিত কুঞ্জবনের পুষ্প-অঙন মাঝে
রঙে রঙীণ রঙণ পলাশ
কুসুমফুলি পরেছে বাস
হিঙুল-বরণ উত্তরী ওই শিমুল বেঁধে শিরে
বেরিয়ে এল কিরে
অভ্র-আবীর-কুঙ্কুমে আজ রাঙিয়ে দিতে প্রাণ?
শিস্ দিয়ে যায় দোয়েল শ্যামা, বুল্‌বুলে গায় গান,
বলে এমন পাগলকরা পাত্‌ল কে আজ ফাঁদ?
টুট্‌ল বুঝি মর্ত্ত্যলোকের শাস্ত্র-শাসন বাঁধ!
এ যে গো সই, ক্ষণিক-খেলা—
অস্থায়ী এই প্রাণের মেলা
পলক শেষে মিলিয়ে যাবে স্বপন-সীমানায়,
তাই বলি আজ হৃদয় যারে বুকের ভিতর চায়,
ডাক দিয়ে নাও আদর ক'রে আপন ঘরে তারে
হয়ত' লগন উৎরে গেলে ফিরবেনা আর দ্বারে!
রুদ্ধ তোমার কক্ষ ঠেলে
মধু-মাধবী মিলিয়ে গেলে

বসুধারা

২৮

জ্যোৎস্না-রাতে হবে না আর দেখা,
হয়ত সখি সারা জীবন জাগ্‌তে হবে একা।
বেরিয়ে পড়ো শুভক্ষণে
লঙ্ঘি নিষেধ,—যে অঙ্গনে
দাঁড়িয়ে আছে প্রভাত হ'তেই অযাচিত এসে
তোমার প্রেমের অতিথি ওই চির-নবীন বেশে,
বরণ ক'রে নাওগো তারে সার্থকতায় হেসে!

*   *   *   *

ব'ল্‌লে সে আজ অঞ্চলে তার সজল আঁখি মুছে,
সুদিন গেছে ঘুচে!
এই ধরণীর অসাড় অতল কোলে
জীবন আমার ভস্ম হ'য়ে মিলিয়ে গেছে ব'লে
আনন্দ আর দেয় না লাজে দেখা,
এম্‌নি করেই একা
থাক্‌তে হবে আমায় এখন প্রলয়কালের তরে
তুহিন-শীতল আঁধার-ভরা রুদ্ধ পাষাণ ঘরে!
জীর্ণ শীতের শীর্ণ শিশির শিখা
নীহার নীরে নিবিয়ে আমার মনের হসন্তিকা
পালিয়ে গেছে হৃদয় কমল দ'লে
ফোটার আগেই মনের মুকুল পড়েছে তাই ঢ'লে!
কন্‌কনে কোন্‌ হিমেল্‌ হাওয়া
নিত্য করে আসা-যাওয়া,
দেয় না ছেড়ে বসন্তেরে পথ!
দূর থেকে তাই দেখলে আজি ঋতুরাজের রথ
ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকি সই,
বেরিয়ে আসার সাহস আমার কই,
এ কারাগার ছেড়ে?
ওগো আমার ভিতর-বাহির বেড়ে

জড়িয়ে আছে সেই সনাতন প্রাচীন নিগড় যত,
অত্যাচারের অসংখ্য চর কত
দাঁড়িয়ে আছে দুয়ার আমার ঘিরে ;
নিত্য আমি তাদের শাসন বইছি নত শিরে।
প্রভাত হ'ল পরাস্ত তাই, নিষ্ফলও মোর নিশা,
বরষণের ব্যর্থ-ব্যথায় হারায় না আর দিশা,
শরৎ-শোভার সন্তাপও তাই সইছি অবিচল,
রুদ্ধ ক'রে মর্ম্মব্যথায় তপ্ত আঁখির জল ;
জানেন শুধু অন্তর্যামী কার সে প্রেমের লাগি
বঞ্চিতার এই নিষ্ফলতা বইছে হতভাগী,
স্বর্গলোভের সঙ্গে যুঝে হবো যেদিন জয়ী
আমার জগৎ সেদিন হবে সর্ব্ব শোভাময়ী
সকল ব্যথার দুঃখ ভুলে
সকল বাধার বাঁধন খুলে
সেদিন আমি জোর ক'রে সই পারবো নিতে ছুটি
পড়বো আমার প্রিয়তমের চরণ তলে লুটি,
বিড়ম্বিত এ জীবনের এইটুকু মোর সাধ,
করবে না কি মার্জ্জনা সে আমার অপরাধ
জোড় হাতে তার চাইব যখন ক্ষমা ?
বল্‌বে না কি বক্ষে তুলে
কল্যাণ-কর বুলিয়ে চুলে
ব্যাকুল অধর চুমি—
ধন্য হলেম তোমার প্রেমে আজকে প্রিয়তমা, ধন্য আমার তুমি !

স্বাগত

ওগো! উষার আলোকে হেসে,
কে তুমি আজি এ শিশির-প্রভাতে
দাঁড়ালে দুয়ারে এসে?
তোমায় কখনো দেখিনি ত আগে,
তবুও ও মুখ বড় চেনা লাগে;
কি যেন অসীম স্নেহ অনুরাগে
দেহ মন যায় ভেসে!
দুয়ারে আমার কে এলে গো আজ
এমন দীপ্ত বেশে?

ওগো! তোমার চরণতলে,
আঙিনা আমার ভ'রে যে উঠিল
ফুলে, ফলে, তৃণদলে!
মরি মরি সখি, এ কি বিস্ময়,
নিমেষেই এসে ক'রে নিলে জয়
আমার কঠিন সুপ্ত হৃদয়
না জানি এ কোন্ ছলে?
আঁধার মনের মন্দিরে আজ
তোমারই প্রদীপ জ্বলে!

রাণি ! অবাক এ আগমন !
বিশ্বের এই নিঃস্বের দ্বারে
তোমার পদার্পণ !
হাসিতে যাহার সহাস্য দিক
আঁখিতে উজল নবীন নিমিখ,
কোমলকণ্ঠে কূজে কোটী পিক
চঞ্চল ত্রিভুবন,
দীনের দুয়ারে দাঁড়ালো সে এসে
নিখিল-পূজিত ধন !

দেবী ! তোমার করুণা-কণা,
যেন অযাচিত আশার অতীত,
আনন্দ-মূর্চ্ছনা !
জ্বেলে দিল প্রাণে এ কি অপরূপ,
নব-জীবনের সুগন্ধ-ধূপ ;
অমৃত সরস প্রতি রোমকূপ,
যৌবন উন্মনা !
আমার চিত্তে নিত্য তোমার
আরতি ও উপাসনা !



বরণ

তোমায় যেদিন প্রথম দেখি হঠাৎ সকাল বেলা,
শিউলি-ঝরা বিজন পথে ক'র্‌তে গিয়ে খেলা,
হাসচে তখন উষার আলো শারদ আকাশ ছেয়ে,
সিক্ত-বসন কুঞ্জকানন নীহার-কণায় নেয়ে,
অরুণ-রাঙা তরুণ তোমার চারু চরণ-তল
স্পর্শে যেন রোমাঞ্চিত হচ্ছে তৃণের দল !
প্রভাত-বায়ু দুলিয়ে অলক উড়্‌ছে আশে-পাশে
চৌদিকে ফুল ছড়িয়ে সুবাস ঘোমটা খুলে হাসে,
ভোরের কূজন গাইছে তখন তোমার দিগ্বিজয়
সেই প্রভাতে আচম্বিতে প্রথম পরিচয়,—
কোন্ অজানা অচিন্ দেশের স্বপ্ন-পুরের রাণী
তোমার চোখে দেখতে পেলেম কী যে তা কি জানি!
হারিয়ে গেল যা-কিছু ওই মুখের পানে চেয়ে
সেই বিজনে পথের মাঝে তোমার দেখা পেয়ে !
এক নিমেষে তোমায় আমি নিলেম বরণ করি'
আমার জীবন-পথের ওগো প্রথম সহচরি !

ধরা-ছোঁয়া

আমি ভুল্‌বো না সে নিমন্ত্রণ !
আমায় খুসি ক'রতে তোমার সেই যে আয়োজন ;
সেই যে সেবা, সেই যে প্রীতি
অধর আঁখির হাস্য গীতি
আমায় যাহা ক'রেছিলে যত্নে নিবেদন,
ভুলবো না সে একটী দিনের মধুর নিমন্ত্রণ !

পূজারিণীর মতো বালা
সাজিয়ে এনে অর্ঘ্য-থালা
ধ'র্‌লে যখন সাম্‌নে আমার আপন হাতে এসে,
কোন্ অপরূপ শোভায় ও রূপ উঠ্‌ল সেদিন হেসে !

তোমার চিকণ কাঁকণগুলি
শুনিয়েছিল অবাক্ বুলি
তোমার আঁচল ছুঁইয়েছিল পরশ ভালবেসে !
আমার এ মন ভুলিয়ে সে কোন্ স্বপ্ন-লোকের দেশে ?

সরিয়ে সকল সরম বাঁধ
সেই যে আরও দেবার সাধ,
অসঙ্কোচে আবার নেবার সেই যে অনুরোধ,
সুধার ধারে হৃদয় ক্ষুধার উদার পরিশোধ,—
আমায় সেদিন মুগ্ধ ক'রে,
দিয়েছিল সকল ভ'রে

৩৪

তরুণ হিয়ার স্তরে স্তরে অনন্ত আমোদ !
জীবনে মোর সেই ত' প্রথম চরম তৃপ্তি-বোধ
শূন্য আজি আমার প্রাণে
নাই গো সখি কোনও খানে
তোমার ভালবাসার দানে পূর্ণ সকল দিক্ !
মঞ্জু মনের কুঞ্জ বনে গুঞ্জে কোটী পিক্ !
তোমার গতির ছন্দ-গানে
আঁখির চপল ভঙ্গী পানে
নয়ন আমার আপনহারা তাকিয়ে অনিমিখ ;
তোমায় নিয়েই ফিরবো সখি, দিক্ লো ভুবন ধিক্
যে অনুরাগ সোহাগ-ভরা
আচম্বিতে প'ড়্ল ধরা
এক নিমেষের অসাবধানে ফেল্‌লে যখন চুমি
রইল না আর গোপন যেটা লুকিয়েছিলে তুমি !
পেয়ে তোমার সেই অনুভব,
হারিয়েছি মোর যা কিছু সব,
রাঙিয়েছে এ হৃদয় তব অধর কুঙ্কুমই,
এই ত জীবন নন্দনেরি স্বপ্ন রঙ্গভূমি !



প্রভাতী

জানি তুমি বন্দিনী আজ,
অমানব এই মনুর সমাজ
উচ্চ প্রাচীর তুলে,
তোমার দেখা পাবার পথটি রাখেনি আর খুলে !
তুমি সুদুর দুর্লভ সে জানি
তবু রাণি,
হোলেও আশাতীত
আমার সারঙ্‌ বাজায় কেবল তোমার স্তুতিগীত !
গভীর ব্যথার নিবিড় অশ্রুজলে
সব কটি তার মর্ম্মতন্ত্রী ঝঙ্কারিয়া করুণ সুরে বলে
রুদ্ধ তোমার বাতায়নে নিত্য ছুটে এসে
অসীম-অগাধ-বিপুল-ভালবেসে
তুমি আমার ! আমার তুমি প্রিয়ে !
তোমার কথা নিয়ে
সবাই আমায় কতই করে কঠোর পরিহাস,
অবোধ তারা জানে না তো ভালবাসার ফাঁস
যে পরেছে গলে,
ভাসিয়ে সে দেয় জলে
লজ্জা সরম মান অভিমান নিন্দা ভয়ের গ্লানি
কোনও বাধার দ্বন্দ্ব দ্বিধার সঙ্কোচ না মানি !
চিত্ত তাহার নিত্য সখি আপ্‌নি ছুটে যায়
প্রিয়তমের পায় !
তারা কি কেউ জানে,
কোন তরঙ্গের উচ্ছ্বসিত প্রবল স্রোতের টানে

এই জীবনের উদ্বেলিত অসহ যৌবন
চলেছে ঐ সিন্ধু পানে ভাসিয়ে নিয়ে মোর, সকল দেহ মন ?

নিদ্রা-বিহীন নিশীথিনীর শেষে
ধরণী যেই অরুণ আলোর পুলক-ধারায় নেয়ে প্রথম উঠে হেসে,
আঁধার পড়ে টুটে,
মৃণাল শিরে ধীরে ধীরে কমলকলি ফুটে,
সেই প্রভাতে নিত্য আমি উঠে
ব্যর্থ বিফল জাগরণের সব অবসাদ ঠেলি
ক্লান্ত দুটি নয়ন যখন মেলি,
আমার গৃহের সমুখ পথে তখন দলে দলে
ভাগীরথীর যাত্রী যত উষার গাহন নিতে, উতল হ'য়ে চলে,
প্রভাত বায়ুর কমনীয় শীতল স্পর্শ পেয়ে
তন্দ্রাবিজড়িত তাদের কণ্ঠ ওঠে গেয়ে,
ভোরাই সুরে ভগবানের নাম
শ্রবণ-অভিরাম,
আমি তখন আপন মনে সারঙ্ খানি পেড়ে
যে নিয়েছে জন্মে জন্মে আমায় এমন কেড়ে
গাইতে বসি তারই বিজয়গান,
রিক্ত ক'রে প্রাণ !
ছন্দে ছন্দে সুরে সুরে বিশ্ব বীণার তানে
আমার কাণে আনে
একটী মাত্র সেই রাগিণীর বারে বারেই বিচিত্র মূর্চ্ছনা
আমার মনের মন্দিরে তাই প্রতিদিনের প্রাতে
ওগো দেবি ! তোমারই অর্চ্চনা !

নিমেষ-হারা

ক্ষণেক দু'জনে ছিনু কাছাকাছি
সে এক উজল নিশিতে,
জোছনা যখন ধরণীর বুকে
লুটায়ে চাহিছে মিশিতে ;
সহসা পথের পাশটিতে দেখা
সোনালী ক্ষেতের যে আলে,
ক্ষণ ব'য়ে গেল কখন জানিনা
সেখানে মনের খেয়ালে !

ক্ষীণ-পথ-রেখা, সেই পথে একা
চলেছিনু তার পিছনে,
সাড়া দিয়েছিল প্রাণে যেন, তার
গানের রেশটি বিজনে ;
জীবনের সুর পেয়েছিনু খুঁজে
সেই গুঞ্জন গানেতে,
চকিতে চপল চ'খে চেয়ে দেখা
অচেনা মুখের পানেতে !

সেদিন সকলি লেগেছিল ভাল
তার নয়নের আলোতে,
তারার বাঁশীটি চাঁদের হাঁসিটি
মেঘের কাজল-কালোতে !

চল-চঞ্চল-চরণের তলে
ক্ষিতি উঠেছিল নাচিয়া,
নবীন ধানের মঞ্জরী মরি
সঙ্গীত সুরে বাঁচিয়া !

কেটে গেল মিছে অনুসরি পিছে
শুধু লুকোচুরি খেলাতে,
হ'য়েও হ'লনা চেনা-পরিচয়
হাসির আড়ালে হেলাতে ;
আমি আনমনে দেখেছিনু শুধু
লীলায়িত তার গতিটি ।
গ'ণেনি বিভোর অন্তর মোর
আপন-হারার ক্ষতিটি !

ভেবেছিনু বুঝি দিয়েছে সে ধরা
তাই ভাল ক'রে ধরিনি,
কে জানে এমন মন হরি' বনে
লুকাবে সে বন-হরিণী !
সব ফেলে রেখে গেলে হোতো শুধু
হাত ধ'রে তার একাকী,
নিখিল ভুবনে খুঁজিলে জীবনে
হবেনা আবার দেখা কি ?

নবীন ধানের আশে-পাশে তাই,
ঘুরি শুধু তার আশাতে,
সে যে ক'য়ে গেছে গোপন কথাটি
সে-দু'টি আঁখির ভাষাতে,

আমার যে কথা ছিল মনে গাঁথা
সে যে র'য়ে গেছে লুকানো,
দ্বন্দ্ব দ্বিধায় সন্দেহ যত
হয়নি ত কিছু চুকানো !

আমারই সে দোষ, দোষ তার নয়,
সে তো চেয়েছিল ফিরে গো,
থমকি দাঁড়ায়ে পথমাঝে সে তো
হেসে চলেছিল ধীরে গো ;
তার নয়নের ইঙ্গিতে যেন
সঙ্কেত ছিল ধরিতে,
তবু সঙ্কোচ সরম সরায়ে
সাহস করিনি মরিতে !

আজো মনে পড়ে সেই ভরা ক্ষেত
জোছনায় গেছে ভাসিয়া,
সোনালী ধানের সরু বাঁকা পথে
তরুণী চ'লেছে হাসিয়া,
আলোকে পুলকে ঝলকে বালিকা
অলক উড়িছে পবনে,
কল-কণ্ঠের সঙ্গীত তার
ঝঙ্কৃত আজো শ্রবণে !



চোখের আড়াল

যখন তুমি বিদায় নিয়ে উঠ্‌লে গিয়ে না'য়ে
বাজ্‌ল কত করুণ সুরে নূপুর দু'টি পায়ে ;
আঁচলখানি উঠ্‌ল কেঁপে শাড়ীর পাটে পাটে
ঘনিয়ে-ওঠা বিষাদরাশি ছড়িয়ে দিয়ে ঘাটে ;
বসন-কোণে ক্ষুণ্ণ মনে ঝুল্‌ছিল যে চাবি,
আজ্‌কে যেন অধীর সেও বিদায়-বেলা ভাবি' !

ললাট-পটে টিপ্‌টি তোমার মলিন হ'য়ে দুখে,
তীক্ষ্ণ কাঁটা বিঁধ্‌ছিল গো দীর্ণ আমার বুকে !
শোণিত-রাঙা ব্যথার আগুন জমাট বেঁধে যেন,
সিঁথেয় জ্বলে সিঁদুর হ'য়ে অনল-শিখা হেন !

তোমার কেশের সুবাস সখি দীর্ঘশ্বাসের সম
আকুল হ'য়ে আস্‌ছে ভেসে হৃদয়-কূলে মম ;
আল্‌তা-পরা তোমার দু'টি চরণ ঘিরে ঘিরে
গুম্‌রে ওঠে গভীর বেদন বুকের বাঁধন চিরে ;
তোমার হাতের কাঁকণ যে গো কাঁদন গেয়ে চলে ;
অশ্রু কত কর্‌বে গোপন নয়ন-মোছার ছলে ?

মৌন মুখে পড়্‌শিনীরা দাঁড়িয়ে বাতায়নে,
তরু-লতার তরুণ পাতাও বেপথু আজ বনে ;

আষাঢ়-মেঘে মগ্ন-আকাশ আঁধার মুখে চায় ;
সজল আঁখি আজকে পাখীর কণ্ঠ নাহি গায় ;
তরণী ঐ নারাজ হের উজান ব'য়ে যেতে,
অবোধ নদী দাঁড়ের আঘাত সইছে মাথা পেতে ;
তবুও তার ঊর্ম্মিবাহু চায়না দিতে ঠেলে
তোমায় নিয়ে যে তরী যায় আমায় একা ফেলে !
নদীর বুকে তরীর কোলে ঘোম্‌টাখানি খুলে
নীরব নত নয়ন দু'টি বারেক শুধু তুলে
যখন তুমি চাইলে ফিরে আমার পানে হেসে
তোমার চোখে দুখের বারি উথ্‌লে এলো ভেসে !
হায় গো রাণি, সেই যে ছবি এলেম আমি দেখে
সে যে আমায় ঘুমেও এসে চম্‌কে তোলে ডেকে !
ছিলে যখন কাছটিতে মোর পাইনি কিছু টের—
তোমার অভাব কতখানি—কী যাতনার ফের !



মৃত্যু-অভিসার

খুলে দাও ওগো,—দাও দাও খুলে—
জীবন-তোরণ-দ্বার,
এমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে
চাহে না যে মন আর!

জানো কি, অধীর কত যে দিবস
হৃদয় আমার মানে নাই বশ,
কত যে যামিনী জেগেছি অলস
আসেনি এ চোখে ঘুম?

তব কুন্তল-গন্ধ-কুসুম
পাসরি' শিথিল অলক-ডোর
সে এক সজল-শ্রাবণ-নিশীথে
পড়েছিল আসি পথে যে মোর!

গোপনে যতনে এনেছিনু যবে
কুড়ায়ে আদরে আপন গরবে
হৃদয় আমার মধু-সৌরভে
দিয়েছিল সে যে ভরি',
একটি রাতের উৎসব-শেষে
শেষ-নিঃশ্বাসে—হেসে—ভালবেসে
প্রভাতে সে গেছে মরি'!

শীর্ণ-শুষ্ক-দলগুলি তার
আনমনে আমি ল'য়ে যতবার
ললাটে-বক্ষে শিরে সম্ভ্রমে
ছোঁয়াতে গিয়েছি—বিঁধেছে মরমে—
অঞ্জলি মোর ঝলসি' দিয়েছে
শোক-সন্তাপে দগ্ধ করি' !

বেদনা-বহ্নি নিভাতে সে ধূধূ
ব্যথারই অশ্রু পড়েছিল শুধু
উদ্বেল দু'টি আঁখি হ'তে মোর
নীরবে সেদিন নিভৃতে ঝরি' !

*
* *

তারপরও গেছে দিন—!
গেছে অগণিত বিনিদ্র রাত
কত ঝঞ্ঝার বহেছি আঘাত
একাকী সঙ্গীহীন !

জানো কি, বিজনে ভেবেছি যে কত—?
যাব কি যাবনা
পাগল ভাবনা
পলে পলে অবিরত ?

দহিয়াছে যবে তুষানল প্রায়
দেহ মন, কোন্ অসহ জ্বালায়
যৌবন-ক্ষুধানল—
না জানি কেমনে সেদিনও ছিলাম
প্রশান্ত অবিচল !

৪৪

আজিকে অকস্মাৎ—
কামনার কোন্ তড়িৎ-পরশে
কঠিন বজ্রাঘাত—

ভেঙে দেছে কারাগার!
চূর্ণিত তার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে—ধ্বনিতেছে হাহাকার!
আজ শুনিয়াছি আপনার কাণে
রোদন-আর্ত্ত কী করুণ তানে
কাঁদে উপবাসী অন্তর মোর—
তাইত' এ নিশি না হোতেই ভোর
এসেছি নির্ব্বিচারে—
সকল মিথ্যা—সব বাধা ঠেলি—
তোমার রুদ্ধ-দ্বারে!

যাক্ ডুবে যাক্—সুযশ—সুনাম—
এমন করিয়া বুঝি অবিরাম
আপনার সাথে আপনি বল না—
কতদিন থাকা যায়?
সত্য-মিথ্যা—পুণ্য বা পাপ
শূন্য সকলই,—সমাজের চাপ
বিধি-নিষেধের বিপুল প্রতাপ
আজ যে গো নিরুপায়!

বিশ্ব-বাধারে দু'পায়ে মাড়ায়ে
অন্তর মোর দু'বাহু বাড়ায়ে
তোমারে খুঁজিয়া ধায়!

নিখিল ধরার সীমানা ছাড়ায়ে
বিদ্রোহী মন উঠেছে দাঁড়ায়ে,
—তোমারেই পেতে চায়!

*
* *

জানি, জানি,—ওগো—!
আজিকার এই
মিলন-যামিনী-শেষে,
সার্থক মোর মুহূর্ত্ত মাঝে
উজ্জ্বল-হাসি হেসে,
জীর্ণ-গৃহের অঙ্গনে যবে
ধীরে ধীরে ফিরে যাব'
উন্মাদ এই রজনীরে স্মরি'
পরাণ আমার উঠিবে শিহরি'
গুরু অনুতাপে গুমরি গুমরি
বহু ব্যথা বুকে পাব' !

হোক্,—তাহে ক্ষতি নাই,
সারা জীবনের জ্বালা বিনিময়ে
—তোমারেই তবু চাই !

শুধু একদিন……
দু'টি বুকে মুখে……
একটি নিশার স্বপনের সুখে
হ'য়ে যাব চির-লীন !

পিপাসিত-চিতে ব্যাকুলিছে সাধ
জীবনী-রসের মধু-আস্বাদ
নিঃশেষে করি আকণ্ঠ পান
গেয়ে যাব দু'টো প্রণয়ের গান
শুধু ক্ষণকাল
হবো গো মাতাল

মিলনের উৎসবে !
সৃজন-ব্যথার আনন্দ মোর নিষ্ফল কেন হবে ?
ধরো তুলে ধরো—ও-রূপের আলো,
পাণ্ডু-অধরে প্রাণ-মধু ঢালো,
জীবনের সাঁঝে অন্তর-মাঝে—
দেওয়ালীর দীপ জ্বালো !

শুধু অপলকে, নিমেষের তরে
ভুবন-ভুলানো ও-মুখের পরে
দিশেহারা দু'টি আঁখি-তারা লয়ে
নির্ব্বাক হ'য়ে চাব'
কবো দু'টি কথা, শুধু মনোব্যথা
লঘু ক'রে চলে যাব' '!
চির-সুন্দরে মন্দিরে মোর
বন্দিতে কিগো পাব '?

জীবনের পরপার—
দুর-দিগন্তে ওই শোনো আজ,—ডাকে মোরে বার বার !

মরে না যে মন অবগুণ্ঠনে
কমে না কণিকা শত লুণ্ঠনে
বিষ-কলঙ্ক-পঙ্ক লেপনে
হয় না কখনো কালো !

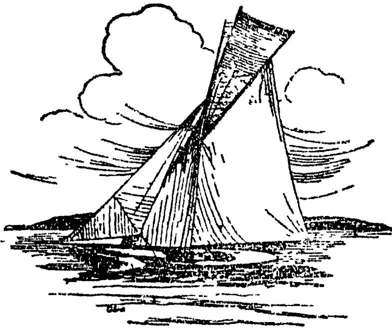
বাঞ্ছিত সে যে নিখিল ভুবনে
বিস্মৃতি তারে ঢাকিবে কেমনে
শতরূপে শত জনমে জীবনে
চোখে তারে লাগে ভালো !

এসেছি তো তাই আজ—
ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সব-সঙ্কোচ
দলি পায়ে মিছে লাজ !

দেখ, চেয়ে দেখ—চির-ব্যথাতুর বুভুক্ষু এই মুখে—
শোনো কাণ পেতে—কী সুর বাজিছে অশান্ত এই বুকে !

নয়নে তোমার কেন সংশয় ?
কেন ফুটে ওঠে মহা বিস্ময় ?
ভাবো কি এ কভু সম্ভব নয়
জীবনের এই পারে ?

আমি যে মানুষ—নহি ত' দেবতা—মরণের অভিসারে
আসিয়াছি তাই, সুখে—হাসি মুখে,
চির-বঞ্চিত রবো কোন্ দুখে ?
ক্ষুধিত-তাপিত-তৃষাতুর বুকে
যদি গো তৃপ্তি পাই,
সব-সন্তাপ-বিনাশী মধুর-মৃত্যুরে তাই চাই !
ও দু'টি কোমল কমল-চরণে
চুম্বন করি রহিব মরণে,
মরিয়া তোমার রহিব স্মরণে—
সার্থক শুধু তাই !



হারানিধি

হারিয়েছিনু শৈশবে হায় যারে
খেলা-ঘরের দ্বারে
অসাবধানে কবে,
যৌবনের এ শেষ খেয়াটার পারে
পাবো যে ফের তারে
এমন অনুভবে—
সে আশা মোর ছিলই না রে মনে,
তাইত' নিরজনে
দিনের পরে দিন,
দুখের নিশা কাট্‌তো জাগরণে
ব্যর্থ প্রতিক্ষণে
জীবন করি ক্ষীণ !
না জানি শেষ কোন্ সাধনার রাতে
সিদ্ধি লাভের সাথে
আজকে এমন একা
হারিয়ে ফেলা স্মৃতির প্রদীপ হাতে
আমার আঙিনাতে
পেয়েছি তার দেখা !



কেমন ক'রে উঠ্‌ল ভেসে ধীরে
অস্তগামী তীরে
বিস্মৃত সেই লেখা
এই কথাটাই কেবল ঘুরে ফিরে
আনন্দাশ্রু নীরে
ফুটিয়ে তোলে রেখা !
এসেছে আজ হঠাৎ আচম্বিতে
আঁধার মম চিতে
আপ্‌নি অনাহুতা,
শিউলি যেন্‌ শীর্ণ দুখের শীতে
শেষ-শরতের গীতে
হায়রে শাখাচ্যুতা !
কুরঙ্গিণী বিদ্ধ যেন বাণে
দীর্ণ-ক্ষত প্রাণে
চাইলে মৃদু হাসি
কাতর চ'খে আমার মুখের পানে,
ব'ল্‌লে যেন কাণে
'তোমায় ভালবাসি !'
আগ্রহে তাই বুকে নিলেম তুলে
সকল ব্যথা ভুলে
সার্থকতা মানি,
ফিরেছে আজ ব্যর্থ জীবন মূলে
স্বপন ঢেউয়ে দুলে
হারাণো মোর রাণী !

নিরুপমা

কে জানিত তুমি রাজেন্দ্রাণী !
আজি তাই জুড়ি দুই পাণি
নতজানু তোমার সম্মুখে
গভীর আক্ষেপে মনোদুখে
চাহিতেছি ক্ষমা !
ওগো নিরুপমা,
ফিরায়ে লইতে চাই আজি মোর সব অঙ্গীকার ;
আজি আর লজ্জা নাই এই লজ্জা করিতে স্বীকার
নহি নহি তব যোগ্য আমি ;
তবু যে আমিই তব স্বামী
বিধাতার এই ভুল
অন্তরে বিঁধিছে শূল
নিত্য দিবাযামী !
অসহ যাতনা তার,
অনুতাপ গুরুভার
মনঃক্ষোভ নিদারুণ দহিছে আমায় !
যে বেদনা অকস্মাৎ উৎসবের উল্লসিত বাঁশরী থামায়
যে ব্যথা অব্যক্ত সুরে
হৃদয়ের অন্তঃপুরে
মর্ম্মভেদী তোলে হাহাকার—
অতুলনা হে প্রিয়া আমার,
সেই বেদনার তীব্র সুতীক্ষ্ণ ফলক
আমার সুখের স্বপ্ন করি অমূলক
ব্যর্থতায় ভরেছে হৃদয় ;

নয়, নয়, তুমি তো সে নয় !
হায়, এতদিন আমি
হে অনামি
পাইনি তোমার পরিচয় ;
ছিল তা' গোপন এতকাল !
তোমার ও অন্তরের উচ্ছ্বসিত প্রেমের আবেগ
সংসারের শত কৃষ্ণ-দুর্য্যোগের বজ্র-বহ মেঘ
সঙ্গোপনে করি অন্তরাল
স্নিগ্ধ শান্ত প্রভাতের বিচ্ছুরিয়া যে অরুণ-আলো
আমারে বাসিয়াছিল ভালো
আপনারে নীরবে নিঃশেষে নিবেদিয়া
পূর্ণ করি দিয়াছিল ক্ষুব্ধ মোর বুভুক্ষিত হিয়া—
সে যে কভু মোর প্রাপ্য নয়
এ কথা যেদিন আমি মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝিনু নিশ্চয়,
হে চির-রহস্যময়ী নারী,
আর কি তোমারে আমি প্রেম-সম্ভাষণে
অপমান করিবারে পারি ?
আপনার অযোগ্যতা আচম্বিতে অন্তরেতে স্মরি'
সলজ্জ সঙ্কোচে শুভে, সেইক্ষণে উঠিনু শিহরি !
সহসা হেরিনু যেন লয়ে দীপ্ত বিদ্যুতের স্তূপ
উৎকীর্ণ করেছে বক্ষে ওই তব অপরূপ রূপ
রূপ-দক্ষ সে কোন্ ভাস্কর ;
তোমার আঁখির নীলে তরঙ্গিত সিন্ধু যেন
মহানন্দে চুমে নীলাম্বর,
সৃষ্টি-নাশা কী অপূর্ব্ব দৃষ্টি তাহে ঝরে,
উন্মত্ত পুরুষ-চিত্ত পতঙ্গের মতো ক্ষণে ক্ষণে দগ্ধ হ'য়ে মরে !
ওই তব অকলঙ্ক অধরের আগে
মদনের পুষ্প-ধনু নিশিদিন হিল্লোলিয়া জাগে ;

হৃদি-উৎসে উদ্ভাসিত কামনার উৎপল-মুকুল
মেখলার নৃত্যছন্দে চিত্ত-হারা জনে জনে,
মদমত্ত ভুবন দোদুল,
চরণ-মঞ্জীরে বাজে মরণে আহ্বান-করা বাসনার ব্যাকুলিত সুর
অনুপম বিচিত্র মধুর !
কী অজেয় আকাঙ্ক্ষার তীব্র আকর্ষণে
করেছ' আনত আজি পদপ্রান্তে তব
দুরন্ত এ বিশ্বের যৌবনে !
তোমারে হেরিয়া দেবি, সেকি মোর বিপুল বিস্ময় !
নয়, নয়, এ ত কভু নয়
আমার সে প্রিয়া,
ছোটখাটো সংসারের এক কোণে যারে সাথে নিয়া
একান্তে যাপিব এই দু'দিনের ক্ষণিক জীবন
এ তো নহে সামান্য সে ধন !
এ যে বিশ্ব-প্রিয়া !
এরই লাগি কেঁদে ফিরে দেশে দেশে নিখিলের হিয়া
যুগে যুগে যেন চির-কাল।
এরই রূপ-রস-সুধা স্বর্গ-মর্ত্ত্য নিত্য যেন করিছে মাতাল !
নাহি এর আদি-অন্ত, জন্ম-জরা, জীবন-মরণ,
শাশ্বত এ—কালজয়ী ; এরই দুটি রাতুল চরণ
বরণ করিতে চায় সমগ্র ধরণী !
তারে আমি আমার ঘরণী
কোন্ স্পর্দ্ধা ল'য়ে বলো অসঙ্কোচে করিব স্বীকার ?
তুমি যে গো মূর্ত্তিমতী মূর্ত্তি প্রতিভার—
সকল সৃষ্টির মাঝে মহীয়সী তুমি—তুমি নিরুপমা !
ত্রিলোকের তৃপ্তি যে গো তোমারি মাঝারে
কালে কালে হ'য়ে আছে জমা !

মনের মানুষ তুমি নহ শুধু মর্ত্ত্য-মানবের
তোমারি কারণে দেবি, দেবতার সনে, চিরদিন দ্বন্দ্ব দানবের!
কবি-কল্পনার তুমি স্বপন-মানসী
আনন্দ সিন্ধুর উৎস, উৎসবের দীপ, জীবনের বাঞ্ছিতা প্রেয়সী!
নহ তুমি গৃহলক্ষ্মী, প্রণয়িনী কারো, তুমি শুধু লীলার সঙ্গিনী,
হে বিচিত্রা রূপসী রঙ্গিণি!
লোক হ'তে লোকান্তরে অনাদি এ কাল-স্রোত নীরে
ভাসিয়া চলেছে জীব তোমারি ও পাদপদ্ম ঘিরে;
প্রেমার্ত্ত হৃদয় যত তোমারে চাহিয়া চিরদিন
অনুরাগ-আবেশে রঙীণ!
স্বার্থ-কণ্টকিত এই জীবন-বনের পঙ্কিল পিচ্ছল পথ 'পরে
নিত্যকাল চিত্তলোকে নির্ব্বিচারে দৃপ্ত পদভরে
ত্যাগের পতাকা বহি চিরন্তন জয়-যাত্রা তব
অপূর্ব্ব অদ্ভুত অভিনব!
তোমার নিবিড় স্নেহ-ছায়া
ল'য়ে তার অশরীরী মায়া
অজ্ঞাতে কেমনে সঙ্গোপনে
প্রণয়ের পুণ্য তপোবনে
আমারে করেছে আজি দেহাতীত নিষ্কাম তাপস!
যে মন মানে না কভু বশ
তারেও করেছো তুমি হেলায় আপন পদানত!
ভুজঙ্গে নির্ব্বিষ করা তোমার এ সর্ব্ব-জয়া-ব্রত
আমার সকল ত্রুটী জন্মে জন্মে করিয়াছে ক্ষমা—
প্রেম-স্বপ্ন-রাজ্যে মোর ওগো মহারাণি,
তাই তুমি চির নিরুপমা!

ক্ষণিকের অতিথি

তোমারে চাহিয়াছিনু বাঁধিয়া রাখিতে
বন্দী করি এ বাহু বন্ধনে
চপল-অঞ্চলা,
তুমি যে পারোনা কভু অচলা থাকিতে
ধরণীর আনন্দ-নন্দনে
হে চির চঞ্চলা,
এ কথা জানিত মন, তবু সব ভুলে
চেয়েছিনু তোমারে বাঁধিতে
অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে,
ভাবি নাই কোনোদিন জীবনের কূলে
একা মোরে হবে গো কাঁদিতে
তপ্ত-অশ্রুজলে !
তুমি চলে যাবে এতো ভুলেও স্বপনে
কল্পনায় পারিনি আনিতে ;
ছিল গো ধারণা—
ভাল'বাসিয়াছ যারে, কভু তার মনে
হেন বজ্র-বেদনা হানিতে
তুমি তো পারোনা !
সেদিন বুঝিনি আমি, তুমি এসেছিলে
ক্ষণিকের আনন্দ বহিয়া
লীলাভরে কত

অনুরাগে কিছুদিন তৃপ্তি শুধু দিলে
এ জীবনে জড়িত রহিয়া
প্রেয়সীর মতো !

যাত্রী মোরা যুগে যুগে জীবনের পথে
কোন্ তীর্থে নাহি জানি
ফুরাবে এ গতি,
আজনম ক্লান্তপদে চলি কোনোমতে
ধরেছিনু তব পদ্মপাণি
ওগো আয়ুষ্মতি !

সেদিন চলার পথে শ্রান্তিটুকু মম
বহুযত্নে করেছিলে দূর
প্রাণপণে সেবি,
বলেছিলে কাণে কাণে 'প্রিয়, প্রিয়তম,'
সুধা ঢেলে অধরে মধুর
কে তুমি গো দেবি ?

তোমারে পাইয়া আমি ভেবেছিনু মনে
লভিয়াছি বুঝি এইবার
সাধনার ধন,
জন্ম জন্ম যারে খুঁজি ফিরেছি ভুবনে
মিলিয়াছে আজি দেখা তার
সার্থক জীবন !

তোমারে রাখিব আমি সাধ ছিল চিতে,
চিরদিন বেঁধে বাহু-ডোরে
গাঢ় অনুরাগে ;
সেদিন কি জানিতাম এই ধরণীতে
কিছু নাহি রাখা যায় ধ'রে,
অসীম সোহাগে !

৫৬

তুমি চলে গেছ' আজ না বলিয়া কিছু
প্রাণ চায় তোমারে ফিরাতে
এ পথে আবার ;
জানি আমি মিছে এই ছোটা তব পিছু
অবিরাম দিবসে কি রাতে ;
এ নহে পাবার !
তবু যে বোঝেনা মন, অনুখন তাই
আঁখি জলে যাপিতেছি কাল
পথ চেয়ে তব
জীবনে পাথেয় যেগো কিছু আর নাই
শুধু আছে স্মৃতি-স্বপ্ন-জাল
নিতি নব নব !
আজ বুঝিয়াছি আমি, তুমি শুধু এসে
অকাতরে ক'রে গেছ' দান
যাহা কিছু শ্রেয় ।
এই ব্যর্থ অন্ধকার অন্তর-প্রদেশে
অমৃতের দিয়েছ' সন্ধান
ত্রিলোকের প্রেয় !
জ্বেলে গেছ' দীপশিখা যে ভাল'বাসার
এ জীবনে ধ্রুব-তারা প্রায়,
স্থির তাহা জানি,
পূর্ণ আজি প্রয়োজন তোমার আসার
চলে গেছ' তাই দূরে হায়
হে মোর কল্যাণি !

কনকাঞ্জলি

এ কি দিলে ঢেলে অমৃত মদিরা
অধীর অধরে মোর ;
বহে বিদ্যুৎ বেপথু অঙ্গে
আঁখিতে ঘনায় ঘোর।
বিপুল পুলক-শিহরণে ঘন
দেহ মন ওঠে কেঁপে,
জাগে আনন্দ-অনুভূতি অতি
সব অন্তর ব্যেপে !
এ কি অনুরাগ নিবিড় সোহাগ
নিবেদিয়া দিলে তুমি,
এক নিঃশ্বাসে নিঃশেষে মোরে
নিঃস্ব করিলে চুমি !
কোন হোম-হবি সোম-রস-ধারা
তৃষিতে করালে পান ?
কোন্ দুর্লভ দ্রাক্ষা-আসব
বুভুক্ষে দিলে দান ?
তোমার অধর-ভৃঙ্গারে একি
শৃঙ্গার-সুধা ভরা !
গাঢ় মিলনের মোহন মুদ্রা,
অন্তর-ক্ষুধা-হরা ?
নন্দন-বন-বসন্ত যে গো
বক্ষে উঠিল ফুটে,
নিখিল কোকিল-কুহরণে যেন
শ্রবণ ভরিয়া উঠে !

কি ছিল লুকানো কোন্ মায়ামধু
সীধু-ধারা বিধুমুখে,
পান ক'রে প্রাণ মেতে ওঠে আজ
অসহ্য কোন্ সুখে।
এ কি অপূর্ব্ব প্রীতি-রোমাঞ্চ
জাগে প্রতি রোম-কূপে
সুখ-স্বপনের গোপন কুঞ্জে
ডাকে যেন চুপে চুপে!
শোণিতে সহসা জ্বলে উঠে এ কি
রঙীণ ফাগুন-বিষ
তোমার অধর-আদর আমার
কামনা-অহর্নিশ!
পদ্ম-অধর-মন্থন-মদে
উন্মাদ আজি প্রাণ!
এ কি অকুণ্ঠ নীল-কণ্ঠের
আকণ্ঠ বিষ-পান?
তোমার সরস অধর-পরশ
করে কি সঞ্জীবিত,
নিখিল সৃজন কামনার বীজ,
জীবন অনিন্দিত?
তাই কি ও মুখ-মধু-আস্বাদে
লুব্ধ কাঙাল সম,
তীব্র তৃষার হাহাকারে মরে
লালায়িত চিত মম?
সরম দ্বিধার সব সঙ্কোচ
নিমেষে হয়েছে দূর
মর্ম্ম-বীণার তারে তারে আজ
অবাধ মিলন-সুর!

অধর-তীর্থে দু'টি চিত্তের
 বিচিত্র বিনিময়,
বন্দিত ঘন মনোমন্দিরে
 শাশ্বত প্রেম জয়!
তরুণ তনুর চৌদিকে আজ
 যৌবন যেন জাগে,
সার্থক করি সকল সাধনা
 বিহ্বল অনুরাগে!
জীবন-উষার অভিষেক আজ
 অধর-প্রয়াগ-তীরে!
তোমার প্রণয়-প্রসাদ-মুকুট
 গৌরবে শোভে শিরে!
তব চুম্বন-প্রেম-চন্দনে
 রঞ্জিত দু'টি আঁখি,
ললাটে চিবুকে কপোলে কণ্ঠে
 ধন্য হয়েছি মাখি!
ও গো, এ মিলন-মহামুহূর্তে
 দেহ মনে শুধু চাই,
তোমাতে আমাতে বুকে মুখে যেন
 নিঃশেষ হয়ে যাই!

চিরন্তনী

আমি ছিলাম কাব্য-লোকে ছন্দগানের সুরে আপন মনে সকল ভুলে একা,
একটি দিনও হয়নি মনে আস্‌বে সেদিন ফিরে যেদিন আবার
তোমার পাব দেখা !
আমার মনের গোপন কোণে অনুরাগের রঙে একটি ছবিই
ছিল কেবল আঁকা,
ভোলায়নিক' আমাকে আর এমন ক'রে সখি,
কারুর অমন ডাগর নয়ন বাঁকা !
তুমিই প্রথম জ্যোতির্ম্ময়ী উদয় হ'লে হেসে হঠাৎ এসে দৃষ্টিপথে মম
কল্প-লোকের সঙ্গিনী মোর গত জন্মের কোন্ অবিস্মৃত পূর্ব্ব-স্মৃতির সম !
স্বপ্ন-সুরের সুন্দরী কি সজীব হ'য়ে এলে, ধ্যানের দেবী, আরাধনার ধন ?
মূর্ত্তি ধরে' এলে কি আজ আমার মানস-প্রিয়া, বাঞ্ছিত জন হিয়ার চিরন্তন ?
এক নিমেষের নয়নপাতে চিনে নিলেম মোরা পরস্পরে আস্‌ছি ভালবেসে
জন্মে-জন্মে যুগে-যুগে লক্ষ জীবন ধ'রে, স্বর্গ মর্ত্ত্য সপ্তলোকের দেশে !
আজকে শুধু প'ড়্‌ছে মনে তোমার আমার যত হারিয়ে-ফেলা
অতীত ইতিহাস,
কোন্ গগনের কোন্ তারাতে কোন্ রূপেতে কবে তোমায় আমায়
করেছিলেম বাস !
প্রলয়-জলে মগ্ন ছিল বিশ্ব জগৎ যবে আদিম যুগে সৃষ্টি হবার আগে,
কোন্ অতলের গভীর তলে প্রবালদলে ছিনু তোমায় আমায়
জড়িয়ে অনুরাগে ;
একদা সেই সাগর-পুরে শুক্তি গড়ে যবে সুপ্ত ছিলে মুক্তামুকুট পরি'
আমি তোমায় রেখেছিলেম বক্ষে আমার চেপে ব্যগ্র বাহুর আলিঙ্গনে ধরি ;

চিরন্তনী

৬১

যেদিন আবার উঠলে ফুটে অমল কমল দলে ভ্রমর হ'য়ে এসেছিলেম আমি,
তোমার আমার সেই যে প্রণয় শেষ ছিল না তার, বুকে মুখে
থেকে দিবসযামী ;
আমি ছিলেম বনস্পতি তুমি আমার লতা তরুলোকের ইন্দ্র এবং শচী
পল্লবিত শাখীর শাখে বাস করেছি মোরা পাখীর মতো নীড় দুজনে রচি ;
কোন্ প্রাসাদের সৌধশিরে ঘুলঘুলিটির ফাঁকে হয়ত' যুগল
কপোত হ'য়ে দোঁহে,
কাটিয়েছিনু সুখের জীবন দুখের অতীতকাল, মুগ্ধ মনে
অবাক্ প্রেমের মোহে ;
চকোর হ'য়ে চাঁদের সুধা পান করেছি কত জ্যোৎস্না রাতে
• তোমার সাথে প্রিয়ে,
রৌদ্র প্রখর দীর্ঘ-দিবস ঝিল্লী-মুখর নিশি, কি আনন্দেই গেছে তোমায় নিয়ে !
মরাল-গ্রীবা হেলিয়ে দু'জন হংস-মিথুন মোরা কোন্ অজানা
সুদূর অতীতকালে,
সাঁতরেছিলেম পাশাপাশি স্রোতস্বিনীর বুকে, নৃত্য ক'রে
ঢেউয়ের তালে তালে,
বর্ষা-সজল শ্রাবণ ধারায় আস্তে যখন নেমে, চাতক হ'য়ে
মিটিয়েছি মোর তৃষা
কোন্ ফাগুনের মধু-রাতে পিক' বধূর ডাকে প্রেয়সী লো, হারিয়েছিলে দিশা ;
রাজপুরীতে ছিলেম যবে ভবন-শিখী দোঁহে নাচিয়ে যেতো সাত মহলের রাণী,
কোন্ নৃপতির সভায় বসে সোণার খাঁচায় মোরা, শুনিয়েছিলেম
শুকসারীদের বাণী !
মনে পড়ে তোমার সখি, হরিণ-আঁখি দু'টি লুব্ধ মৃগ-মুগ্ধ হ'তেম দেখে,
ঈর্ষা-অনল বর্ষে যেতো সে অনুরাগ হেরি, আশ্রমী সব ঋষির নয়ন থেকে !
আলোক হ'য়ে আমি যেদিন ভুবন ভরেছিনু তুমিই ছিলে
আমার পাশে ছায়া,
ওগো আমার স্রোতস্বিনী, এই সাগরের বুকেই আস্তে ছুটে
মিশিয়ে দিতে কায়া !

৬২

লুকিয়েছিলে তুমি যেদিন পুষ্পরেণুর মাঝে হাওয়ার মতো আকুল হ'য়ে এসে,
আমি সেদিন উড়িয়ে পরাগ বেড়িয়েছিলেম কত, পাগলপারা
সকল দেশে দেশে!

জন্মেছিলেম এই নিখিলের আদিম উপবনে আমরা দু'জন প্রথম নর নারী,
ক্ষুধায় খেয়ে ফলের সুধা কাটিয়েছিলেম দিন, পর্ণপুটে পান করেছি বারি;

ছিল না এই গৃহের বালাই পরিচ্ছদের পাঠ, আমরা ছিলেম মুক্ত বিবসন,
সভ্যতার এই নাগপাশেতে হইনি বিড়ম্বিত, পাপের পরশ পায়নি দেহ মন,

তপোবনের অন্তরালে ছিলেম যবে ঋষি অপ্সরী লো, ভাঙিয়েছো মোর ধ্যান,
দুঃখ অসীম সয়েছো সই শকুন্তলার মতো হারিয়ে ফেলে আমার অভিজ্ঞান;

হরণ ক'রে তোমায় আমি বরণ করেছিনু তুচ্ছ ক'রে মরণ শতবার,
তোমার পায়ে লুটিয়ে দিয়ে যা কিছু মোর সব, ভিক্ষাপাত্র ক'রেছিলেম সার;

তোমার লাগি লড়েছিলেম দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ কত, পাইনি ব'লে ত্যাগ করেছি প্রাণ
কবির মত নিত্য কত বক্ষে ল'য়ে বীণা শুনিয়েছিলেম তোমার স্মৃতি-গান;

সে এক যুগে ছিলে যখন রাজার মেয়ে তুমি সভায় এসে হ'তে স্বয়ম্বরা
তোমার বরণ-মাল্যখানি পড়তো আমার গলে, পরস্পরে হেসে দিতেম ধরা!
তুমি যখন মহীয়সী মহারাণীর মতো শাসন করতে মহান্ মহীধর;
আমি তখন হয়ত' ছিলেম তোমার মালঞ্চের লুব্ধ-চিত মুগ্ধ মালাকর;

কোন অলকার নন্দনে লো, মন্দাকিনীর তীরে তুমিই ছিলে আমার সুরবালা
দেবরাজের কণ্ঠ হ'তে খুলে তোমার গলে পরিয়ে দিতেম পারিজাতের মালা!

ছিলেম যবে বিরহী সেই যক্ষপতির দূত, ক্ষণ-চপলা খেলতে আমার বুকে;
তৃণ শয্যা বিছিয়ে মোরা পর্ণকুটীর বেঁধে কতই জীবন কাটিয়ে দিছি সুখে;

কোন্ নগরীর নাট্যশালার ছিলে প্রধান নটী কটাক্ষে যার বিশ্বভুবন হত,
নৃত্য হেরি ওই চরণের ভৃত্য হবার তরে চিত্ত আমার কাঁদতো অবিরত
কোন্ জনমে কোন্ সে গ্রামে ছিলাম দোঁহে মোরা, আশৈশবের
খেলাধুলার সাথী
যৌবনে সই পরস্পরের হৃদয় আলো ক'রে আসতো উজল পৌর্ণমাসী রাতি;

কোন্ বণিকের মণিকোঠায় প্রবাল পালঙ্কেতে এলিয়ে দিতে
তরুণ তনুর ভার,
ভিড়িয়ে তরী বন্দরে তাই, তোমার গলায় আমি পরিয়ে দিতেম
সাত মাণিকের হার ;

গাঁয়ের শেষে নদীর কূলে অশথ্ ছায়ে ঘেরা কোন দুখিনীর কুঁড়েয় ছিলে মেয়ে
প্রভাতে রোজ স্নানের শেষে করতে শিবের পূজা, অবাক্ হ'তেম
তোমার পানে চেয়ে !

চন্দনাক্ত কপালখানি, পরণে লাল চেলি, সিঁথের সিঁদুর, আলতা দু'টি পায়,
আস্‌তে প্রিয়ে, হাত ধ'রে মোর নববধূর মতো উলুর রোলে শঙ্খ-মুখর গাঁয় !

আমি যখন শিল্পী ছিলেম সিপ্রা নদীর কূলে, উজ্জয়িনীর তরুণ চিত্রকর
দীপ্ত ক'রে রাখতে আমার কলা-ভবনখানি, সরস ক'রে তুল্‌তে অবসর,
তোমার মুখের ফুট্‌তো আদল আমার তুলির টানে,
তোমার হাসি করতো যেন চুরি
পাষাণ-ভেদী যন্ত্রে আমার তোমার ছায়া যেন মূর্ত্তি ধরে আস্‌তো কেবল ঘুরি !

আমি যখন ফিরে যেতেম বিজয়-মুকুট প'রে রাজ্যে আমার দিগ্বিজয়ের পর,
সুসজ্জিত রাজ-প্রাসাদের তোরণ-দ্বারে তুমি ভ্রূধনুতে চাপিয়ে ফুল-শর
উজল মুখে বিজয়িনী গাইতে আমার জয়, কোমল ক'রে কাঁপত বরণডালা,
দীর্ঘ দিনের অদর্শনে তপ্ত দু'টি প্রাণ জুড়িয়ে দিতো মিলন মধু-ঢালা !

আমি তোমার অধর চুমি আলিঙ্গনের মাঝে আমার গলার বিজয়মালা খুলে
সোহাগ ভরে সসম্ভ্রমে জড়িয়ে দিতেম রাণি, তোমার মাথার
নিবিড় কাল' চুলে ;

নীল নদের ওই উপকূলে পীরামিডের দেশে ছিলে যখন মিশর-মণি তুমি,
সাগর-সীমা সিংহাসনের সব গরিমা ভুলে ধন্য হ'তেম তোমার চরণ চুমি !

মরু-সরসী কোন্ রূপসী জিপ্‌সী মেয়ে তুমি, ছিলে সে কোন্
আঁধার তাঁবুর আলো,
ক্ষিপ্ত হ'য়ে তীব্র জ্বালায় ঘুরেছিলেম কত দেশ-বিদেশে তোমায় বেসে ভাল ;

৬৪

কোন্ ইরাকের গুলিস্তানে বুলবুলিদের শিসে, কণ্ঠ তোমার গাইত গজল-গান
হায় গো সাকি! তোমায় ডাকি আজান নমাজ ভুলে
আকুল হ'য়ে উঠতো আমার প্রাণ!

কোন্ হামামের হেনার জলে তোমার সনে খেলা, শিথিল ক'রে
বোর্‌খা কোমর-বন্দ,
তোমার গালের তিলের তরে বিলিয়ে দিছি আমি
খাস্ বোখারা সাধের সমর্‌খন্দ,

হয়ত' ছিলে বেদৌরা লো, চীন-রূপসীর সেরা, উড়িয়ে তোমায়
এনেছিলেম কাছে,
কোন্ খলিফের বেগম ছিলে হারেম উজল-করা, বাদ্‌শাজাদা
ফিরতো পাছে পাছে!

মন্দার-হার স্পর্শে তুমি ইন্দুমতির মতো পালিয়েছিলে হঠাৎ বারে বারে,
তোমার শোকে বিলাপ ক'রে কেঁদেছি হায় কত,
সিক্ত ধরা আকুল অশ্রুধারে;
ফিরিয়ে আমায় এনেছিলে যমের মুঠা খুলে, সাবিত্রী গো,
তোমার সেবার জোরে,
আমার অপমানের ভয়ে ত্যাগ করেছ' তনু, ওগো উমা, দক্ষরাজের দোরে!
কোন্ শরতের সোনার প্রাতে আমার বাঁশী বেজে, সখী তোমার
ভুলিয়েছিল প্রাণ,
যমুনা জল আন্‌তে এসে আমায় ভালবেসে, দিয়েছো রাই. ভাসিয়ে কুলমান;

শাস্ত্র-শাসন সমাজ-ধর্ম্ম বিধি-বিধান যত, পাপ-পুণ্যের হিসাব-নিকাশ ফেলে,
বন্ধু, স্বজন, আপন তোমার, পিতামাতার স্নেহ, সকল বাঁধন,
সকল বাধা ঠেলে,
হাস্য মুখে ঝাঁপ দিয়েছো আমার সাথে এসে ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ জীবন-স্রোতের মাঝে,
হয়ত' প্রিয়ে সেদিন আমি রাখিনি তার মান, সে অনুতাপ
অন্তরে আজ বাজে!

কোন্ অকূলে একূলা ফেলে তোমায় অসহায়া, হয়ত' আমি কাপুরুষের মতো
পালিয়ে গেছি অনেকবারই, কিম্বা তোমার লাগি জীবন দিছি
আঘাত সয়ে' কত ?

আমি যেবার এগিয়ে গেছি তোমায় রেখে পাছে, তুমি ল'য়ে মৌনব্যথার ব্রত,
কাটিয়ে দেছো কঠিন জীবন স্মৃতির পূজা ক'রে, একাকিনী
সন্ন্যাসিনীর মতো ;

তুমি কিন্তু আমায় ফেলে গেছ্লে যেবার আগে, আমি অধম অবিশ্বাসীর সম
হয়ত' আবার নূতন ক'রে পেতেছিলেম ঘর, অকৃতজ্ঞের সে অপরাধ ক্ষম !

বারে বারেই পেয়েছিলেম, হারিয়েছিলেম ফের, বক্ষে লেখা স্মৃতির রেখা তার
নানান্ রূপে, নানান্ ভাবে, আসা-যাওয়ার মাঝে পরস্পরের মিলন শতবার,

বিস্মিত এই বিশ্ব-জগত দেখ্ছে অবাক্ হ'য়ে, তোমার আমার
বিপুল অনুরাগ,
কোটী-কল্প কালের হিসাব ক'জন বোঝে প্রিয়ে, সবার বুকে
থাকে না তার দাগ !



অভিশপ্ত এই জীবনের শূন্য পাত্রখানি

ওগো, আমার মনের কোণের দ্রাক্ষাবনের সাকি,
আজ বুঝি সব চুকিয়ে দিতে চিরদিনের বাকি
উজাড় ক'রে ঢাল্‌লে তোমার সঞ্জীবনী ধারা!
লুপ্ত-চেতন সুপ্ত-লোকের কোন্ স্বপনের পারা
কিছুই নাহি জানি,
অভিশপ্ত এই জীবনের শূন্য পাত্রখানি
কেমন ক'রে নিবিড় রসে পূর্ণ হ'ল আজ!
নিষ্পেষিয়া নিস্ফলতার পুঞ্জীভূত বাজ
উৎসারিলে অমৃত-স্রোত দীর্ণ-হৃদয়ভূমে!
চিত্ত-তটের তীর-ভুলানো তিমির-রেখা চুমে
তীব্র মধুর এ কোন্ মধু ছাপিয়ে যেন ওঠে,
ফেনিল উতল শ্বেত শতদল, দল বেঁধে আজ ফোটে!
দহন-দুখে দগ্ধ আমার দেহের দেউল-সীমা
উপ্‌চে পড়ে যৌবন-মদ তরুণ অরুণিমা!
আজ যেন কোন্ উত্তেজনায় হৃদয় উচাটন
প্রেম-আসবের উগ্রবাসে মাতিয়ে তোলে মন!
বুকের বিজন পুরে,
অজানা কোন্ উৎসবের এক পাগল বাঁশীর সুরে
উঠ্‌ছে বেজে বিশ্ব-হিয়ার মিলন-রাতের গান!

বেপথু এই প্রাণ
আনন্দে আজ রোমাঞ্চিত কাঁপ্‌ছে ক্ষণে ক্ষণে,
সর্ব্বনাশা যে পিপাসার তীব্র আকর্ষণে,
শুকিয়েছিল বুক
উথ্‌লে ওঠে পাত্র ভ'রে ঈপ্সিত সেই সুখ!
হায় গো, সাকি, হায়,
তবুও আজ রইনু আমি তেমনি নিরুপায়;
ভাগ্যটাকে শ্রেষ্ঠ ব'লে সাধ ক'রে কি মানি?
মোর বাসনার সুরায় সরস সুধার পাত্রখানি
আর্ত্ত আকুল ওষ্ঠপুটে তুল্‌তে অনুরাগে
কুণ্ঠা যে গো জাগে!
দৈন্য দারুণ দিচ্ছে বাধা,—দুঃখ শোনায় মানা,
জীবনে মোর অমৃত-স্বাদ নাই যে কিছুই জানা!
তাই ত' এত ভয়;
দুর্ব্বলতাই আন্‌ছে বুকে অসংখ্য সংশয়
বিশ্বাসে মোর নিঠুর করে কঠোর-কুঠার হানি!
দুঃসাহসের দৃপ্ত-দৃঢ় গভীর অভয় বাণী
তুললে না কেউ কাণে;
দ্বন্দ্ব-দ্বিধায় ইতস্ততঃ সন্দেহাকুল টানে
সে দিন আমার সকল সুখের পূর্ণপাত্রখানি
মুখের কাছে এগিয়ে এসেও ব্যর্থ হ'ল রাণি!

* * * *

আর একবার,—বহু যুগের পর,
দীর্ঘদিনের উপবাসী তৃষ্ণা-সকাতর
অন্তর মোর ছেয়ে—
জীর্ণ-মরু-হৃদয়-হ্রদের দু'কূল যেন বে'য়ে
প্রেমের প্রবল তরল ধারায়

পাত্র আমার প্রান্ত হারায়,
আচম্বিতে কানায় কানায়,
উঠ্‌ল আবার ভরি',
উজল্ করি' এ জীবনের আঁধার-বিভাবরী !
সে দিন আমার দূর-অতীতের করুণ অভিজ্ঞতা
সাহস দিল বক্ষে আনি', চক্ষে আকুলতা,
ব্যগ্রতা এক ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল যেন বুকে—
আগ্রহে তাই পাত্রখানি তুলে নিলেম মুখে !
কিন্তু, ওগো, শাশ্বত মোর কল্পলোকের সাকি,
তোমার দয়ার বিপুল দানেও পড়্‌ল' না ত' ফাঁকি
বিধির দেওয়া জন্মাবধির দুরদৃষ্টের গ্লানি !
মোর আনন্দের অশ্রুজলে সুধার পাত্রখানি
উঠ্‌ল হ'য়ে অপেয় আজ ভাগ্যদোষে হায় !
এ জীবনের অমৃত-স্বাদ সবাই কি গো পায় ?



বিরহী বিশ্ব

বিশাল বিস্তৃত নীলাকাশ
রুধিয়া নিঃশ্বাস
দিগন্তের পানে ঝুঁকে রহে
আকুল আগ্রহে
দিবা রাতি !

দিকে দিকে শত কাণ পাতি
ধরিবারে চায়—
ধরণীতে উঠিছে কোথায়
তোমার চরণধ্বনিটুক্ ;
শুনিবারে গগন উন্মুখ !

অসীম অকূল পারাবার
নিশিদিন করে হাহাকার,
তোমার অভাবে আফ্‌শোসে
ফুলে ফুলে ফোঁসে,
কেবলি গর্জ্জিয়া উঠে
বেলাভূমে লুটে
আছাড়িয়া মরিছে বিরহে !

নিশিদিন সহে
যে বেদনা মনে মনে
অশ্রান্ত রোদনে

করিছে প্রকাশ
বারোমাস।

ঊর্দ্ধে তুলি উর্ম্মিবাহু তার—
হাজার হাজার—
তোমারেই ডাকে অনিবার
মহাসিন্ধু উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে!
কভু কাঁদে, কভু অট্টহাসে
সমুদ্র পাগল;
উদ্বেলিত অন্তরের অফুরন্ত অনন্ত হিল্লোল
অতলে করেছে উতরোল!

পাষাণে বাঁধিয়া বুক,
ম্লানমুখ
যত গিরিদল
অচল, অটল,
স্থির,
উচ্চে তুলি মেঘচুম্বী শির,
যুগে যুগে রয়েছে দাঁড়ায়ে চিত্রবৎ
আশাপথ
চাহিয়া তোমার নির্ণিমেষ,
ক্লান্তি নাহি লেশ!

আসে পিক
মাতাইয়া দিক্
সুরে, শিসে, গানে,
তোমারই সন্ধানে;
ব্যাকুলি' বিহরে
কুঞ্জে কুঞ্জে বনে বনান্তরে!

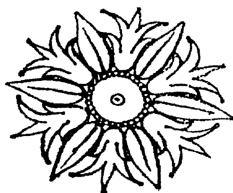
প্রতি বর্ষে প্রতি মধুমাসে
কানন মুখরি তারা আসে,
শরতের সুন্দর প্রভাতে,
হেমন্ত-শোভাতে
মাধবী নিশাতে
প্রতিবার
তাদের আনন্দ-অভিসার
তোমার নন্দনে অনুখন
কূজন-গুঞ্জন!

পল্লব-গুণ্ঠন খুলি
মুকুলিতা ফুলগুলি
অনিমেষ আঁখি মেলি চায়,
তোমারি আশায়
লতার বিতান-বাতায়নে!
বিভল নয়নে
তব লাগি,—
সারা নিশি জাগি
প্রভাতে ঝরিয়া পড়ে বনে
অবসন্ন মনে!
কুসুম-কোমল দেহ অযতনে মিলাইয়া যায়
ধীরে ধীরে ধরার ধূলায়;
শুধু তার শেষ দীর্ঘশ্বাস—
ব'হে আনে স্মৃতিভরা সকরুণ সুরভি সুবাস!

অন্ধ বায়ু গন্ধে দিশেহারা
ঘুরে ঘুরে সারা,

৭২

তোমারে খুঁজিয়া বারে-বার
শ্রান্তি নাহি তার,
নিশিদিন উদ্বেগে আকুল !
কেবলি করিয়া ভুল
দ্বারে দ্বারে ফিরে ফিরে যায়,
যদি পায়
তোমার সন্ধান !
অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত প্রাণ
দুরু দুরু হিয়া,
প্রসারিয়া
পরশ-লালস কোটী কর
নিখিলের মুখের উপর
বুলাইয়া ফেরে সঙ্গোপনে,
আশার ছলনে !





পথিক-বধূ

আমি ত' চলেছিনু
জীবন-পথে একা,
ফুরায়ে আসে দিন,
মেলেনি কারো দেখা

চলিয়া যেতেছিনু
আপন মনে আমি,
ছিল না কেহ মোর
পথের অনুগামী !

অবেলা কোথা হ'তে
কেমনে তুমি এসে
ধরিলে হাতখানি
চাহিলে মৃদু হেসে !

ডাকিলে সখা ব'লে
কে তুমি পথে মোরে,
বাঁধিলে স্নেহ-প্রীতি
মমতা মায়াডোরে !

কি জানি কি যে বাণী
শুনালে কাণে কাণে,
নূতন অনুভূতি
আনিয়া দিলে প্রাণে,

অকূলে যেন মোর
মিলিয়া গেল কূল,
নীরস তরুশাখে
ফুটিল আজি ফুল!

আকাশে আলো-ছায়া
আঁকিল নব ছবি,
উষারে চুমি এল'
তরুণ রাঙা রবি!

বাতাসে আশে পাশে
লাগিল যেন দোল,
কানন কলগানে
পরাণ উতরোল!

ছিল যে নিশিদিন
স্বপন মাঝে মোর,
হ'য়েছে দিবা নিশি
যাহারি ধ্যানে ভোর,

যাহারে চেয়েছিল
কিশোর মোর মন,
রঙীণ কল্পনা
তরুণ যৌবন,

গড়িয়াছিল যারে
হিয়ার প্রিয়তমা,
কবে সে আসিবে গো
হাসিবে নিরুপমা ;
হয়ত' এই পথে
মিলিব দুই জনে,
ছিল না কোনো দিন
এ আশা মোর মনে !

সহসা সাথী হ'লে
কে তুমি কাছে আসি—
কহিলে অনুরাগে
'তোমারে ভালবাসি !'

যে কথা আজো কেহ
ডাকিয়া বলে নাই
আমারে পথে যেতে,
শোনালে তুমি তাই ?

মনের মানসী গো,
এসেছো রূপ ধরি,
চিনেছি অচেনারে
নিয়েছি প্রেমে বরি,

যেটুকু বাকী পথ
চলিব ধরি হাতে,
নমিব তাঁরে গিয়া
দু'জনে এক সাথে !

পত্র-লেখা

দিনেক-তরে যদি না তব লিখনখানি পাই
ভাল যে কিছু লাগে না মনে—কী যেন থেকে নাই !
কেবলি ভুলি সকল কাজে
জীবন-বীণা বেসুরো বাজে—
আপন মনে মনের মাঝে বিমনা হ'য়ে যাই ;
তোমার লিপি দিনেক-তরে যদি না আমি পাই !

আসিলে চিঠি উলসি উঠি আপন-হারা হই
অতুল সুখে উতল চিত—সে যেন আমি নই !
গরবে ভাবি—কে আছে ধনী,
পেয়েছে হেন পরশ-মণি ?
এমন সুখ-সাগর-খনি ভুবনে মিলে কই ?
তোমার চিঠি আমার পাশে যেদিনে আসে সই !

লেখনী তব লিপির 'পরে মুকুতা রাখে রচি,
গাঁথিয়া যেন বরণ-মালা পাঠায়ে দেছে শচী !
আদরে তারে রাখি এ বুকে
অধরে ধরি বিপুল সুখে
পরশখানি সরস যেন কোমল কর রুচি,
লিপির পরে লেখনী তব মুকুতা রাখে রচি !

তোমার লেখা গোপনে একা আপন মনে পড়ি
আপন মনে হাসি ও কাঁদি, স্বপন ভাঙি গড়ি!
রচনা তব বেদনা-হরা
কী যেন মোহ-অমৃতভরা
মনের কথা টানিয়া বলে' পাতিয়া মনে খড়ি,
তোমার লিপি লুকায়ে তাই শতেকবার পড়ি!

গোপনে যবে তোমারে লিপি লিখিতে বসি আমি
কে বোঝে ওগো, সে ক্ষণটুকু—কত যে মোর দামী!
তখন মম যাহারা প্রিয়
সবারে লাগে অসহনীয়,
তোমারি সনে একেলা চাই যাপিতে দিবা-যামী ;
লিখিতে বসি গোপনে তাই তোমারে চিঠি আমি!

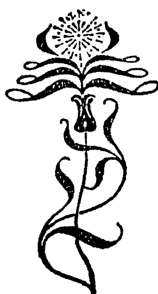
লিখিব যাহা ভাবিয়া বসি—লিখিতে গিয়া ভুলি,
যে কথা চাই বলিব নাকো' সে কথা আগে তুলি!
উজাড়ি হৃদি লিখিয়া যাই
তবুও যেন তৃপ্তি নাই,
কেবলি ভাবি হ'ল না বলা গুছায়ে কথাগুলি ;
লিখিতে গিয়া তোমারে লিপি লিখিব যাহা ভুলি!

লেখনী চাহে লিপির বুকে ভরিয়া দিতে প্রাণ
রেখার টানে শুনা'য়ে দিতে বুকের কল-গান!
বলিতে চাহে মরম-কথা
সরম-রাঙা-বিহ্বলতা—
যা কিছু প্রিয় দু'হাতে যেন করিতে চাহে দান ;
লিপির সাথে লেখনী চাহে লুটায়ে দিতে প্রাণ!

৭৮

তোমারে কিছু লিখিতে গেলে তোমায় পড়ে মনে
নীরবে এসে দাঁড়াও হেসে হিয়ার খালি-কোণে ;
কত না কথা তোমার সাথে
চলিতে থাকে চিঠির পাতে—
ডুবিছে রবি নিবিছে দীপ—কে বলো তাহা গোণে ?
লিখিতে গেলে লিখন আগে তোমারে পড়ে মনে !

আমি যে তব লেখনী মুখে শুনেছি নব-ভাষা
তোমারি বাণী বেঁধেছে জানি মনের মাঝে বাসা !
জ্বেলেছো তুমি আঁধারে আলো,
তোমারে বড় লেগেছো ভালো—
কেন যে কিছু বুঝি না, তবু—কী যেন জাগে আশা !
জানি না, লোকে হয়ত' বলে—এইত' ভালবাসা !



তোমার জয়

তিমির-ঘেরা অরুণ-আলোয় তরুণ মনের ধ্যানে
কল্প-রঙের রামধনুতে একটি ছবি প্রাণে
স্বপ্ন-ছায়ায় ছিল আঁকা,—ছিল শুধুই আঁকা—
ছিলনা তার চটুল চোখে চাউনি চপল বাঁকা,
অধর-কোণে ছিলনা তার হৃদয়-হরা হাসি
তবুও মোর তরল-প্রাণে সেই বাজাতো বাঁশী!
আমার হৃদয়-আঙ্গিনাতে
স্বয়ম্বরের এক সভাতে
বাজিয়ে-কাঁকন মৃণাল-হাতে
দুলিয়ে বরণ-মালা
ধরা-ছোঁয়ার ঢের তফাতে দাঁড়িয়েছিল বালা!
রূপ ছিল তার রূপ-কথা সে সাপের মাণিক জ্বালা!
মাথায় ছিল মেঘের বরণ এলোচুলের রাশ,
পিঠ ছুঁয়ে তা পড়'তো ভুঁয়ে, প'র্‌তো চিকণ বাস;
পদ্ম ফুলের পা' দু'খানি, চাঁপার কলি হাতে
শিরীষ-মুকুল দুল্‌তো কানে, সেঁউতি সিঁথি মাথে!
কাজল-রেখা ভোম্‌রা-ভুরু, ডাগর নয়ন খাসা
স্বপন পুরীর সাতমহলে একলা ছিল বাসা!
সেইখানে সেই বিজন দেশে
ভুলের ভেলায় শূন্যে ভেসে
দেখতে যেতেম নির্নিমেষে
নিষ্কলঙ্ক রূপ,
সুগন্ধে মোর চিত্ত ভ'রে জ্বল্‌তো প্রেমের ধূপ!
সেই প্রতিমা গড়াই আমার দুখের মাঝে সুখ,
তার পূজাতেই দিবস রাতে উঠ্‌তো ভ'রে বুক!

সে ছিল মোর মুগ্ধ-মনে
বুকের কোণে সঙ্গোপনে
জড়িয়ে মম চিত্ত সনে
স্বপন-প্রিয়ার ছবি ;
তারই চরণ ঘিরে ঘিরে
আবেদনের অশ্রু-নীরে
ভালবাসার তীর্থ-তীরে
গাইত কিশোর কবি !
গান শুনে সে আস্‌তো মনের বাতায়নের দ্বারে,
কেমন যেন লজ্জা পেয়ে চাইত' বারে বারে,
তার চোখে সে আবেশ দেখে মুগ্ধ হতেম আমি
বিহ্বল আমার চিত্ত যে তার নিত্য অনুগামী !
কল্পনা মোর রিক্ত বুকে ক'র্‌তো হাহাকার,
চাওয়ার সুরেই বাজ্‌তো শুধু মর্ম্ম-বীণার তার !
এই জীবনে সবার চেয়েই চেয়েছিলেম তাকে,
চেয়েছিলেম ভরিয়ে নিতে আমার সকল ফাঁকে,
চেয়েছিলেম বুকের প'রে আলিঙ্গনের মাঝে
সাথীর মতো পাশটিতে মোর, সঙ্গী সকল কাজে।

*　　*　　*　　*　　*

চেয়েছিলেম বন্ধু ব'লে জড়িয়ে যেন ধ'র্‌তে পারি,
চেয়েছিলেম প্রিয়তমা—সখী—সচিব—মিত্র—নারী !
যৌবনে মোর রাজ্যে তাকে চেয়েছিলেম রাণীর মতো,
সাধন-পথে সাধ ছিল গো মিলবে দোসর বাণীব্রত !
সেই শুভদিন আস্‌বে কবে—আস্‌বে কবে লগ্ন ভালো
পথ চেয়ে তাই বসেছিলেম জ্বালিয়ে নিয়ে আশার আলো !

*　　*　　*　　*　　*

আষাঢ় এসে বারে বারেই অন্তরে মোর অশ্রুপাতে
ঘনিয়ে যেন তুল্‌তো কতো প্রাণের আবেগ সজল রাতে ;

মেঘ ডেকেছে গুরু-গুরু নেশার আবেশ জাগিয়ে মনে,
শিউরেছে বুক তড়িৎ-আলোয় অভিসারের গোপন-ক্ষণে।
কাটিয়ে দিছি অপেক্ষাতে একলা জেগে দিবসনিশি,
কদম কেয়ার কুঞ্জবনে স্বপ্ন-ছায়ার মায়ায় মিশি!
পায়নি তারে—নাইবা পেলাম—হারাইনি ত' আমার মনে,
সে ছিল মোর বাঁশীর সুরে—গানের গোপন গুঞ্জরণে!

*　　*　　*　　*　　*

পথ চেয়ে মোর পড়্‌ল' বেলা, জীবন স্রোতের শ্রান্তধারা,
দুঃখ সুখের তরঙ্গ সব বালুর বেলায় আজ্‌কে হারা!
আশার প্রদীপ নিবিয়ে দিলে বিফলতার দম্‌কা বায়ু
দিনের শেষে রাত এসেছে, ফুরিয়ে আসে অল্প আয়ু
রুদ্ধ ক'রে যেদিন আমার উপেক্ষিত মুক্ত-দ্বার
ভাব্‌ছি এবার খুঁজতে যাবো বৈতরণী-খেয়ার পার—
সেদিন যেন দুয়ারে কার শুন্‌তে পেলেম করাঘাত,
ক্লান্ত চরণ উঠ্‌লো কেঁপে, বশ মানেনা অবশ হাত!
কে এলো আজ বন্ধ-দ্বারে?
এই কথাটাই বারে বারে
শূন্য-হিয়ার অন্ধকারে ক'রলে হঠাৎ জ্যোতিঃপাত!

*　　*　　*　　*　　*

আমি　খুলে দিলেম দ্বার,
দেখি　একি চমৎকার!
ওগো　পথ চেয়ে গো যার
প্রাণ করেছি ক্ষয়,
এ যে　সেই মানুষই এসে
এই　বিদায় বেলা হেসে
আজ　নিবিড় ভালবেসে
ব'লছে—তোমার জয়!

ফাল্গুনী

শীতের শিশিরসিক্ত ম্রিয়মাণ তৃণপত্র দলি
কে তুমি সহসা এলে চলি
শ্লথ জীর্ণ অন্তরের ম্লান অন্তঃপুরে ?
অভিনব যৌবনের উচ্ছ্বসিত আনন্দের সুরে
জাগাইয়া অপূর্ব্ব বিস্ময়
নিখিল হৃদয়
মাতাল করিয়া দিলে এ কোন উল্লাসে ?
তোমার কুন্তল গন্ধ মকরন্দ-সুরভি নিঃশ্বাসে
তোমারে চিনেছি আমি আজ—
তরুণের স্বপ্নরাজ্যে তুমি যে গো চির যুবরাজ।
মধু-মাধবীর সখা, মরমীর পরাণের প্রিয়
উগ্র-উত্তরের আজ ছিন্ন করি হিম-উত্তরীয়
পরিহাস-লঘু-হাস্যে দুলাইয়া দক্ষিণ সমীর
হে কিশোর বীর,
এলে তুমি অনন্ত-নবীন—
প্রকৃতির প্রহেলিকা মরণের কোলে, যুগে যুগে জরা-মৃত্যুহীন।
তোমার অধর-স্পর্শে ধরণী উঠিল ধন্য হয়ে,
আজি তার ভাণ্ডারের সকল সম্পদ নিঃশেষে যেন স্ব সঙ্গে ল'য়ে
চলেছে সে প্রণয়ীর প্রেম-অভিসারে
চলে সে যেমন বারে বারে
তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়া,
মিলন-ব্যাকুলা তার হিয়া—

জননীর গৌরবের লাগি
পুলকে শিহরি উঠে জাগি!
জনে জনে—ভুবনে যাহারা এতকাল
ছিল শুধু বুভুক্ষু কাঙাল
আপন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায়
মিলনের বাধাবিঘ্ন, বিচ্ছেদের তীব্র যাতনায়
অসাড় হিমের ক্রোড়ে অচেতনে ছিল পড়ি যারা
বিরল পল্লব-পুষ্প, জীবনের আভরণ-হারা
ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ নিকুঞ্জের মঞ্জু তরুলতা—
পাশরি মর্ম্মর-গীতি বনান্তের অন্তরের কথা
ছিল যারা বেদনায় বিষাদে আনত
দাবদগ্ধ কাননের কাঙালের মত—
তোমার শুনিয়া শঙ্খ-রব
হে বিজয়ী বাসন্তি-বাসব,
তারা যে উঠেছে আজ অকস্মাৎ সঞ্জীবিত হ'য়ে,
সুখ-স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যের ঐশ্বর্য্য-পসরা শিরে ল'য়ে।
দিকে দিকে ফুল্ল হাস্যে বিকশিয়া উঠিয়াছে ফুল,
কলি ও মুকুল—
চূত মঞ্জরীর সনে
কাননে কাননে
সুবাসের বিলাসে আকুল!
অশোক পলাশবনে কুসুমিয়া কুঙ্কুমের মেলা
রঙীন রঙ্গন যেন আবীরে খেলিছে হোলি খেলা
বনে বনে—বরণের বিচিত্র বিপুল হেলা-ফেলা।
আনন্দের তীব্র পিপাসায়
সার্থকতা-সুখ-সাধ সম্ভোগের শাশ্বত-নেশায়
উন্মত্ত হয়েছে যেন কেশর-পরাগ-রঙ্গী-রেণু!
কুসুম-কিঞ্জল্ক কানে শুনাইয়া পীরিতির বেণু

পাগল করেছো তুমি নিকুঞ্জের সারা পুষ্প-বন ;
গন্ধভারে সুমন্দ পবন
যেন অর্দ্ধনিমীলিত জড়িত নয়নে
ফুলের অধর-সীধু আস্বাদিছে কুসুম-শয়নে !

*　*　*　*　*

জানি জানি, মন্মথের মন্ত্রদূত তুমি ;
তোমার বাসন্তীবাস, উত্তরীয় প্রান্তখানি চুমি
সসম্ভ্রমে নু'য়ে
ওচারু চরণ-পদ্ম ছুঁয়ে
শান্ত হয় অশান্ত অন্তর !
হে চির-সুন্দর
মিলনের যজ্ঞসূত্রে যোগী তুমি করেছ' মানবে,
লালসার তৃষাতুর দুরন্ত দানবে
হিমানী-শৃঙ্খল খুলি মুক্ত করি দিয়াছ' হে আজ !
ওগো ঋতুরাজ—
বর্ষে বর্ষে স্পর্শে তব প্রকৃতির বেপথু অন্তর
হয়ে উঠে মিলনের আনন্দে মুখর ।
ধরণী নূতন করি সাজে পুন বিবাহের বধূ !
সেদিনের উৎসব অঙ্গনে উৎসারিয়া জীবনের মধু
তুমি এসে দাঁড়াও হাসিয়া অকস্মাৎ—
তোমারে করিয়া প্রণিপাত
ভ্রমর গুঞ্জিয়া গাহে বরণের গান
পিককণ্ঠে ওঠে হুলুধ্বনি
মর্ম্ম-শিহরণী—
চরাচরে সৃজনের ক্ষণে-ক্ষণে কেঁপে ওঠে প্রাণ !
সেদিন বাসন্তী রাতে
হসন্তিকা জ্যোছনাতে

পূর্ণ করি পূর্ণিমার আকাশের কোল
তরুণী তারার দলে
চলে চন্দ্রাতপতলে
লীলায়, লহর-লাস্যে হাস্যময়ী দোল
দোলে প্রিয়, দোলে তার প্রাণ-প্রিয়তম
আনন্দ-হিল্লোলে অনুপম!
দোলে বুকে দুলালী যে প্রিয়া
দোলে বিশ্বে নিখিলের হিয়া,
বাসনার রক্তরাগে রাঙা হ'য়ে ওঠে যত প্রাণ।
জগৎ ছাপিয়া শুধু উঠে সেই মিলনের গান—
কালিন্দীর কলঙ্ক-কিনারে
নির্ব্বিচারে
একদিন যে দুটী পরাণ
পরম-প্রিয়র বুকে দিয়াছিল সঁপি আপনারে
তুচ্ছ করি বাধা-বন্ধ নিষেধের সকল বিধান।

*   *

ফাল্গুনের হে নব ফাল্গুনী—
আজও তাই শুনি
প্রসূন-গাণ্ডীবে তব মুহুর্মুহু কোদণ্ড টঙ্কার,
সম্ভোগের সঙ্গীত ঝঙ্কার
দিগন্ত ছাপিয়া উঠে যবে
মদনের আনন্দ-উৎসবে।



মদনোৎসব

সে কোন্ বিস্মৃত-যুগে বসন্তের আদিম প্রভাতে
লোকাতীত সৃজনের মায়া,
জাগাইয়া তুলেছিল যৌবনের প্রথম শোভাতে
কিশোরিণী ধরণীর কায়া ;
সে কথা ভোলেনি কেহ, আজও তাই নব-ফাল্গুনের
অভিনব আনন্দ-পসরা
বর্ষে বর্ষে বরষিয়া পুষ্পশর মদন-তূণের
মিলন-ব্যাকুলা করে ধরা !

* * *

আজিও ফুটিছে সেই মকরন্দে স্বপ্ন-ফুল-জাল
সুরভি ভরিয়া ভারে ভারে,
মধুমত্ত মদালস অসম্বৃত মলয় মাতাল
দক্ষিণের তোরণ দুয়ারে !
মিথুন-পূর্ণিমা-লগ্নে লজ্জা-হীন চন্দ্র কুতূহলে
গগনের খুলি নীল-বাস
তরুণী তারার দলে বিবসনা করিয়া সবলে
হাসিতেছে তরল সুহাস !

তাহাদেরই নগ্ন-কান্তি উচ্ছ্বসিত লাবণ্য প্রভায়
তিমিরের তমসা বিনাশি,
সৌরলোক হ'তে যেন অকলঙ্ক গৌর-জ্যোছনায়
দিকে দিকে উঠেছে উদ্ভাসি !

বিশ্ব-নর-নারী হিয়া রোমাঞ্চিত আজি ক্ষণে ক্ষণে
অকারণে পুলক-চঞ্চল ;
সৃষ্টির নিবিড় রস-পিপাসার আকুল প্লাবনে
চরাচর হতেছে বিহ্বল !

*   *   *

মধু-ঋতু উৎসবের উদ্বেলিত আনন্দ-কল্লোলে
যৌবন-জোয়ার উতরোল,
বসুধারে বক্ষে ধরি বাসনার বাসন্তী-হিন্দোলে
সিন্ধু আজি দেয় যেন দোল !
কামনার উগ্র-সুরা পান করি সমর্থা ধরণী
মাতোয়ারা উলসে-বিলসে,
মরণ-মন্থন স্রোতে নিখিলের জীবন তরণী
নৃত্য করে রভস-লালসে !

চুম্বন-মূর্চ্ছনা-মুগ্ধ মরমের পিক-কল-তানে
বাজে কোন্ তৃষার্ত্ত রাগিণী,
তম্বীর তরুণ তনু লীলা-ছন্দে নাচায় পরাণে
আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্ত-নাগিণী !
উরস-কুঙ্কুম যায় রক্তালে রক্তিম-আবির
হোলি খেলে অন্তর-প্রদেশে
দেহের দেউলে আজি দেবতারা মিলন-অধীর
সুসজ্জিত শৃঙ্গারের বেশে !



মধু-শতাব্দী

উদিয়া আদিত্য যথা উদয় অচলে
বিস্তারি কনক-রশ্মি নাশে অবহেলে
নিশীথের পুঞ্জীভূত ঘন অন্ধকার
আলোক প্রপাত-পাতে,—অথবা যেমতি
চন্দ্রচুড় জটাজাল বিচ্যুতা জাহ্নবী
সহস্র তরঙ্গ ভঙ্গে বঙ্গের অঙ্গনে
বিতরি অমৃত ধারা মধু কলস্বরে
দানে সুধা ফুলে ফলে নীরে ক্ষীরস্বাদ,
শ্যাম স্নিগ্ধ শস্যশীর্ষে সুবর্ণ কিরীট !
তেমতি হে তুমি কবি শ্রীমধুসূদন
দীর্ঘ শতবর্ষপূর্ব্বে কোন্ শুভক্ষণে
লভি জন্ম এই শ্যামা জন্মদার ক্রোড়ে
নবীন আলোকে তারে করেছ' আরতি
বহায়েছ' নব ধারা ভাবরস-স্রোতে।

প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন-সূর্য্য গ্রাসে যবে রাহু
মার্ত্তণ্ড ময়ূখদ্যুতি হারায় ক্ষণেক,
অথবা জলদজালে বেড়িলে চন্দ্রমা
মলিন নিমেষমাত্র রহে যথা বিধু,

সুদূর সাগর পারে প্রবাসে তেমতি
জ্ঞানরত্নাকর লোভে—প্রতিভা তোমার
পথহারা ঘুরেছিল মরীচিকা মাঝে
কেলিতে শৈবলে, ভুলি কমল কানন !
তারপরে একদিন লভিয়া সন্ধান
মাতৃভাষা-রূপা খনি, পূর্ণমণিজালে।
উদ্ভাবি নূতন ছন্দ, সৃজি নব ভাব
গড়িলে নবীন মূর্ত্তি ভাষা জননীর !
বিমুক্ত-নীরদ-পুঞ্জ-চন্দ্রমা যেমতি
হাসে পুনঃ নীলাকাশে নবীন গৌরবে !

তোমার যৌবন-স্বপ্ন তিলোত্তমা আজ
শত চিত্ত মত্ত করে মর্ত্ত্যলোকে মরি !
কবি গুরু বাল্মীকির বীণা তব করে
গাহিল নূতন সুরে নাশিল কেমনে
লক্ষ্মণ সুমিত্রা-পুত্র অন্যায় সমরে
রক্ষঃকুল-বক্ষোমণি লঙ্কেশ-আত্মজে !
কল্পনা-মুরলী তব কাব্য-কুঞ্জবনে
শুনায়েছে ব্রজাঙ্গনা-বিরহ-কূজন ;
প্রেমনিষ্ঠ শর্ম্মিষ্ঠার অনুরাগী কবি
দেখায়েছ' দৈত্যগুরু দুহিতার গ্লানি।
তোমার ভাষার ভেরী ভৈরব নির্ঘোষে
ঘোষিয়াছে বীরাঙ্গনা চরিত্র মহিমা !
কৃষ্ণকুমারীর কীর্ত্তি অমর কাহিনী
পদ্মাবতী পদ্মরাগ চিত্র অতুলন !

বসুধারা

৯০

শতবর্ষ গত আজ—কপোতাক্ষ তীরে
আবির্ভূত হ'য়েছিলে তুমি মহাকবি।
সম্ভাষিয়া জন্মদারে কাতরে একদা
অমরতা মহাবর চেয়েছিলে দান!
শতবর্ষ পরে আজ মুক্ত-আত্মা তব
স্বর্গহ'তে সবিস্ময়ে দেখিবে কি চাহি
সফল হয়েছে সেই প্রার্থনা তোমার,
অর্জ্জিয়াছ অমরতা অক্ষয় সুনাম।
তুমি ধন্য নরকুলে, ভোলে নাই কেহ
যারে আজ, নিত্যপূজে মনের মন্দিরে!
ফুটে আছ' স্মৃতি-জলে, মানসে হে যথা
মধুময় তামরস শোভে চিরদিন!
রচিয়াছ মধুচক্র গৌড়জন যাহে,
আনন্দে করিছে পান সুধা নিরবধি!



গিরীশ

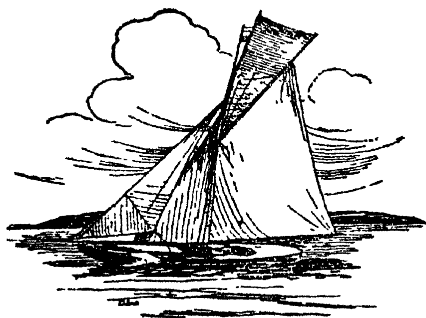
অতীত শতাব্দী অর্দ্ধ, একদা যেদিন
প্রতিভার সূর্য্যসম হে শিল্পী নবীন,
ভারতের পূর্ব্বাকাশ করি জ্যোতির্ম্ময়
হ'য়েছিল রঙ্গভূমে তব অভ্যুদয় ;
সেদিন ছিলনা কিছু এ দুর্ভাগা দেশে,
অপূজিত নটনাথ অতি দীন বেশে
অখ্যাত পল্লীর প্রান্তে ফেলি দীর্ঘশ্বাস
ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে হ'তেছিল নাশ !
তুমিই সেদিন একা ওগো পুরোহিত,
অঞ্জলি ভরিয়া দিয়া হৃদয়-শোণিত
গড়িয়া তুলিয়াছিলে, মহাকর্ম্মবীর,
পরিত্যক্ত দেবতার নূতন মন্দির !
তোমারই রচিত অর্ঘ্যে হে নাট্য-ভারতী
আবার হয়েছে সুরু সেথা পূজারতি !

যে আঁধার যবনিকা গাঢ় চিতাধূমে
এ দেশের জীবনের মহা রঙ্গভূমে
আবরিয়া রেখেছিল চির অন্তরালে
হে সাহসী, তুমি আসি তাহারে উঠালে !
জ্বেলে দিলে আনন্দের নির্ব্বাপিত বাতি
অরণ্যে উঠিল জাগি উৎসবের রাতি !

স্বজন প্রভাতে যথা অন্ধকার ভবে
ফুটিয়া উঠিয়াছিল প্রলয়-অর্ণবে
ধাতার হৃদয় হ'তে পুলক-চঞ্চল
আনন্দ সঞ্জাত এই সৃষ্টি শতদল,
সেই মতো একদিন তোমার অন্তরে
যে বাসনা ভেসেছিল কল্পনা সাগরে
সে করেছে সৃষ্টি এই রূপ-রঙ্গময়
বিচিত্র রসের উৎস আনন্দ-নিলয় !

নমঃ নমঃ হে গিরীশ নট-শীর্ষ-মণি
অক্ষয় অপূর্ব্ব একি আনন্দের খনি,
রচিয়া গিয়াছ' এই নিরানন্দ লোকে !
যে খনির মণিরাজি সবিস্ময় চোখে
নেহারি শ্রীভগবান আপনি বিহ্বল,
সার্থক সে অভিনয়-কলা সুকৌশল !
তুচ্ছ করি সমাজের সর্ব্ব বাধাভয়
গেয়েছিলে উচ্চে তুমি জীবনের জয়,
তোমার পতাকাতলে সেদিন যেদল
নটের সাধনা শুধু করিয়া সম্বল
লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহি, সহি নির্য্যাতন
তুলিয়া ধরিয়াছিল রঙ্গের কেতন
অঙ্গের ভূষণ করি ঘৃণা তিরস্কার
তাঁদের সবারে স্মরি করি নমস্কার !

আদর্শ চরিত্র, নীতি, শিক্ষা, আলোচন,
যে পথে সহজ সাধ্য জাতি সংগঠন
সবার অবজ্ঞা সহি, বহি অপমান
তুমি দেব সে পথের দিয়েছো সন্ধান,
তোমার সে রঙ্গমঞ্চ হে নট প্রধান
সাধিতেছে এদেশের প্রভূত কল্যাণ ;
তব অনুষ্ঠিত নব যজ্ঞফলে আজ
বিচিত্র আনন্দে পুষ্ট এ নষ্ট সমাজ ;
তোমারই পূজার গৃহে ধূপ-দীপ-জ্বালা
গড়িয়া উঠেছে আজি দেব-নাট্যশালা !
তোমার অতুল কীর্ত্তি চিরদিন হেথা
ওগো কবি, নাট্যকার, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা,
যশ-বিমণ্ডিত দীপ্ত অমরত্ব বরে
জাগিয়া রহিবে জানি প্রতি ঘরে ঘরে !



সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ

তরুণ তনু উধা অরুণ-মঞ্জুষা পরশে সবে এসে অঙ্গ
তখন চুম্বনে নয়নে ঘুম্ বোনে মিলন সুনিবিড় সঙ্গ !
কমল নীল-নীরে মেলিছে আঁখি ধীরে, বিহগ তরুশিরে গুঞ্জে,
সজল সমীরণ তুলিছে শিহরণ, প্রাবৃট জাগরণ কুঞ্জে—
মাদল বাজে মেঘে বাদল চঞ্চল বরষা অঞ্চল মুক্ত,
সরসী বিহ্বল কোমল ধরাতল শ্যামল-তৃণ-দল-ভুক্ত
কানন কুন্তল আকুল করি বহে পবন শীত-বারি-সিক্ত,
সজল নীল-আঁখি ঝরিছে থাকি থাকি কাজল রেখা সম্পৃক্ত !
মরাল ভরা জলে ভাসিছে কুতূহলে ললিত গ্রীবা করি উচ্চ ;
দাদুরী দূরে ডাকে, নাচিছে নীপ-শাখে ময়ূর মেলি মণিপুচ্ছ ;
কমল কেতকীর সজল ফুলরেণু, মিলনাকুল বেণু রন্ধ্র,
তপন জ্যোতিহীন গোপন সারাদিন, গগনে ঘন মেঘ মন্দ্র ;
দামিনী বাতায়নে হাসিছে ক্ষণে ক্ষণে চকিতে চমকিয়া বিশ্ব,
সভয়ে ফিরে চায় শূন্য আঙিনায় তরুণী বিরহিণী নিঃস্ব !
রেচন জলদের সেচন ক'রে বারি উশীর-সুরভিত ক্ষেত্রে ;
'নীরবে বনবীথি স্মরিছে কার স্মৃতি দাঁড়ায়ে অবনত নেত্রে ;
মুক্ত-বেণী কূলে বীণাটি ল'য়ে ভুলে মুগ্ধ কবি গায় স্তোত্র,
সকল তারে তার তুলিয়া ঝঙ্কার নিখিল মিলনের শ্রোত্র !

সহসা আসি কোন্ রুদ্র ত্রিলোচন করাল শূলপাণি ঝঞ্ঝা
করিল অঙ্কিত ভাল ত্রিপুণ্ড্রকে কালকলঙ্কিত পঞ্জা !

* * * *

তরুণ কবি গেছে বিদায় ল'য়ে আজ—না হ'তে যৌবন ছিন্ন,
উজ্জ্বল মণিহার গিয়াছে ফেলি তার অমর-প্রেম-স্মৃতি-চিহ্ন ;
বেণু ও বীণা যার বেজেছে বার বার কত না কবিতার ছত্রে,
এঁকেছে অবনীর মোহন তস্‌বীর তুলির লেখা শতপত্রে ;—
ভুলায়ে গেছে সবে কুহু ও কেকারবে ফুলের ফসলে সে নিত্য,
চীনের ধূপ জ্বালি অগুরু সৌরভে ভরিয়া গেছে শত চিত্ত ;
জ্বালায়ে হোম শিখা দিয়াছে রাজ টীকা তীর্থ সলিলে যে ভক্ত,
স্বদেশ-গাথা যার শুনিলে প্রতিবার শিরায় শিহরিত রক্ত ;
কাহিনী কথা গান কবিতা অফুরাণ—নাট্য-অবদান হাস্য,—
জীবনী-রসরাগে জীবনে সদা জাগে, ভারতী মাগে যার দাস্য,
কল্প-কলা বিদ্ কলাপে অবহিত—বাঙালী ধনী যার গর্ব্বে
ভ্রমিয়া দেশে দেশে তীর্থরেণু যে সে কুড়ায়ে বিলায়েছে সর্ব্বে ;
ভাষা ও ভাবে যার স্বর্গ-সুষমার অসীম অনুপম ঋদ্ধি
ছন্দ-যাদুকর শব্দ-সুর-ধর সুতান লয়ে যার সিদ্ধি,
রচিতে রস-কলি-খচিত পদাবলী যে ছিল সুনিপুণ যন্ত্রী,
ত্রিদিব সঙ্গীতে ক'রেছে ঝঙ্কৃত রঙ্গ মল্লীর তন্ত্রী
অভ্র-আবীরে যে খেলেছে হোলি-খেলা হসন্তিকা সখী সঙ্গে
শ্রাবণ হিন্দোলে আবেশে ছিল ঢ'লে উদাস প্রেম-রাস-রঙ্গে
প্রতিভা আপনার অটুট ছিল যার পরশি রবি-রথ-চক্র
অমৃত কণা ভুলি গরল-ফণা তুলি—করেনি শির কভু বক্র ;
হেরিলে অবিচার শাসিত বার বার বিদ্রূপ নব কবিরত্ন
ব্যঙ্গ কশাভারে সুমতি দানিবারে ধৃষ্টে—ছিল তার যত্ন ;
ধূপের ধোঁয়া যার দেবীর কেশভার করেছে সুচিকণ স্নিগ্ধ,
টুটিতে বন্ধন অটুট যার মন—ছিল না কভু সন্দিগ্ধ,

মহান মানবের—যে ছিল ঋত্বিক, চারণ-বীরগণ-কীর্ত্তি,
শ্রদ্ধা-চন্দনে স্তুতি ও বন্দনে ত্যাগীর পূজা যার বৃত্তি—
বিগত-গৌরব কীর্ত্তি অতীতের কহিয়া পতিতের কর্ণে
ঘোষিল যার শ্লোক—স্বজাতি সব লোক, অলীক ভেদাভেদবর্ণে—
মানব-সেবা সার, অচলা মতি যার মাতৃচরণারবিন্দে,
উদার মহামনা অমিত গুণপনা, শত্রু যারে নাহি নিন্দে,
শান্ত দৃঢ়মতি শিষ্ট সুধী অতি সুজন কৃতি সুচরিত্র,
সাহসী সংযত জগত-হিতব্রত সতত প্রিয়ভাষী মিত্র!
গিয়াছে চলি আজ কঠিন গুরু বাজ হানিয়া অসময়ে বক্ষে,
অসহ বেদনায় কাতর কোটী প্রাণ, উতপ্ত আঁখিধারা চক্ষে;
জনম-দুখীদের যে মণি-মঞ্জুষা—দিয়াছে উপহার কাব্যে—
আঁকড়ি তাই বুকে বিরস ম্লান মুখে নীরস দীন তারা যাপ্‌বে!

* * * * *

চলিয়া গেল কবি ফেলিয়া দুন্দভি না হ'তে সঙ্গীত পূর্ণ;
সজল আঁখিতারা বাণী যে বীণাহারা গলার গজমতি চূর্ণ!
মুদিত শতদল, অলস অঞ্চল, নূপুর-নিক্কণ স্তব্ধ,
নীরব এস্রাজ, থেমেছে পাখোয়াজ, মূরলী মূক, ভুলি শব্দ;
সত্যপথচারী ফিরিল গৃহে তারি সত্য ছিল যার দৌত্য,—
সুবাসে দিক্ ভরি পড়িল ফুল ঝরি মধুপে দিয়ে তার মৌত্ব!
মরণ-মেঘরথে চলিল প্রিয়-পথে বিরহী অলকার যক্ষ,
ভুলিয়া দু'দিনের স্বপন-লোকমেলা আমোদ-হাসি-খেলা-সখ্য!





সত্যেন্দ্র-নামা

সবে আজ বর্ষার খুলে গেছে বোরোকা,
ওড়্না যে ওড়ে তার রংদার দোরোখা,
পর্দ্দার ফাঁক থেকে আঁখি তার চম্‌কায়,
সর্দ্দার বাজ দেখে বেআবরু ধম্‌কায় !

বাউরিয়া সংসার,—সেই সুরে কবি আজ
তুলেছিল ঝঙ্কার বেঁধে নিয়ে এস্রাজ ;
থাম্‌কা এ কি আঘাত্—বীণ্ ভেঙে চৌচির,
ঝরে আঁখি একসাথ্ বাগ্দেবী লছমীর !

আল্লার জয়গান শুন্‌বে না ফেরিদুন
শমনের শয়তান কর্‌লে কি তাই খুন—
দুনিয়ার দেল্-খোস্, বাঙ্‌লার দিল্‌দার ?
হায় ! হায় ! আফ্‌শোস্ ! মিল্‌বে কি মিল্ তার ?

সে যে ছিল ফুল-কবি চর্চ্চিত চন্দনে,
মন্দার মুখ-ছবি পারিজাত নন্দনে ;
কল্পনা কালোয়াৎ, খাসা ভাষা-কারিকর,
শব্দের শাহান্‌সা, ছন্দের ঈশ্বর !

দুষ্‌মন্ চুম্ দিয়ে লুটে নিল দোস্তি,
নয়নের ঘুম নিয়ে, আরামের স্বস্তি !
দিচ্ছিল বুল্‌বুল্ মশ্‌গুল্ মিঠে শিশ্,
মরণের একি ভুল তার মুখে দিলে বিষ ?

সে ছিল যে মছ্‌লন্দ্‌, হিস্পানী গাল্‌চে,
জড়োয়ার গুল্‌বন্দ্‌, মিনেদার লাল্‌চে,
সিরীয়ার কিঙ্খাপ, সমর্ণা মখ্‌মল্‌
চুম্‌কীর চিক্‌-টাপ্‌ জৌলসে জ্বল্‌জ্বল্‌ !

কিমাম্‌ সে কস্তুরী, কাশ্মীরী জাফ্‌রান্‌,
দর্‌গার তস্তেরি, ফকীরের আলোয়ান,
জরিদার জামেয়ার্‌ মল্‌মল্‌ মস্‌লীন,
বাঙ্‌লার জান্‌-এয়ার্‌ লুটে নিল কোন্‌ জিন ?

গজল্‌ সে আলাপের, গুজ্‌রাটি গার্ব্বা,
বস্‌রাই গোলাপের গাজিপুরী কার্ব্বা,
কাম্‌রা সে আমখাস্‌ মর্ম্মর পাথরের,
চামেলীর নির্য্যাস, খোস্‌বাই আতরের ;

জম্‌কাল্‌ মজ্‌লিশ্‌, জল্‌সা সে আসরের,
নমাজের কূর্ণীশ্‌, দিল্লাগী বাসরের ;
হোলী-খেলা, নওরোজ্‌, বারোয়ারী দশেরা,
হাসি-খুসি নাচ্‌ ভোজ্‌, খেয়ালের পসেরা !

জেহাদের ঝাণ্ডা সে—কোরানের কল্মা,
অভেদের পাণ্ডা সে সত্যের শল্মা ;
শত্রু সে হারামের কাম্‌ তার সাচ্চা,
বিদ্রোহী আরামের, মরদের বাচ্চা !

লাগাম্‌ সে সোয়ারের, দুব্‌লার নির্ভর্‌,
চাবুক সে গোঁয়ারের, বে'কুফের মুদ্গর !
ইজ্জৎ বাঙ্‌লার, বাঙালীর ইমান্‌ সে,
দৌলত্‌ দুনিয়ার, কৈসার ধীমান্‌ সে !

বেগমের তাঞ্জাম্, বাদ্শার হাওদা,
দর্‌বারী আঞ্জাম্, তারিফের বাহোবা,
কিতাবের সুল্‌তান্, কাব্যের নবাবটি,
সব-সেরা ফুল-দান টুটে গেল হঠাৎ কি ?

হামাম্ সে হারেমের, নার্গিস্ বাগিচার,
ওস্তাদ্ সারেঙের, সেলামের ভাগিদার,
বেলকুঁড়ি, জুঁই ফুল, গুল্‌সান্ খোস্‌বাই,
মণিহার, মোতিচুল, দেওয়ালীর রোশ্‌নাই !

পান্নার পিল্‌সুজ্, মাণিক্যের জেল্লা,
জড়োয়ার গম্বুজ, জহরতী কেল্লা,
খাটেনি সে খেদ্‌মৎ—নোকর্ না বান্দা,
ভোগেনি সে বদ্‌খৎ দুঃখের ধান্ধা !

মৃদঙ্গ সঙ্গত, বংশী সে বঁধুয়ার,
কলেজার মুহবত্ দিলভরা মধু তার,
মেহ্‌দীর মিহি রং, সুর্‌মার রূপ-টান,
কাজলের কালো ঢং, অগুরুর ধূপ-দান !

আরক সে আঙুরের, কম্‌লার ফুল্-মদ,
মিঠে বোল্ ঘুঙুরের,, চাট্‌নী সে গুলকঁদ,
সর্ব্বৎ শর্‌দার, মোরব্বা আম্‌লকী,
মিঠে-খিলি-বর্দ্দার আজ থেকে থাম্‌ল কি ?

মোহর সে হিন্দুর, আস্‌রফী মোগলের,
দানা রেস্ সিন্দুর, মোখেল সে চোগলের,
অকপট ইন্‌কার, নেক্ অনবদ্য,
ভারতীর বীণ্‌কার্, কমলার পদ্ম !

তোজ্‌দান ভর্‌পুর মুক্তির মশ্‌লা,
আরতির কর্পূর, জ্যোৎস্নার পশ্‌লা!
ধূপ ধুনো গুগ্‌গুল, লবানের গন্ধ,
থস্‌থস্‌, কেয়াফুল, থাক্‌বে কি বন্ধ?

চেয়েছে যে দুনিয়াতে মোবারক হর্‌দম,
নেই যার শরীয়তে গোঁড়ামীর কর্দ্দম,
বন্দেগী মন্‌সুর, সত্যেন্‌ সৎ-নবী!
জিন্দেগী বাহাদুর, মরে না হে সব্‌ কবি।

হাফেজ বা জামী, রুমী, সেথ্‌ সাদী, ফার্‌দোসী,
এ যুগের কেউ তুমি, আশ মানে যার্‌ শশী—
গায়েব্‌ কি হয় তার জৌলস্‌ কবরে?
অমর সে বরাবর বেহেস্তী সফরে!

তস্তেরি = প্রণামীর পাত্র। জিন্‌ = অপদেবতা।
গুলসান্‌ = মুকুল। মুহবত্‌ = ভালবাসা।
দানা = জ্ঞানী। রেস্‌—সমতুল্য।
মোখেল্‌ = প্রতিবন্ধক। চোগলের = নিন্দুকের।
নেক্‌ = সৎ। মোবারক = কল্যাণ।
শরীয়ত্‌ = ধর্ম্মপথ।, মন্‌সুর = মহাপুরুষ।
নবী = প্রচারক। গায়েব্‌ = লুক্কায়িত।



রাজা

সার্দ্ধ শত বরষ পূর্ব্বের হে প্রধান পুরুষ প্রবর,
ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলে যে ভূমির পর
সেই তব জন্ম-তীর্থে আজি দাঁড়াইয়া
জাতির গৌরব গর্ব্বে ভরিয়া উঠিছে মোর হিয়া !
ভারত প্রতিভা রবি
তোমার জীবন ছবি
অতুলন চরিত্র মহিমা
ব্যর্থ করি শতাব্দীর অব্যাহত মহা-কাল-সীমা
আজিও রয়েছে সমুজ্জ্বল
অভ্রভেদী অচল অটল !
রাজোচিত রজোগুণে রাজা তুমি, নহ রাজ্যেশ্বর,
শুধু দণ্ডধর
হ'য়ে দু'দিনের
যাহারা দীনের
উপসত্ত্ব করিয়া হরণ
আমরণ
বিলাসে জীবন করে ক্ষয়—
সে তো নয়
তোমার চরিত্র-ইতিহাস ;
তোমাতে যে শক্তির বিকাশ

অনন্তের সে যে লীলা
শুদ্ধ সত্ব অনাবিলা
বিচিত্র ভাস্বর
মহা জ্যোতির্ধর !
তোমার ললাটে রাজ-টিকা
জানি রাজা, হয় নাই লিখা
ত্যক্ত পূর্ব্ব পুরুষের উচ্ছিষ্ট-উত্তর-অধিকারে ;
ধরণীর তোরণ-দুয়ারে
একদা যেদিন
সবার বর্জ্জিত মিত্র-হীন
লয়ে শুধু আপন প্রতিভাশীর্ষ রথ
উতরি দুর্গম দীর্ঘ পথ
দুর্জ্জয় সাহসে একা দাঁড়াইলে আসি,—
নিয়তি প্রসন্ন মনে হাসি
আপনি আঁকিয়া দিল ভালে
বিজয় তিলক-চিহ্ন, দেয় সে যেমনি কালে কালে
জগতের শ্রেষ্ঠ যুগ-বীরে ;
অভয়ার অভিষেক নীরে
দীক্ষা তব হ'ল সমাপন,
অলক্ষ্যে গঠিত কোন্ অভিনব রাজ সিংহাসন
তোমারি প্রতীক্ষা করি, প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল ধীরে,
এ প্রাচীর প্রাচীন মন্দিরে।
নবযুগ প্রবর্ত্তক
হে নায়ক
সুধীজন প্রভু
বিস্তৃত হয়নি কভু
তব রাজ্য-পাট
সুসমৃদ্ধ স্বয়ম্ভু বিরাট,

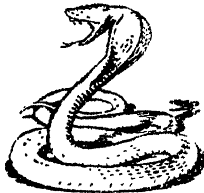
ধূলি ধূসরিত ধরা মাঝে ;
ভূমালোকে রাজে
তোমার মহিমা জ্যোতি শিখা,
আনন্দের অনিন্দ্য দীপিকা !
তব রাজ চন্দ্রাতপ-তলে
আজো তাই মহা তেজে জ্বলে
যে আলোক, জ্যোতিষ্ক প্রধান,
দ্যুতি তার চিরদিন রবে হেন দিব্য দীপ্যমান।
নূতন উষার অভ্যুদয়ে,
নবীন আলোক পাতে—লুপ্ত পরাজয়ে
হবে না সে প্রতিভার অক্ষয়-প্রদীপ কভু ম্লান,
সর্ব্বগ্রাসী কালের ফুৎকারে, কোন কালে হবে না নির্ব্বাণ !
হে রাজা অমর
কীর্ত্তি যা রাখিয়া গেছ অবনীর ’পর
সত্য-সন্ধী শানিত ফলকে
আজি সে ঝলকে
দিকে দিকে বজ্রাগ্নি শিখায়,
যুগান্তের প্রলয় লিখায়
ধ্বংস করি দিয়াছে সে ক্রমে
অসত্য যা উঠে ছিল জ’মে
পুঁথিপত্র পুরাণের সনে
সঙ্গোপনে,
ধর্ম্মের ধরিয়া ছদ্মবেশ,
আজি তার হয়ে গেছে শেষ !

তুঙ্গ শৃঙ্গ হিমাচল পারে
তিব্বতের অবরুদ্ধ দ্বারে
দাঁড়াইয়াছিলে একদিন
হে অভয় অতিথি নবীন
লয়ে তব কিশোর তরুণ মূর্ত্তিখানি—
জানি ওগো জানি,
সঙ্কট সেদিন অতি ঘনাইয়া এসেছিল পাশে,
তবু তুমি মরণের ত্রাসে
ভোলো নাই আপনার কাজ
ওগো মহারাজ
তব রাজ-ছত্র-তলে
সৃষ্টি—স্থিতি—প্রলয় কল্লোলে
মিলেছিল আসি
ধরণীর কাল স্রোতে ভাসি
মহা সভ্যতার তিন বিচিত্র ত্রিধারা !
জ্ঞানের গোমুখী হ'তে তারা
বাহিরিয়া ধীরে
তোমার হৃদয় তটে, ত্রিবেণী সঙ্গম-পূত নীরে
রচিয়া তুলিয়াছিল যে প্রয়াগ
মহাভাগ,
সে যে আজ—নিখিল-মিলন-অনুরাগে
তীর্থ রূপে জাগে !
সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়
যে পথে সহজে সিদ্ধ হয়,
সেই লক্ষ্য নির্দ্দেশের আজীবন ছিল তব সাধ,
নিরাকার একেশ্বরবাদ
বিশ্ব-গ্রাহ্য যাহা চিরদিন
সর্ব্বকালে যা সার্ব্বজনীন

সকল অধ্যাত্ম-তত্ত্ব সার
সত্য শিব সুন্দর অপার—
তুমি তাই করেছো প্রচার ;
হে আচার্য্য, তব ব্রহ্মজ্ঞান,
নহে শুধু যজ্ঞসূত্রধারী মিথ্যাচারী দ্বিজত্ব প্রধান !
বহি নিন্দা বহু-ক্ষতি, সহি অপমান
সত্যদ্রষ্টা হে সাধক, দৃঢ়ব্রত মনীষী মহান্
সবার বিরুদ্ধে খাড়া হ'য়ে
উচ্চ কণ্ঠে ব'লেছো নির্ভয়ে
বেদ বিধি তন্ত্র মন্ত্র পূজা পাঠ স্তব স্তুতি আর
সর্ব্বশাস্ত্রে আছে গো সবার
সর্ব্বকালে সম অধিকার !
তুমি মহারথ
দেখায়েছো অনন্তের পথ
মুক্ত সদা সবাকার তরে ;
হৃদয়ের ধর্ম্মাধিকরণে বিবেকের নিকষ প্রস্তরে
জাতিভেদ মিথ্যা প্রবঞ্চনা লজ্জায় লুটায় ধূলি পরে !
তব ভাব-মন্দাকিনী ধারা
ভাগীরথী পারা
ভারতের অভিশপ্ত প্রবঞ্চিতগণে
উদ্ধার করেছে জনে জনে !
নিখিল উপাস্য নিধি যে অখণ্ড ব্রহ্ম সনাতন,
তিনি শুধু নন
ক্ষুদ্র এক দলের অধীন ;
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হে বিজ্ঞ প্রবীণ
ঘোষণা ক'রেছে তব সুগভীর জ্ঞান
কেবল আচারে মাত্র নহে বদ্ধ মুক্তির সোপান
ধর্ম্ম নহে মাত্র ওই ধর্ম্মগত শুধু সংস্কার,

বর্ণাশ্রম জাতির বিচার
নহে বিধাতার,
শাস্ত্র নহে অভ্রান্ত প্রমাণ,
দিয়েছ' সন্ধান
অপৌরুষেয় নহে বেদ,
যুক্তিহীন যত ভ্রান্তি যত মতভেদ
খণ্ডন করেছ' তুমি নানা গ্রন্থ করিয়া রচনা ;
হে উদার সমুন্নত মনা,
বিজয়ী শঙ্কর সম
অনুপম
তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তব, ঘুচাইয়া অজ্ঞানতা ঘোর, বহু তর্ক জালে
দেখায়েছে সত্য যাহা নিত্যসিদ্ধ অজর অমর কালে কালে !
আসমুদ্র হিমাচল সারা হিন্দুস্থানে
জ্বলন্ত চিতার পরে শ্মশানে শ্মশানে
সতীদাহ রচিতেছে যবে
ভ্রান্ত অনুভবে
অধর্ম্মের নৃশংস নিষ্ঠুর ক্রূর বেদি
তারি ঘন কৃষ্ণ ধূম লেলিহান্ অগ্নিশিখা ভেদি
জীবন্ত বিদগ্ধ যত অসহায়া নারীর ক্রন্দন
জানি রাজা ক'রেছিল তীব্র আকর্ষণ
সহৃদয় তোমার অন্তর,
নিরন্তর।
এই হত্যা অত্যাচার অমানুষ নারী-নির্য্যাতন নিবারণে
প্রাণপণে
তুমি তাই ছিলে যত্নবান
ওগো মহাপ্রাণ !
বাল-বিধবার অশ্রু মর্ম্মভেদী তার দীর্ঘশ্বাস
দূষিত করিছে হেরি এ দেশের আকাশ বাতাস

প্রতিদিন শত মহাপাপে
বিধাতার রুদ্র অভিশাপে
চলেছে যে জাতি রসাতলে
স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীরে দলি পদতলে
সে পাপের বিভীষিকা—সে ব্যথার গভীর বেদনা,
সহৃদয়, হে উদার মনা,
বেজেছিল বড় বেগে তোমার করুণ-মর্ম্মস্থলে,
তাই নিজ অন্তরের বলে
নির্ভয়ে দাঁড়ায়েছিলে রোধিতে সে অকল্যাণ প্রথা,
মাতৃমঙ্গলের ঋষি, নারীর স্বপক্ষে তব কথা
অক্ষয় হইয়া রবে চিরদিন অগ্নির অক্ষরে
অভিশপ্ত এ জাতির কলঙ্ক-পঙ্কিল ঘরে ঘরে !
মনে প্রাণে সত্য রাজা তুমি, রাজা হয়ে রবে চিরদিন
যুগধর্ম্ম সিংহাসনে সর্ব্বকালে হে চির নবীন
মানবের মনোরাজ্য মাঝে বিস্তৃত তোমার অধিকার
যুগে যুগে কল্পকালে করিবে স্বীকার।
যতদিন মানুষ বাঁচিয়া রবে ভবে,
নত শিরে সবে
রাজা তুমি—তুমি রাজা কবে।



৬

স্বামীজি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যুগ-অবতার,
লীলা যাঁর করিতে প্রচার,
সপ্তর্ষিমণ্ডল ত্যজি ভূমণ্ডলে এসেছিলে নামি,
হে বিবেকস্বামী !
কুসুম সুষমা-সিক্ত জীবনের তব, অনাবিল প্রথম উষায়
কনক-কিরণ-কান্তি বিহসিত হিরণ ভূষায়
উদ্ভাসিত যে মুহূর্ত্তে যৌবনের অরুণ-আভাষ,
অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাস
এনেছিল অকস্মাৎ নিদারুণ ভাগ্য-বিপর্য্যয়,
বিভীষিকাময় !
অভাবের বিকট কঙ্কাল,
বিস্তারিয়া অস্থিসার দু'বাহু বিশাল
সেদিন আসিয়াছিল দিতে নিষ্পেষিয়া
তোমার তরুণ-তপ্ত হিয়া !
সেই ঘন-অন্ধকার দুর্য্যোগের দিনে সংশয়ের ঘোর ঝঞ্ঝাবাত
নাশিতে আস্তিক্য-বুদ্ধি, বিশ্বাসের মূলে. কেবলই করিতেছিল সবলে আঘাত;
সেই তব জীবনের চরম দুর্দ্দিনে রামকৃষ্ণ দীনের দেবতা
দুর্ব্বল অন্তরে তব দিয়াছিল আনি অভিনব আনন্দ-বারতা !
অযাচিত—তাঁহারই কৃপায়,
দেবীর দর্শন লভি, জননীর দু'টি রাঙা পায়,
চিত্ত তব বিত্ত আশে করে নাই অনিত্য প্রার্থনা
হে আজন্ম-মহামতি সমুন্নত-মনা !
তুমি শুধু চেয়েছিলে প্রেম-ভক্তি জ্ঞান—বিবেক বৈরাগ্য—
অবাধে কেবল নিত্য চিন্ময়ী মায়ের অপরূপ দর্শন-সৌভাগ্য !
সে যাচনা শুনি তব কামনা-বিহীন—পরা-ভক্তি-ভরা
অভয় দানিয়াছিল প্রসন্ন অন্তরে বরাভয়-করা !

আশৈশব শিবভক্ত, সন্ন্যাসের ছিলে অনুরাগী,
ওগো সর্ব্বত্যাগী!
বুদ্ধের চরিত্রে তব শ্রদ্ধার ছিল না যে গো সীমা— !
গৈরিক বৈরাগ্যবেশে বিজড়িত যে বিচিত্র ত্যাগের মহিমা,
সত্য ও সুন্দর,
কিশোর বয়স হ'তে সুকুমার চিত্তপটে এঁকেছিল চিত্র মনোহর।
ব্রহ্মজ্ঞানে তীব্র লিপ্সা—ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ দর্শন অভিলাষ,
নিরাকার শূন্যে যবে ঘুরাইতেছিল বৃথা, চক্ষে বাঁধি মিথ্যা মোহ-ফাঁস—
শুভক্ষণে দেখা দিল নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণ,
পূর্ণব্রহ্ম তেজে যাঁর উদ্ভাসিত সত্যপথে ক্রমে তব নবীন জীবন!
জ্যোতির্ম্ময় দিব্যদেহ জ্ঞানমূর্ত্তি সর্ব্বদ্বন্দ্বাতীত
ত্রিগুণ-রহিত,
সৎ-চিৎ-আনন্দ কান্তি মুখে,
শান্ত-স্নিগ্ধ-সৌম্য-সাধু, সতত সমাধিমগ্ন সুখে,
ভক্তের আরাধ্য সেই পাদপদ্ম স্পর্শমাত্র যার
বারম্বার,
নির্ব্বিকল্প সমাধি লভিয়া—
শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত তব হিয়া!
বরদ বেদান্ত-মন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত,
আপনার আজন্ম ঈপ্সিত,
বরিলে সন্ন্যাস;
মুণ্ডিত-মস্তক, হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু, কৌপীন গৈরিক অঙ্গবাস!

তারপরে একদিন তুচ্ছ করি নিজ মোক্ষ-ফল,
গুরু ইচ্ছা মাত্র শুধু করিয়া সম্বল,
লোকশিক্ষা দেশহিতে জনে জনে দিতে জ্ঞানদান
অনুষ্ঠিতে বিশ্বের কল্যাণ

হে বঙ্গের গৌরবের ধন,
উৎসর্গ করিয়াছিলে আপনার সমস্ত জীবন!
প্রশান্ত সাগরপারে সম্মিলিত নিখিলের ধর্ম্ম-সভাতলে
যে দিন দাঁড়ায়ে কুতূহলে
বিশ্বপ্রেমে উচ্ছ্বসিত প্রাণ—
স্ফুরিল অধরপুটে বেদান্তের প্রথম আহ্বান,
তোমার সে অকৃত্রিম স্নেহ সম্ভাষণ
অপূর্ব্ব পুলক প্রেমে দিয়াছিল ভরি মুহূর্ত্তেই সবাকার মন!
হে সন্ন্যাসী—হে বীর সাধক! উদাত্ত গম্ভীর গুরু তোমার সঙ্গীত-
এনেছিল অকস্মাৎ এ জাতির অচেতন দেহে অভিনব জীবন-সম্বিৎ—!
তীব্র তব উদ্দীপনা ওজস্বিনী সুরে
মোহাচ্ছন্ন কোটি চিত্ত-পুরে
নিমেষে জ্বালিয়াছিল অপূর্ব্ব আলোক!
বিশ্ব-লোক,
সেদিন বিস্ময়ে—
বরণ করিয়াছিল বঙ্গের ভুবনজয়ী বেদান্ত-কেশরী, স্পন্দিত হৃদয়ে!
তোমার অভয়বাণী—পাঞ্চজন্য-শঙ্খ ধ্বনি সম,
দৃপ্ত, অনুপম—
দিকে দিকে উঠেছিল সঘনে ধ্বনিয়া,
শত শত হৃদয় রণিয়া!
নিদ্রিত দেশের এই সহস্র বর্ষের অবরুদ্ধ বাতায়ন-দ্বারে
আঘাত করিয়া বারে বারে
ডাকি জনে, জনে,
গভীর গর্জ্জনে
গিয়াছ বলিয়া অবিরত—
"উত্তিষ্ঠ'জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"
মোহাঞ্জন মুছাইয়া মলিন নয়নে রঞ্জিত করিয়াছিলে জ্ঞানের কজ্জল,
তম দমি শত চিত্ত সত্ত্ব-জ্যোতি-যুত, রজঃ-পুঞ্জ-প্রভা সমুজ্জ্বল!

মহা উদ্বোধন-মন্ত্রে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলে নিখিল ভারত ;
তব জয়-রথ—
বহিয়া চলিয়া গেছে তুলি যশোধূলি জগতের নব-নব পথ !
দামিনী দমক-দীপ্তিবৎ সেই চক্র-রেখা—
আসমুদ্র হিমাদ্রির সুবিস্তৃত বুকে আজও যায় দেখা !

প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান সুগভীর,
প্রেম ভক্তি সম্মিলিত মহা কর্ম্মবীর,
নিত্য-সিদ্ধ-শুদ্ধ যোগী, সাধক প্রধান,
হে কৌপিনী, 'খলু ভাগ্যবান !'
স্বদেশের যেথা যত পতিত, কাঙাল, নিরাশ্রয়, অন্ন-বস্ত্র-হীন,
অসহায়, রোগাতুর, নির্য্যাতিত, বুভুক্ষিত, দীন,
তাদের কল্যাণ তরে ভাবিয়াছ তুমি নিরন্তর,
সতত দুঃখীর দুখে কাঁদিয়াছে সহৃদয় তোমার অন্তর,
কলুষিত দেশাচার, সমাজের অযথা পীড়ন
আমূল করিতে সংশোধন,
করেছিলে প্রাণান্ত যতন
প্রাচ্যের প্রাচীন পথে প্রতীচ্যের প্রেয় প্রথা করি প্রবর্ত্তন !
অস্পৃশ্য অধম নীচ, পাপীতাপী দরিদ্র ভিখারী, সবারে জানিয়া নারায়ণ,
করেছ' কত না পূজা শ্রদ্ধা প্রেমে সজল-নয়ন !
তোমার সে ব্রহ্ম-নিষ্ঠা—পরহিতে পরাকাষ্ঠা,
সেবা-ধর্ম্ম, জীবে দয়া, অদ্বৈত আলোকে,
জানে সর্ব্ব লোকে !
গভীর স্বদেশপ্রেম ব্যক্ত হেরি প্রতিদিন প্রতিবাক্যে প্রতি কার্য্যে তব,
জাতির উন্নতি-কল্পে উন্মেষিত সহস্রারে নিশিদিন চিন্তা নব নব !
নরনারী নির্ব্বিশেষে,
দেশে দেশে,

শিক্ষার বিস্তার,
বলিয়া গিয়াছ অনিবার
উন্মুক্ত করিয়া দিবে বিশ্ব-সভাতলে আমাদের প্রবেশ-দুয়ার !
কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসা বিজ্ঞানের বহুল প্রচার—
ঘুচাইবে দেশ-দৈন্য, দুর্ব্বলতা যত—অক্ষমের শূন্য হাহাকার,
ভাগ্যহীন ভারতের পূর্ণ করি পুনরায় ষড়ৈশ্বর্য্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার !
তোমার সে শুভ ইচ্ছা কল্যাণের শত উপদেশ,
জাগ্রত ভারতে আজি মূর্ত্তি ধরি করিছে প্রবেশ।
হে পরিব্রাজক স্বামী, পত্রাবলী তব,
তন্দ্রাতুর অন্ধগণে দানিয়াছে দেব—দৃষ্টি অভিনব
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তত্ত্ব হিন্দুধর্ম্ম বিজ্ঞান বারতা,
বর্ত্তমান ভারতের ভাবিবার কথা !
জ্ঞান-কর্ম্ম-রাজ-ভক্তি-যোগ—
নিত্য কত ভ্রান্ত জনে সত্য পথে করিছে নিয়োগ,
বৈরাগ্যের বীরবাণী, সন্ন্যাসীর গান,
মাতাইয়া তোলে আজও প্রাণ !
বরেণ্য বাঞ্ছিত তব শ্রীচরণ চুমি,
এ ভারত-ভূমি,
যুগে-যুগে অবতীর্ণ যেথা ভগবান,
পেয়েছিল ফিরে তার গত-পুণ্য, হৃত-যশ-মান।
মহাশক্তি সাধনার প্রভাবে তোমার,
বিশাল এ হিন্দু জাতি—পবিত্র হইয়াছিল আর একবার !
যাহার অশ্রান্ত চেষ্টা জাতির অন্তর হ'তে
মন্দাকিনী-স্রোতে
মুছা'য়ে দিয়াছে কত যুগান্তের মোহ অন্ধকার,
শ্রদ্ধার অঞ্জলি ভরি, অবনত শিরে, দেশভক্ত সেই বীরে করি নমস্কার !
ভারতের চারিভিতে সঘন নির্ঘোষে, কোটি কণ্ঠ উঠুক ধ্বনিয়া উচ্চে আজ—
জয়তু বিবেকানন্দ ! জয় স্বামীজির ! জয়, জয়, গুরু মহারাজ !

তিলক-তর্পণ !

ত্যাগের তিলকে দীপ্ত-ললাট,
দৃপ্ত তেজের নির্ভীক ঠাঠ,
মারাঠার মহা মহিমা বিরাট—
লভিল কি নির্ব্বাণ ?
হে লোকমান্য লোক·সম্রাট্ !
সাধনা যে তব স্বাধীন-স্বরাট্,
ফুরাল কি আজ সেই রাজপাট
"কেশরীর" অভিযান ?
জন্মভূমির মোহ মৃত্তিকা,
জাগাইলে যাহে জীবনের শিখা
বিঘ্ন-বিপদ বজ্র-ঝটিকা
সহিয়া অপরাজিত,—
স্তিমিত সে চিৎ-পবন সূর্য্য
স্তব্ধ বেদের গভীর তূর্য্য
জ্ঞান-মণ্ডিত ধ্যান-মাধুর্য্য
গৌরবে সমাহিত !
দীর্ঘ বরষ সহাস্য মুখে
কারা-যন্ত্রণা বহিয়াছে সুখে
নির্ব্বাসনেও অকাতর বুকে
সয়েছে দ্বীপান্তর !

বিদেশীর দ্বারে ভিক্ষার লাগি—
কভু আসে নি সে দেশ বৈরাগী
দাসের উপাধি কলঙ্ক মাগি
কলুষিত নহে কর !
বন্দীর গৃহ মন্দির যার,
শৃঙ্খল-ভার কণ্ঠের হার ;
নিগ্রহ ছিল সম্মান তার—
দণ্ড—পুরস্কার !
ক্ষুব্ধ ক্ষমতা, ঈর্ষার গ্লানি
যাহার চরণে পরাজয় মানি,
বাহু বন্ধনে লয়েছিল টানি
বরষি অশ্রুধার !
বক্ষ যাহার লক্ষ আঘাতে,
ঘোর দুর্দ্দিনে দুঃখের রাতে,
টলে নি, কাঁপে নি,—শব-সাধনাতে
নির্ভয়ে ছিল রত।
ত্রিংশত কোটী উন্নত শির,
ইঙ্গিতে যার শান্ত—অধীর,
অবনীর সেই দুর্লভ বীর
বল্লভ-লোকে গত !
লোকহিত-ব্রত জীবনের কাজ,
ক্ষেম নিষ্কাম তাপসের সাজ ;
জন্মভূমির ধূলি যার তাজ
দারিদ্র্য আভরণ !
নিখিল-ভারত-চির কল্যাণ
আজন্ম যার হৃদয়ের ধ্যান,
স্বরাজ, স্বদেশ তপ-জপ জ্ঞান
বিদেহ সে মহাজন।

জন্মদিনের অভিষেক দিতে
বন্দনা যবে উঠে চারি ভিতে,
রোদনে ডুবায়ে বোধনের গীতে,
মরণে হানিল বাজ !

ব্যগ্র যে দিন শুনিবারে দেশ
সবার উপরে তার উপদেশ,—
সেই পুরোহিত, দেশ-যজ্ঞেশ
অন্তর্হিত আজ !

বিবেক তাহার দৃঢ় অচপল ;
জ্ঞানের বারিধি অসীম, অটল ;
অমিত, দৃপ্ত অন্তর-বল
রাষ্ট্র-ধুরন্ধর !

নহে, তোষামোদজীবী, ভিক্ষুক,
হীন, কাপুরুষ, দীন, দুর্ম্মুখ,
অর্থ-লোলুপ,—চাহি নিজ-সুখ
পতিত স্বার্থপর !

সে ছিল সরল—শাণিত খড়্গ
দেশ সেবা তার চতুর্ব্বর্গ,—
মাতৃপূজার অগ্নি-অর্ঘ্য,
পবিত্র হোমশিখা !

জ্যোতি কণা তার জীবন-সভাতে,
মহাশক্তির দীপ্ত আভাতে,
ভারতের ভালে নূতন প্রভাতে
দিয়াছিল জয়-টিকা !

পুণ্য পুনার 'গণপতি-মেলা'
ছত্রপতির উৎসব খেলা—
নব জীবনের উন্মেষ-বেলা
কে জানিত সেই দিন ?

ধ্বনিল যে দিন করিতে ধন্য,
দেশভক্তের তপ-অরণ্য,
ভগবদ্গীতা—পাঞ্চজন্য—
কর্ম্মযোগীর বীণ্‌ !

মৃত্যুঞ্জয় যাহার স্পর্শে
জেগেছে জীবন ভারতবর্ষে,
দেখায়ে গিয়াছে মহা-আদর্শে
কঠোর দণ্ড ভুগে।

স্বাধীনতা যার জীবন-তন্ত্র
মুক্তির বাণী অভয় মন্ত্র
সে নহে কালের অধীন যন্ত্র
অমর সে যুগে-যুগে।

জন-গণ-অধিনায়ক-প্রধান
দেশের সেবায় নিবেদিত-প্রাণ
পেয়ে কত বাধা, শত অপমান—
দমেনি' যে এক তিল !

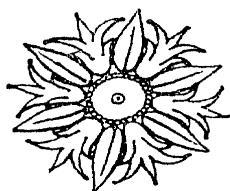
প্রাণ-সঞ্জীব যাহার কর্ম্ম
লোক-কল্যাণ চরম ধর্ম্ম
জননীর প্রীতি অজেয় বর্ম্ম
সে নহে মরণ-শীল।

গিয়াছে সে চলি সাধি নিজ কাজ,
দাক্ষিণাত্য-জ্যোতি—ঋষি-রাজ !
দধীচির মত অস্থির-বাজ
জাতিরে করিয়া দান !

অপূর্ব্ব তার স্বদেশ-ভক্তি
দিব্য তেজের অভিব্যক্তি
নিষ্ঠা চরম, পরমা-শক্তি
অনন্ত-মহাপ্রাণ !

বুঝি কে সারথি ভুলিয়া ভারতে,
কোন্ দেবতারে এনেছিল রথে,
আজি পুন তারে স্বর্গের পথে
ফিরাইয়া নিল সে যে !

উদ্‌গ্রীব হৃদে ত্রিদিব তাহারে
বরণ করিবে পারিজাত-হারে
লক্ষ্মীর করে স্বর্গের দ্বারে
শঙ্খ উঠিছে বেজে !



দেশবন্ধু

পলাশির পাপে পতিত যে জাতি পরাধীনতার প্রগাঢ় পাঁকে,
চিরলাঞ্ছনা গঞ্জনাভার, ধিক্কার লোকে দিয়াছে যাকে,
হেলায় হেলিত তর্জ্জনী যত যাহাদের পানে ঘৃণার ভরে,
সহোদর সহ সদ্ভাবহীন, বিবাদ যাদের নিত্য ঘরে,
তারা কি মানুষ ? ভীরু, কাপুরুষ, দীন, দুর্ব্বল, স্বার্থসার,
জন্ম অবধি শুনেছিনু যার হেন দুর্নাম—তিরস্কার—
সহসা সে কোন্ অভিনব তেজে বঙ্গ বিভাগ-আন্দোলনে,
হুঙ্কার দিয়া উঠেছিল জাগি বিস্মিত করি বিশ্বজনে !
হিন্দুস্থান অবাক্ হেরিয়া মরণ-মরিয়া তাদের প্রাণ !
বাঙালী সেদিন দেশের পূজ্য পেয়েছে বীরের শ্রদ্ধা মান !

গেছে তারপর কেটে একে একে দীর্ঘ বরষ পঞ্চদশ,
শ্রান্ত বাংলা সুখশয্যায় অবসাদে যবে নিদ্রালস,
এসেছে সহসা সিন্ধু আলোড়ি প্রলয়োচ্ছ্বাসে ঝঞ্ঝাবাত,
সুপ্ত শিবিরে মরণের ভেরী—নিদ্রিত শিরে বজ্রাঘাত !
স্খলিত খলিফা খিলাফৎ হতে, পীড়িত পঞ্চনদের তীর—
নিষ্ফল রোষে ফোঁসে আফ্‌শোসে তেত্রিশ কোটী আহত শির,
কাঁপে অগণন বিদ্রোহী মন সহ্যসীমার সূত্রপরে
অগ্নি-গর্ভ আগ্নেয় যেন তীব্র জ্বালায় গুমরি মরে !
মহা দুর্যোগ দুর্ব্বার হেরি গুর্জ্জর-গুরু গর্জ্জি উঠে,
নৈষ্কর্ম্যের তূর্য্য বাজায়, বীর্য্য জাগায়, শঙ্কা টুটে !

অহিংসা-মূল-অসহযোগের বন্যা ছুটেছে দেশের বুকে,
মুক্তির আশা, মোক্ষ পিপাসা—ফুটিয়া উঠেছে লক্ষ মুখে!
হীন পশুবল করিতে বিফল অন্তর-বল সহায় করি,
হত্যা রুধিতে সত্যাগ্রহ আগ্রহে সবে লয়েছে বরি!
বিরোধ ভুলিয়া সহোদর আজ হিঁদু মোস্‌লেম মারাঠা শিখে
মিলনোল্লাসে উঠে ঘন-রোল, জয়! জয়! বোল্ দিগ্বিদিকে!
রুদ্ধ-দুয়ার বাংলার দ্বারে করি করাঘাত বারম্বার
উত্তর আশে উৎসুক হ'য়ে মুখ চেয়ে সবে রয়েছে তার;
সুখ-শয়নের অলস-বিলাসে বাংলা কি শুধু ঘুমায়ে রবে?
নব জাগরণ মহাযুগে আজ লজ্জা কি তার ঘোষিত হবে?

পাঞ্জাব-রথ ডাকে লজপৎ বেণী-নিবদ্ধ-কৃপাণ শিরে,
ধনীর দুলাল ডাকে মতিলাল পুণ্য প্রয়াগ-তীর্থ-তীরে,
প্রণবোঙ্কারে শঙ্কর ডাকে মান্দ্রাজমণি সারদা-পীঠে,
ভীমবলশালী ডাকে দুই আলী স্বদেশ-প্রেমের দীপালি দিঠে!
"উঠ উঠ বীর, সুখ-যামিনীর আত্মবিনাশী তন্দ্রা ভাঙি·
নিখিল ভারত হতাশ হবে কি বাংলার দ্বারে ভিক্ষা মাঙি?
ধন্য যে জাতি অগ্রগণ্য দেশের জন্য জীবন দিয়া,—
দেশ-জোড়া এই জীবন যজ্ঞে নির্ব্বাণ কেন তাহার হিয়া!
মরণ মেলায় ক্ষণিক খেলায় এলায়ে কি গেছে তাহার স্নায়ু?
বিষ-কণ্টক বিস্ফোটকের নাটকে কি তার ফুরাল' আয়ু?—"

না মিলাতে ডাক দূর দিগন্তে, কে দিল গো খুলি রুদ্ধ-দ্বার?
হুঙ্কারে কাঁপে ভাগীরথী-তীর 'হাজির' 'হাজির' ধ্বনিতে কার?
বাংলা মুলুক বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করি পূর্ব্বাকাশে
কে তুমি এলে গো মহাজ্যোতিষ্ক, দীপ্ত-অরুণ-কিরণাভাসে!
তোমার ত্যাগের দিব্য বিভায় তরুণ-উষার আলোক-রেখা
এনে দিল একি নূতন প্রভাত, নবজীবনের বিজয়-লেখা!

তন্দ্রা অলস বিলাস ফেলিয়া বাঙালী আবার দাঁড়াল' উঠে !
শয়ন-সুপ্ত যৌবন তার চঞ্চল বেগে আবার ছুটে !
শীর্ণ-তোয়ার বক্ষে আবার পূর্ণ জোয়ার উচ্ছ্বসিত,
দ্বন্দ্ব-দ্বিধায় অন্ধেরও আজ বন্ধ নয়ন উন্মীলিত।

গুরুগম্ভীর জলদকণ্ঠে নিঃসৃত তব অগ্নি বাণী—
মর্ম্মরময় মর্ম্মেরও মাঝে এ কি সজীবতা দিল গো আনি ?
সে কি আহ্বান—মেতে ওঠে প্রাণ, শিরায় শিরায় রক্ত নাচে,
শ্রেয় কারাগার, পীড়ন, প্রহার, মৃত্যু মধুর যাহার কাছে !
তোমার তন্ত্রে অভয় মন্ত্রে অসাড় যন্ত্রে জাগায় সাড়া,
দেশ জুড়ে আজ সাজ্ সাজ্ রব, রুগ্ন স্থবির হয়েছে খাড়া !
করুণ-কঠোর বজ্র সজোর অমোঘ তোমার শঙ্খ-রবে
ধনী নির্ধন উচ্চ কি নীচ—আসে নর-নারী বালক সবে !
হেসে আগুয়ান বলি দিতে প্রাণ, স্বদেশের মান প্রধান বুকে,
বিধির বিকার না করি স্বীকার বরে কারাগার দীপ্ত মুখে !

কোন্ মহাত্মা অজেয় আত্মা আত্মজয়ের মন্ত্রদানে
জীবনের বীজ শ্রবণে ফুকারি অমর দীক্ষা দিয়াছে প্রাণে !
ভীরু যারা ছিল বর্জ্জিল ভয়, অর্জ্জিল জয় হৃদয়ে আজ,
দিল গোলামীর সেলামী ফেলিয়া, দাসের নিশানা—তকমা তাজ !
তরুণ তরল সেবকের দল স্থির অবিচল অত্যাচারে
জনে জনে কয়—'গান্ধীর জয় !' বুক পেতে সয় পীড়নভারে,
বিধি বাধা চূর, লাজ ভয় দূর, অন্তঃপুর তেয়াগি নারী
পতি পুত্রের সাথী হ'তে চলে স্বদেশ-প্রেমের বহিয়া ঝারি,
মন্দির হ'ল বন্দী-নিলয়, শৃঙ্খলভার পুষ্পহার,—
স্বরাজ-তীর্থ আজ কারাগার, জন্ম-আগার স্বাধীনতার !

বন্দি তোমারে, হে রাজ-বন্দী ! জাতির জীবন-সন্ধিক্ষণে,
বন্ধনভয় ঘুচায়ে সবারে অভয় করিয়া তুলেছো মনে ;

জন্মভূমির প্রেমে যোগী তুমি মাতৃসেবক হে তপোধন,
অসহযোগের যজ্ঞে তোমার সমাহিত কায় বাক্য মন ;
ত্যাগের তিলকে ললাট তোমার সূর্য্যের মত সমুজ্জ্বল,
অস্ত্র তোমার প্রেমের অনল, বীর্য্য তোমার আত্মবল !
তোমার ত্যাগের তূর্য্য বাজায় ধূর্জ্জটী আজ পিনাকটাটে,
নিখিল ভারত বরিয়াছে দেব, তোমারেই তার রাষ্ট্রপাটে ;
স্বরাজের আজ মহা-অধিবাস—কাটে নাগপাশ লক্ষ-শির,
মাতৃপূজার পুরোহিত তুমি,—যজ্ঞেশ্বর যোগ্য বীর !

প্রেমে অনাবিল যে দরাজ দিল্ দেখায়েছ' আজ দেশের কাজে,
তার গরিমার চরম সীমায় মহামানবের মহিমা রাজে !
জাতির গর্ব্ব মান মর্য্যাদা—শিরে ল'য়ে—একা শীর্ষ তুলি,
নির্ভয়ে তুমি দাঁড়ায়েছ বীর, বিঘ্ন বিপদ শঙ্কা ভুলি ;
মূক নির্ব্বাকে মুখর করেছ', মৌন কণ্ঠে দিয়েছ ভাষা,
মৃত্যু-মলিন মৃতদেহে দেছ' মৃত্যুঞ্জয় জীবন আশা !
"ছার কারাগার পরাধীন যার জীবন আধার জন্মভূমি,
স্বদেশ তাহার মহাকারাগার"—এ কথা প্রথম শোনালে তুমি !
কল্পনা তব সতত বৃহৎ, কামনা মহৎ চিত্ত মাঝে,
পরিচয় তার দিলে কতবার জীবনের তব শতেক কাজে !

কাব্যকুঞ্জ কাননে তোমার গাহিয়াছে বীণা 'সাগর-গান'
বঙ্গবাণীর চরণ-পদ্মে দিয়াছ শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান ;
দীনা অসহায়া আশ্রয়হীনা পতি-সুতহারা জননী যত,
অনাথা আতুর আশ্রমে তব আশ্রয় তারা পেয়েছে কত ;
দাক্ষিণ্যের তুমি অবতার, হে চির উদার, অমিত দান—
কত বিপন্ন অভাবগ্রস্তে করেছ' করুণা অপরিমাণ !
হৃত-বৈভব-বল-বাণিজ্য, বিশ্বে যাহারা নিঃস্ব, হীন,
দীন স্বজাতির কল্যাণ তব জাগ্রত হৃদে রাত্রি দিন।

পরের সেবায় সব ঢেলে দিয়ে নিঃস্ব হয়েছো আপনি শেষ
কীর্ত্তি তোমার হে দেশবন্ধু ! গুণ গৌরবে ভ'রেছে দেশ !

মনে পড়ে তব বিপুল প্রয়াস 'অরবিন্দের' রাখিতে মান,
স্বদেশীর যুগে স্বদেশভক্ত বন্দীগণের বাঁচাতে প্রাণ !
মুক্তি-পথের পথিক যাহারা ভাবী-ভারতের তরুণ-মণি
সদা সমাদর করেছ' তাদের নর-নারায়ণ-তুল্য গণি !
ছার সে শিক্ষা—শিক্ষায় যার সার সবাকার ভিক্ষাঝুলি,
মানুষেরে করে অমানুষ যাহে দাস-মনোভাব বাড়ায়ে তুলি,
বিদ্যা নয় সে অবিদ্যা জেনে কায়মনে ছিলে বিরোধী তার ;
পতিতেরে পুন অতীতে ফিরাতে সতত সেধেছ' কর্ণধার !
শিল্পকলার পুনরুদ্ধার, লুপ্ত জ্ঞানের উদ্বোধন—
নিজ সভ্যতা, স্বজাতীয় প্রথা—রক্ষা করিতে ক'রেছ পণ !

'বাংলার কথা' বাঙালী যেদিন শুনিল প্রথম তোমার মুখে
কহিল 'ধন্য, দেশের জন্য বেদনা যে এত বহিছে বুকে' ;
শ্রদ্ধা সে দিন দিল নিবেদিয়া সজ্জন যারা, তোমার পায়,
অবোধ যাহারা দিল পরিহাস ব্যঙ্গচিত্রে পত্রিকায়,
যশ-বিদ্বেষী ভণ্ড যে জন, চেষ্টা সে আজও করিছে কত
তোমার ত্যাগের বিরাট স্তূপকে ধ্বংস করিতে ধূলার মত !
তোমার প্রসাদ-পুষ্ট-কাঙাল—পুড়ে মরে আজ ঈর্ষানলে,
বিদেশীর পায় আত্ম বিকায়, বিবেকবুদ্ধি ভাসায়ে জলে !
অন্তরে ভরা স্বার্থ-গরল, দেশভক্তের মুখোস পরা,
পয়োমুখ যত বিষকুম্ভের কপটতা আজ পড়েছে ধরা !

ছিলে সৌখীন চরম বিলাসী সরমে সকলি ছেড়েছো আজ,
অঙ্গে তোমার গৌরবে শোভে গরিব দেশের শুভ্র সাজ ;
পরকৃতবাস, বিষয়াভিলাষ, বিদেশী আহার-বিহার বিষ,
মাতৃভূমির মঙ্গলে মন মত্ত এখন অহর্নিশ !

দেশ-জননীর পূজার লাগিয়া বরণ করেছ' কঠোর ব্রত,
সব সুখসাধ করি অবসাদ মায়ের সেবায় হ'য়েছ' রত,
তপো-নিষ্ঠার প্রভাবে তাপস করেছ' আপন আত্মজয়,
ক্রম-দীক্ষার শিক্ষা লভিয়া মুক্ত তোমার ভাবনা ভয় ;
বাকি ছিল শুধু কারা-বিভীষিকা—শবসাধনার শ্মশান মাঝে,
বন্দী-বলয়-শৃঙ্খলে হ'ল পূর্ণাভিষেক দেশের কাজে !

জন বরেণ্য, সুকৃতিমন্ত, জন্ম জীবন ধন্য তব,
তোমার পুণ্য প্রভাবে বঙ্গ অর্জ্জিল পুন জন্ম নব !
বর্ব্বরতার গর্ব্বকে আজ খর্ব্ব ক'রেছ' দর্পভরে
দানব শক্তি মানে পরাভব, জয়ী অহিংসা হিংসা-পরে !
তব পদাঙ্ক-সঙ্কেতে দূর ঘোর সঙ্কটে শঙ্কা আজ,
আসন তোমার সবার উচ্চে তুলিয়া ধরেছে তোমার কাজ !
চিত্ত তোমার সত্যাগ্রহ মহাসাধনায় সিদ্ধকাম,
দেশভক্তের ইতিহাসে রবে স্বর্ণাক্ষরে তোমার নাম !
নমঃ নমঃ নমঃ পুরুষোত্তম স্বাধীন-সোহং স্বরাট্ তুমি,
সার্থক আজ স্বদেশ তোমার—সার্থক আজ মাতৃভূমি !



বন্ধুহারা

বন্ধু গো, আজ তোমার কথাই সবার মনে জাগে !
তোমার অভাব বিপুল ব্যথায় বক্ষে যেন শেলের মত লাগে।
এই তো সে-দিন ঘুচিয়ে দিয়ে দুর্ব্বলেদের সকল বিসম্বাদ
পদ্মা তীরে মুখর হ'য়ে উঠল তোমার হেঁকে—অভয় সিংহনাদ,
আজ মনে হয় কোথায় ? ওগো—কত যুগের পার—
হারিয়ে গেছে সে ধ্বনি হায়,—শুন্‌বে না কেউ আর !
সৌম্য, শান্ত, স্নিগ্ধ, সতেজ, সেই যে মূর্ত্তিখানি,
পার্‌তো না যা টলিয়ে দিতে নিন্দা সুযশ স্তুতি, অখ্যাতি বা গ্লানি ;
সেই যে তোমার দীপ্ত মুখের শিষ্ট সরল হাসি,
দেশের প্রতি সেই যে প্রীতি – অপ্রমেয়—উগ্র—অবিনাশী,
জাতির অসাড় জীবন-বীণায় দীপক-রাগে সেই যে নূতন তান
শিকল-ভাঙার গান,
শুন্‌তে বোধ হয় পাবো না আর হাজার বছর ধ'রে !
হায় গো বন্ধু, হঠাৎ এমন ক'রে
পালিয়ে যাবে তুমি
ভাসিয়ে দিয়ে প্রাণের অধিক তোমার জন্মভূমি,
স্বপ্নে কভু ভাবি নি কেউ সেটা !
বিনা মেঘের বজ্রসম এটা
বেজেছে আজ সবার বুকে তাই ;
তুমি যে আজ নাই—
এ কথা হায় মানতে না চায় মন,
তাই ত' অনুক্ষণ,

কান পেতে সব ব'সে আছি দীর্ঘ পথের এই সীমানার পাশে,
তোমার পায়ের শব্দ পাবার আশে
সজাগ হ'য়েই থাক্‌বো দিবা-নিশি।
ওগো স্বরাট ঋষি!
হিমালয়ের শৈল-গুহায় কোন্ সাধনায় মাতলে অভিনব,
সিদ্ধ বুঝি এ জীবনের তপস্যা আজ তব,
মুক্তি এল মরণ-রথে জীবন-পথে নেমে,
অধীনতার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিতে প্রেমে!
তোমার বিরাট—শ্মশান-প্রবেশ—চিতার ধূমে অগ্নি-শিখার সনে
কৃষ্ণ-মেঘের বক্ষে যেন ক্ষণপ্রভার মতো বহ্নি-আলিম্পনে
এই কথাটাই লিখলে সে-দিন লক্ষ লোকের দুঃখ-বিভল মনে-—
মরে নি এই দেশটা আজও, মরে নি এই জাত,
ডাক শুনেছে তোমার জনে জনে!

* * *

সজল হ'য়ে উঠেছে ওই আষাঢ়ের আজ আঁখি,
মেঘ ওঠে গো গুরু গুরু গভীর ব্যথায় কাতর হ'য়ে ডাকি,
বর্ষারাণী বিরহিনীর অঝোরে হায় ঝরে নয়ন ধারা
আছ্‌ড়ে যেন পড়্‌ছে সে আজ পাগলিনীর পারা!
ব্যাকুল হ'য়ে উড়্‌ছে বালার এলো-মেলো মেঘ্‌লা কালো চুল
সিক্ত সাড়ীর সবুজ আঁচল, চখের জলে মরি,
ভূমে লুটায় ছিন্ন মালার ফুল!
ভিজে শীতল পূবের হাওয়ায় শিউরে ওঠে নীপ,
আঁধার আকাশ দুঃসময়ে নিভিয়ে দেছে তার
নীল চাঁদোয়ার লক্ষ তারার দীপ;
কাতর হ'য়ে উঠছে শোনো কেকা,
ঝাপ্‌সা হ'য়ে আস্‌ছে চ'খে আজ কেবলই যেন, দিগন্তের ওই রেখা,

কেতকী হায় গুম্‌রে কাঁদে লুকিয়ে নিবিড় বনে
মর্ম্মভেদী তোমার ব্যথাই কোকিয়ে ওঠে যেন সর্ব্বজনের মনে।

*　　　*　　　*

মৃত্যু-জেতা বন্ধু দেশের, ওগো মহান্ স্বাধীনতার কবি,
আচম্বিতে বিদায় তব হতাশ্বাসে হায়, ছায় বুঝি আজ ভবিষ্যতের ছবি!
তুমিই শুধু নিজের তেজে জাতটা তোমার একা,
তুল্‌ছিলে যে সকল বাধা ঠেলে,
আচমকা তোমায় এমন বিষম অসময়ে, হঠাৎ হারিয়ে ফেলে
কী অসহায় অনাথ হয়েই পড়ল' এ দেশ আজ ;
হে নির্ভীক শ্রেষ্ঠ পুরুষ, সর্ব্বলোকের হৃদয়-অধিরাজ,
কে চালাবে আজকে মোদের লক্ষ্য-পথে যত্নে দু'হাত ধরি ?
কে বাঁচাবে এমন ক'রে আগলে নিয়ে বুকে, সকল দিকে নিজেই শুধু মরি ?
হায় বন্ধু, মুছবে না ত' এ বেদনার দাগ, এ আঘাতের চিরস্থায়ী ক্ষত ;
তীব্র ব্যথার অনুভূতি বক্ষ সবার চিরে যুগে যুগেই জাগবে অবিরত!
আজকে মনে পড়ছে বারম্বার,
তোমার জীবন-কথার সাথে অসাধারণ শক্তি প্রতিভার
সত্য যেটা—ন্যায্য যেটা—মান্‌তো কেবল সেটাই তোমার প্রাণ,
নবযুগের ওগো তাপস, দৃপ্ত সত্যবান!
তোমার হাতের ন্যায়ের তরবার
কঠোর হ'য়েই পড়তো এসে, মিথ্যা যেথা ছদ্মবেশে ক'রতো অত্যাচার!
হায় বন্ধু, যে দেশ দারুণ দুর্ব্বলতার দাস
তোমার মত মানুষ তারা হারায় যদি এই অকালে—তেমন সর্ব্বনাশ
হয় না বুঝি আর কিছুতে কারও—!
তোমার অভাব তাই ত' বাজে আরও
সারা দেশের বুকে ;
খুইয়ে তাদের 'পরশ-পাথর' 'সোনার কাঠি' আজ
জাতটা গোটাই মুস্‌ড়ে গেছে দুখে!

স্বপ্ন-মাতা

আচ্ছা নোতুন দিদি,
এতো ক'রে দিলেন যদি বিধি
কোলে একটি ছেলে
কেমন ক'য়ে বাছাকে ভাই ফেলে
একলাটি এই ঘরে
মেঝের ওপর বিছানো এই ছেঁড়া কাঁথার 'পরে
ঘুরে বেড়াস্ এদিক সেদিক শুনি ?
সাধ যায় না ঘুমন্ত এই চাঁদকে বুকে নিয়ে
রেশম পশম ক্রুশের কাঠি রঙীণ স্থতো দিয়ে
খোকার জন্যে একটা কিছু বুনি ?
অবাক আমি কাণ্ড তাদের দেখে !
কেমন করে এমন ছেলে একলা ফেলে রেখে
অন্য কাজে পারিস্ যেতে চলে ?
আমার খোকা হোলে
দেখিস্ আমি রাখ্বো তাকে
সদাই কোলে কোলে !
হয় হোক্ সে বোঁচা খাঁদা
কিম্বা কালো গোব্দা হাঁদা
দুষ্টপনা মাথানো তার থাক্না যতই মুখে—
তবু আমি তাকেই নিয়ে থাক্বো দেখিস্ স্থখে !
তাই-তাই-তাই শেখাবো আর হাঁটি-হাঁটি পা'
চাঁদকে ডেকে বোল্বো—ও চাঁদ টিপ দিয়ে যা—

আমার কাছে শিখ্‌বে হাবা
মা-মা-তা-তা-দা-দা-বা-বা !
আধো আধো মিষ্টি বুলি বুলবুলি সে বল্‌বে কত
ময়না শালিক তোতা পাখী, শুক সারি আর টি'য়ের মতো !

পাড়া-পড়শী হয়তো দিদি বল্‌বে এ সব পাগ্‌লামী—
তবু কিন্তু একলা দেখিস্‌ আমি
তারি সঙ্গে ব'সে ব'সে তার ভাষাতেই কথা কবো !
তাই বলে কি ছেলের আমি কেবল মা'টি হ'য়েই রবো ?

সাঁঝ সকালে দুপুর বেলা
খোকার ছোট্ট বোনের মতো
সঙ্গে যে তার ক'র্‌বো খেলা,
আমি খোকার বন্ধু হবো,
আমি হবো খোকার সাথী
করবো কত ছুটোপাটি
ঝগ্‌ড়া ঝাটি
মাতামাতি !

খোকার একটু অসুখ হ'লে সব কিছু কাজ ফেলে রেখে
নড়্‌বনা আর একটিবারও
খোকার মাথার শিয়র থেকে ;
দিবারাত্রি থাক্‌বো নিয়ে, থাকবো সদাই কাছে কাছে
ডেকে যদি না পায় বাছা ! কষ্ট কিছু হয় বা পাছে !

বলো তো ভাই, রোগা ছেলে মা ছাড়া কি থাকে ?
তাই ত' আমি নিজের হাতে নাইয়ে দেবো তাকে
খাইয়ে দেবো নিজে,
তার জন্যে কোমর বেঁধে রাঁধবো দেখিস্‌ রোজ, কত রকম কী যে !



বুকের ওপর আঁকড়ে, দেবো
চাঁদমুখে তার হাজার চুমো
শুইয়ে তাকে পাশটিতে মোর
বোল্‌বো যাদু ঘুমো-ঘুমো !

আমার ছেলে এমনি ক'রে
কর্‌বো মানুষ হাতে ধ'রে
গড়্‌বো তাকে তিলে-তিলে নিজের মনের মতো ;—
টিনের বাঁশী চিনের পুতুল আন্‌বো কিনে রোজ
খেল্‌না আছে যতো !

কাঠের ঘোঁড়া চোড়্‌বে খোকা
হাট্‌ হাট্‌ হাট্‌ হাঁকবে বোকা
ঘুম যাবেনা কিছুতে সে না পেলে তার পুতুল বাঁশী
হায় মান্‌বে বারে বারেই ঘুম পাড়ানী পিসী মাসি !

দুধ খেতে সে করবে লড়াই,
যা কিছু তার বাড়বে বড়াই
ঝিনুকখানি দিতে গেলেই ফুলেরকুঁড়ি-মুখে ;
অথচ রোজ স্নানের জলে নির্ব্বিকারে বাবু
চুমুক দেবেন সুখে !

নিত্যি তাকে সাজিয়ে দিয়ে
বেড়াই যদি কোলে নিয়ে
তিন মিনিটের বেশী তবু থাক্‌বে না সে পরিষ্কার ;
শৈশবে যে সব শিশুদের ধুলো-কাদাই অলঙ্কার !
আমার মণি আমার মাণিক
চোখের আড়াল হ'লে খানিক—
উৎকণ্ঠায় আকুল হ'য়ে উঠ্‌বে দেহ মন ;

কেন কেন—কান্না কেন—এই যে যাদুমণি,
এই যে আমি ধন!
ষাট্ ষাট্ ষাট্!—বাছা আমার!
আহা দিদি তুই কি চামার?
দেখ্ দিখিনি ক্ষিধেয় বাছার পেটের ভিতর যেন
সেঁধিয়ে আছে পেট!
তোর জন্যেই হোলো আমার খোকার কাছে এই
মাথাটি আজ হেঁট;
কি জানে বল্ কচি ছেলে
ক্ষিধের সময় দুধ না পেলে,
রাগ তো এমন সবার হ'য়েই থাকে!
এরা কি আর খাতির কারুর রাখে?
মায়ের মেনু মনে ক'রে চক্‌চকিয়ে টান্‌লে বাছা কত,
গলাটুকু ভিজিয়ে নেবার মতো
দু'টি বোঁটায় একটি ফোঁটাও পায়নি যাদু মোর,
তাইত' হঠাৎ ভাঙ্‌লো ঘুমের ঘোর;
ছোট্ট ক্ষুধে দুধে দাঁতের, এমনি কামড়
বসিয়ে দিলে বুকে—
তাতে কিন্তু ব্যথার চেয়ে সুখে
হৃদয় আমার উদ্বেলিত আজ!
শুধু একটা অপূর্ণতার লাজ
কাঁটার মতো বিঁধ্‌ছে আমায় দিদি!
বল্‌না কবে আমার কোলেও আস্‌বে এমন ভাই,
বুক-জুড়ানো-নিধি?



অনাহূতা

মৃগবধে বনে গেছে বহুদিন নৃপতি শঙ্খচূড়,
সঙ্গে কুমার পুরুবিক্রম ব্যসন-নিপুণ শূর,
বর্ষ অতীত, বরষা আবার আসিছে আকাশ ঘিরে,
পিতা কি পুত্র আজিও কেহই গৃহে আসে নাই ফিরে,
শঙ্কিতা রাণী বসি বাতায়নে পথপানে মেলি আঁখি
পুত্র পতির চিন্তা-অধীর-শির করতলে রাখি,
অশ্ব-নখর খর-ধ্বনি শুনি দুর্গ-প্রাকার পারে
আকুল রাণীর অন্তরখানি চমকিছে বারে বারে!

বসিয়া পার্শ্বে কন্যা বিশাখা বিষণ্ণা মনোদুখে,
দুর্ভাবনার দুরন্ত ছায়া বিম্বিত চারুমুখে,
আশা আশঙ্কা অন্তরে তার উত্থিত অবিরত
তবু জননীরে দিতেছে প্রবোধ কেবলি সে কতমত,
দূরে অনাহূতা বেদনা-ব্যথিতা আশ্রিতা এক মেয়ে
দাঁড়ায়ে নীরবে চিত্রার্পিতা দিগন্তপানে চেয়ে,
গত বরষার বর্ষণ-শেষে এসেছে সে এই খানে
দুর্ভাগ্যের দুর্দ্দিনে এক, নিয়তির কোন্ টানে ;

রাণীর আদেশে দেশে দেশে আজ ছুটিয়াছে অনুচর
কুমার নৃপের সমাচার তারা খুঁজে ফিরে ঘর ঘর,
বাহিনী-চালক সংগ্রামজিৎ অসংখ্য সেনা ল'য়ে
অরণ্য পথে অতি দ্রুত রথে গিয়াছে ব্যাকুল হ'য়ে

প্রত্যাগমের সময় অতীত ফেরে নাই তারা কেহ,
চিন্তিত অতি বিহারভদ্র মন্ত্রী বিলোল-দেহ
রাজ-দরবার আসীন আবার সচিবের আহ্বানে
স্থির করিবারে উপায় চিন্তা, বিপদের সমাধানে ;

সমবেত যত সভাসদ্ সবে মন্ত্রণা-পরিষদে
উদ্বেগ-রেখা অঙ্কিত মুখে, শঙ্কিত জনপদে
চম্পাগড়ের শুভাশুভ ভাবি উতলা সবার মন
কূটিল তর্ক বাদ-অনুবাদ করিবারে অকারণ
নহে যেন রাজি কেহ আর আজি, অন্তর বিহ্বল
স্তব্ধ নীরব গম্ভীর সব, উৎসুক সভাতল ;
কৃষ্ণ ভাবনা আঁধার ললাটে সবার উঠেছে ফুটি,
হেনকালে সেথা সংগ্রামজিৎ সহসা আসিল ছুটি !

ঘন-নিঃশ্বাসে কাঁপে হৃদিবাস, কম্পিত কলেবর
ললাটে গণ্ডে স্বেদ-রেখা লেখা, কণ্ঠে না ভাষে স্বর
সহেনা ধৈর্য্য সভাসদ্ সবে শুধাল' সমস্বরে
'সংবাদ কিবা কহ সেনাপতি, বিশ্রাম নিও পরে'
সংগ্রামজিৎ কুশল বার্ত্তা জানাইল নতশিরে,
দিল সমাচার নৃপতি কুমার শীঘ্র আসিছে ফিরে
উল্লাসে সভা উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিল নৃপের জয়
হর্ষ তুফান মঙ্গল গান উঠিল রাজ্যময়,

আসিল ছুটিয়া বৃদ্ধমন্ত্রী হরষে বিবশ হ'য়ে
মহিষীর পাশে পুত্র পতির কুশল-বার্ত্তা লয়ে
রাণী যশোমতী পুলকিতা অতি খুলিয়া কণ্ঠহার
বিহারভদ্র-মন্ত্রীচরণে ভেটিলা পুরস্কার

ভূমি চুম্বিয়া যেমনি মন্ত্রী লইবে রাণীর দান
সহসা নিকটে আসি অনাহূতা সুখ-শঙ্কিতা প্রাণ,
কহিল "মন্ত্রি, সংবাদ শুধু নহে ত' প্রবোধ তব?"
নয়নে তাহার ব্যাকুল চাহনি, কাতরতা অভিনব!

প্রশ্ন শুনিয়া বিস্মিত অতি, মন্ত্রী বাক্যহীন,
বালিকার পানে সোৎসুকে তাঁর ফিরিল দৃষ্টি ক্ষীণ,
অপরূপ রূপ—অঙ্গে অঙ্গে অরুণ কিরণ মাখি
তরুণ প্রভাতে যেন কি লীলাতে কমল মেলিছে আঁখি!
নব যৌবন-যাদু-পরশনে জাগিয়া উঠিছে কায়া
কুসুম-কোমল কিশোরীর দেহে দীপ্ত নারীর ছায়া,
বিহ্বল হেরি বৃদ্ধ মন্ত্রী অপরিচিতার মুখ,
সন্তানহীন অন্তরে তার অনুভূত একি সুখ!

কি যেন অসীম স্নেহের স্পর্শ গভীর নিবিড়তম
দিল আলোড়িয়া চিত্ত তাহার তড়িৎ-প্রবাহ সম
কহিল মন্ত্রী, কম্পিত তার শীর্ণ বিলোল কর
বার বার কত বুলাইয়া ধীরে বালিকার শির 'পর
"সত্য মা তাঁরা কুশলে আছেন, ঘটেনি বিপদ লেশ
ত্বরা আসিবেন রাজ্যে ফিরিয়া মৃগয়া করিয়া শেষ;
কিন্তু জননী, প্রাসাদে তোমারে দেখিনিত কভু আর
আমার অচেনা আত্মীয় কেহ রাজকুলে থাকা ভার

কোন্ রাজ্যের নয়নের মণি পরেছ 'মা দীন-সাজ
কোন্ গোলোকের আলোক নিভায়ে হেথায় এসেছ' আজ?
শ্রীমুখে তোমার রাণীর মহিমা রয়েছে মা উদ্ভাসি—!"
রাজ্ঞী হেরিয়া সচিবের ভাব কহিলেন মৃদু হাসি

"ওযে অনাহূতা, ভুলিয়া গেলেন সেবার মৃগয়া হ'তে
ফিরিবার কালে নৃপতি উহারে কুড়ায়ে পেলেন পথে
জলধি-মগ্ন তরণী হইতে কুমার বাঁচায়ে ওরে
বহু অনুনয়ে ভুলাইয়া কত হেথায় এনেছে ধ'রে!"

শুনিয়া মন্ত্রী বিচলিত অতি, ললাটে চিন্তা-রেখা,
অসীম আকুল আগ্রহ যেন নয়নে রয়েছে লেখা,
শুধাইল ধীরে পরিচয় তারে "বল মাগো কেবা তুমি,
জনক জননী কে ছিল তোমার, কোথা মা জন্মভূমি?"
প্রশ্ন শুনিয়া চমকিত বালা, চাহি ধীরে ভূমিতলে
কহিল বিনয়ে "আমি অনাথিনী!" উদ্গত আঁখি জলে,
সঞ্চালি শির বিজ্ঞ মন্ত্রী কহিল "মা, সে কি কথা?
এ হেন রত্ন কৌস্তুভ-মণি মেলে না ত' যথা-তথা!

নিঃশ্বাস ফেলি কহিল বালিকা "পরিচয়ে কিবা কাজ!
বিজয়ভদ্র জনক আমার শ্রীকণ্ঠপুর-রাজ।"
শিহরি মন্ত্রী কহিল "বিজয়! শ্রীকণ্ঠপুরে ধাম!
ছিল কি মা কেহ পিতামহ তব সুগতভদ্র নাম?"
চিরপরিচিত পিতামহ নাম অপরিচিতের মুখে
শুনিয়া বালিকা বিস্মিতা অতি, চাহিল সকৌতুকে,
সম্মুখে সেই স্নেহময় রূপ সহসা উঠিল ভাসি
"তিনিই আমার পিতামহ বটে," কহিল সে মৃদু হাসি।

বাহু প্রসারিয়া লইল বক্ষে মন্ত্রী বালিকাটিরে
কণ্ঠে জড়িত কম্পিত স্বর, চুম্বি ললাট ধীরে
কহিল মন্ত্রী "সুগতভদ্র আমার জ্যেষ্ঠ ভাই
তুই'রে আমার স্নেহের পৌত্রী, মোর আর কেহ নাই

আত্মীয়-হীন বৃদ্ধ হেরিয়া করুণা করেছে বিধি
পুত্র বিজয় ভাতিজা আমার আছে তো কুশলে দিদি ?”
নীরবে বালিকা নোয়াইল শির, নয়নে অশ্রুধারা
“পিতা মোর নাই।” অতি ধীরে ধীরে কহিল পাগল পারা !

“সেকি মা, বিজয় নাহিক জীবিত ! তবে পিতামহ তোর—?”
“উর্ম্মি কবলে গিয়াছেন চলি ছিঁড়িয়া সকল ডোর !
শত্রু আসিয়া রাজ্য মোদের করিল আক্রমণ
যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দিল পিতা, মরিল সৈন্যগণ
গভীর নিশীথে পিতামহ মোরে তুলিয়া শয্যা হ’তে,
রাজ্য ত্যজিয়া আসিতেছিলেন চম্পা নদীর পথে,
উঠিল ঝঞ্চা উদ্দাম স্রোতে মগ্ন হইল তরী,
কুমার সেদিন বাঁচাইল মোরে জীবন তুচ্ছ ক’রি !”

অশ্রু মুছিয়া কহিল বৃদ্ধ, শোকবিহ্বল ভাষে
আমি অভাগ্য আছি শুধু বেঁচে, আয় দিদি মোর পাশে,
সে আজিকে হোল’ গত কতকাল ক্রোধে ক্ষোভে অভিমানে
রাজ্য ত্যজিয়া যেদিন প্রথম এসেছিনু এইখানে
তখন আমার যৌবনস্রোত উচ্ছল দেহ-নদে
ছিনু উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল অবাধ্য প্রতি পদে
একদা জ্যেষ্ঠ অসহ্য বোধে করিল তিরস্কার
না বুঝিয়া সেই স্নেহের তাড়না ছেড়েছিনু গৃহদ্বার
সেই হতে আছি গোপনে হেথায় ফিরিনি কখনো দেশে
কে জানিত ভাই, জীবনের সাঁঝে দেখা দেবে তুমি এসে ?
বিজয় আমার বংশতিলক, নন্দিনী তুই তার,
আয় দিদি আয়, আমার আলয়ে, সে যে তোরই অধিকার—”

*   *   *   *

হেনকালে ঘন বাজিল তূর্য্য উঠিল শৃঙ্গ-রব
পশিল শ্রবণে রাজ বন্দনা, শুভদা দেবীর স্তব ;
ছুটিল বিশাখা নৃপ-নন্দিনী বন্দিতে রাজপদ
চলে সারি সারি যত পুরনারী প্রফুল্ল কোকনদ
ফুল কুঙ্কুম লাজ অঞ্জলি অভ্র আবীর মণি
বরষিছে তারা, বাজায়ে শঙ্খ, দিতেছে হুলুধ্বনি
তোরণে তোরণে বিজয় রাগিণী নহবতে উঠে বাজি
চম্পাগড়ের যতেক সৈন্য সজ্জিত পথে আজি

প্রবেশিল পুরে কুমার নৃপতি অশ্ব হইতে নামি
গগন ভেদিয়া উঠে "জয় ! জয় ! চম্পাগড়ের স্বামী !"
মহাসম্ভ্রমে নমিল মন্ত্রী ; শুভ অভিনন্দনে,
রঞ্জিল রাণী উভয়ের ভাল সুগন্ধ চন্দনে,
দিল দুলাইয়া গলে ফুলমালা বিশাখা ও অনাহূতা
শুধাল' কুমার, "ভাল তো বিশাখা ? কিগো বারি-সম্ভূতা ?"
বর্ম্ম চর্ম্মে সজ্জিত দেহ দোঁহারই ব্যসন বেশ
প্রফুল্লমুখ অবসাদহীন, নাহিক শ্রান্তিলেশ

নৃপতি সবার কুশল যাচিয়া আঘ্রাণ করি কেশ
স্নেহ-চুম্বনে প্রীত করি সবে, সচিবে পুছিল শেষ
"মহিষীর পাশে মন্ত্রীর আজ কি আশে হয়েছে আসা ?"
কহিল বৃদ্ধ সুরসিক অতি, রস-রঞ্জিত ভাষা !
"এসেছিনু প্রভু চম্পার দু'টি হারাণো রতনতরে
পেয়েছি কিন্তু পৌত্রী কুড়ায়ে আজি আপনার ঘরে
এই যে বালিকা ল'য়ে রূপ-শিখা বিকশিছে যৌবনে,
বরিতে বৃদ্ধ বিহারভদ্রে ব্যাকুলা সে মনে মনে !

গোপন করিয়া পরিচয় বালা প্রাসাদে করিছে বাস
চম্পাগড়ের মন্ত্রী-পত্নী হইবারে অভিলাষ !
আহা অনাহূতা ; লজ্জা কি এতে ? ওকি ! কেন মুখ ঢাকো,
সত্য কথাটা বলিয়া রাজারে দু'জনার মান রাখো !"

"পৌত্রী তোমার এই অনাহূতা ?" বিস্মিত রাজা কহে,
সভয়ে কুমার কহে "না-না পিতা এ—সে অনাহূতা নহে !"
শুনি সবিনয়ে জানাইল ধীরে মন্ত্রী যুক্তপাণি
"এই অনাহূতা পৌত্রী আমার এই পরিচয় জানি ;
ধন্য কুমার, সাহস তোমার, জীবন তুচ্ছ করি
বাঁচাইলে যারে অকূল পাথারে হেরিয়া মগ্ন তরী !
রাজন্, তোমারে দীন এই জন করিছে আশীর্ব্বাদ
আশ্রয় প্রভু দিয়াছিলে, তব পূরিবে মনের সাধ !"

হরষ পুলকে সরস পরাণ কহিল চম্পারাজ
"অনাহূতা, তব আত্মীয়-লাভে সুখী হইলাম আজ,
কিন্তু জননী, দুঃখ—তোমায় নিকটে পাবোনা আর—"
রাজ্ঞী কহিল "বৃদ্ধ তোমারে করিবে কণ্ঠহার !"
শুধাল 'বিশাখা "সত্য কি সই, আমারে ফেলিয়া একা
মন্ত্রী-পুরীতে চলে যাবি আর হবে না দুজনে দেখা ?"
বিচ্ছেদ-ভয়ে ভীতা অনাহূতা, ব্যথা বেজে উঠে মনে,
পুরুবিক্রম সাদরে তাহারে লয়ে গেল এক কোনে

অতি আগ্রহে ধরি দু'টি কর কুমার কহিল দুখে
মর্ম্ম দহিয়া গুরু নিঃশ্বাস গুমরি উঠিছে বুকে
"ওগো অনাহূতা, জীবন দয়িতা ! সত্য কি যাবে চলি,
লভি আত্মীয় নব গৌরবে অন্তর মম দলি ?"

বিজ্ঞ মন্ত্রী বক্র নয়নে দেখে চেয়ে মিটি মিটি
দু'জনার চোখে উঠেছে ফুটিয়া বিহ্বল প্রেম-দিঠি!
ঈষৎ হাসিয়া কহিল মন্ত্রী "মহারাণী, জানো কি মা
নাত্নীর সনে কুমারের কেন কথার নাহিক সীমা?"

প্রশ্ন শুনিয়া সরমে রাঙিয়া নত হ'লো দুটি মুখ
সে দুটি মুখের নীরব ভাষায় মন্ত্রীর মহাসুখ,
রাজ-নন্দিনী কুমারী বিশাখা লুটায়ে পড়িল হাসি
কহিল "আর্য্য, বলি শোনো কাণে ওদের কথার রাশি;"

*　　*　　*　　*

উচ্চ হাসিয়া ঘন শির নাড়ি বৃদ্ধ কহিল "বটে!
কতক সত্য মিলে যায় ঠিক লোকমুখে যাহা রটে,
নাত্নী আমার বেছে নিয়েছে যে দেশের শ্রেষ্ঠ বর;—
আমায় ত' আর মনে ধরিবে না, আমি বুড়া ছিনু পর!
"তা—বেশ বেশ! কি বলেন প্রভু, দেন যদি অনুমতি
পুত্র বধূরে সজ্জিত করি পাঠাইগে দ্রুত গতি!"
সচিবের কথা শুনিয়া রাজন—ক্ষণেক ভাবিয়া পরে,
কহিল "মন্ত্রী, এ আশা কোরনা" দৃঢ় গম্ভীর স্বরে।

শিহরিল শুনি প্রণয়ী যুগল, বিবর্ণ হ'ল মুখ
কাঁদিয়া উঠিল দু'টি হৃদয়ের কল্পিত শত সুখ!
কহিতে লাগিল নৃপতি "ইহাতে রহিয়াছে বহু বাধা
যা হবার নয় তারই তরে তব উচিত নহেক সাধা।"
রাজ্ঞী কহিল "কেন মহারাজ, গুণবতী অনাহূতা
রূপ সম্পদে সুন্দরী বালা নহে কোনও হীন সুতা"
বাধা দিয়া নৃপ কহিল "মহিষী, করিও না অনুরোধ
কুল-গৌরব করিব কি হীন? নাহি তব কোনো বোধ!

বিহারভদ্র অমাত্য মোর তাহার পৌত্রী সনে
পরিণীত হবে পুত্র তোমার ? ভেবে দেখ মনে মনে ;
পুরুবিক্রম যুবরাজ আজ চম্পার ভাবী পতি
রাণী হবে তার যে কোনও কুমারী, যোগ্য তা নহে সতী।”
কুণ্ঠিতা রাণী, কহে “মহারাজ, কহিও না হেন বাণী,
এই অনাহূতা রাজার দুহিতা একথা যে আমি জানি”
হাসিয়া ভূপতি কহিল “বলকি, কেমনে জানিলে রাণী ?
হবে অনাহূতা কোনও রাজসুতা কহিছ কি অনুমানি ?”

“সেকি মহারাজ !” কহিল রাজ্ঞী, “বিজয়ভদ্র নাম
শোনোনি কি প্রভু কোনও দিন কভু, শ্রীকণ্ঠপুরে ধাম ?”
কহিল নৃপতি “প্রশ্ন কি হেতু ? তুমি ভাল জানো সতী
শ্রীকণ্ঠরাজ বিজয় আমার ছিলেন মিত্র অতি !”
সহাস্যে রাণী বালিকারে আনি কহিলেন “দেখ চেয়ে
শ্রীকণ্ঠ-রাজনন্দিনী এই অযোগ্যা নহে মেয়ে ;
চরণ-পদ্মে আঁকা শতদল, কমল নয়নে মধু—
করপল্লবে কল্যাণ-রেখা—এইত পুত্র-বধূ !”—

বিস্মিত রাজা কহে “মহারাণী নহেত এ পরিহাস,
সত্যকি এই বিজয় দুহিতা হেথা করিতেছে বাস ?
তাইকি কুমার মৃগয়ার শেষে গিয়াছিল দেশে তার !”
উৎসুক রাজা সত্য শুনিতে জিজ্ঞাসে বার বার।
বিহারভদ্র বৃদ্ধমন্ত্রী তুলি ধীরে লোলশির
কহিল “রাজন, সত্য মিথ্যা কাজ কি করিয়া স্থির,
ভদ্রাত্মজা পৌত্রী আমার নহে মর্য্যাদা-হীন,
সুপাত্র বহু মিলিবে উহার যাচিব যে কোনও দিন,

শ্রীকণ্ঠরাজ-বংশ-প্রদীপ, অনাথিনী বটে আজ,
তবু আমি জানি লবে ওর পাণি বহু গুণী মহারাজ !”

শুনি ছুটি এল মন্ত্রী সকাশে কুমার উত্তেজিত,
কহিল "আর্য্য! শোনো তবে বলি, মোরা দোঁহে পরিণীত!
একদা আপনি দেবী অনাহূতা করেছে অঙ্গীকার
বাহুবলে যদি উদ্ধার করি পিতৃরাজ্য তার
তবে সে আমারে সঁপিবে জীবন প্রিয়া হবে ভালোবাসি,
চেয়ে দেখ এই আসিয়াছি আজ শত্রু তাহার নাশি!"

নিমেষে কুমার মুক্ত করিল কটি হ'তে তরবার
ঝলসিল করে রুধির-রক্ত কৃপাণ তীক্ষ্ণধার,
প্রসারিয়া অসি কুমার কহিল "অনাহূতা দেখ চেয়ে
তব শত্রুর তপ্ত রক্তে, এ অসি এসেছে নেয়ে!
বিলম্ব তাই মৃগয়া হইতে রাজ্যে ফিরিতে আজ,
এসেছি হে দেবী, সমাপ্ত করি তোমার সকল কাজ,
সাক্ষী জনক, দেখে এসো সতী শ্রীকণ্ঠপুর মাঝে,
দুর্গ-শিখরে প্রাসাদ-চূড়ায় তব-জয়কেতু রাজে!
পুনরুদ্ধার করিয়াছি আজি তোমার মাতৃভূমি,
শপথ তোমার ওগো অনাহূতা, এইবার রাখ তুমি!"
বেপথু বালিকা লুটায়ে চরণে আবেগে কহিল "স্বামী,
তুমি প্রভু মম, ওগো প্রিয়তম—সেবিকা যে তব আমি!"

উচ্চহাস্যে বৃদ্ধ কণ্ঠ উথলি উঠিল ভরি
সঘনে বিশাখা দিল হুলু রব কক্ষ পূর্ণ করি
কহিল নৃপতি রোমাঞ্চকায়, "রাণি, আর বাধা নাই,
মঙ্গলময় বিধির বিধান—পূর্ণ হউক তাই,
শুনগো মন্ত্রী, রাজ্যে আমার ঘোষণা করগে আজ
পূর্ণিমা রাতে, পরিণীত হবে চম্পার যুবরাজ;
পত্র পুষ্পে সাজাও নগরী, দরিদ্রে দাও দান,
মহা উৎসবে উঠুক মাতিয়া চম্পাগড়ের প্রাণ!

প্রসূতি

সে একটা কিসের ছুটীর দিনে,
ঘরে ঘরে ঘড়ীর ঘণ্টা ঘা দিয়েছে যখন সবে তিনে,
তোফা একটি নিদ্রা সেরে উঠে দেখ্‌লেম চেয়ে
আমার স্নেহের সুধারাণী আদরিণী মেয়ে,
ব'সে আছে পায়ের কাছে নত সজল চ'খে, মুখটি ক'রে ভার!
ভাব্‌লেম আমি, হয়ত' সুধা মার খেয়েছে আজ মায়ের কাছে তার
ব্যস্ত হ'য়ে জান্‌তে চাইলেম "কি হয়েছে মা?—
ঠোঁট দু'খানি ফুলিয়ে তুলে বল্‌লে মেয়ে চুপি-চুপি,
কাল থেকে সে পায়নি খেতে চা,
মা ব'কেছে, ব'লেছে যে "খুন কর্ব্ব; চা যে দিনে খাবে—
মেয়ে মানুষের নেশা কিসের? ধেড়ে মেয়ে তুমি,—
আজ বাদে কাল শ্বশুর-বাড়ী যাবে?"
ব'লতে ব'লতে ফুঁপিয়ে উঠ্‌লো অভিমানী মেয়ে,—
টপ্‌-টপিয়ে জলের ফোঁটা শিশির-বিন্দু যেন, পড়ল' ঝ'রে
ফুলের মতো গণ্ডদু'টি বেয়ে!
আদর ক'রে টেনে নিয়ে কোলের কাছে তাকে,
বল্‌লেম আমি "খুব ক'রে আজ বোক্‌বো তোমার মাকে",
কোঁচার খুঁটে যত্ন ক'রে মুছিয়ে দিলেম চোখ,
অম্‌নি মেয়ে ভুলে গিয়ে সকল দুঃখ শোক
অশ্রু-সজল স্নিগ্ধ চ'খেই—মুগ্ধ মধুর হেসে,
বক্‌-বকিয়ে বল্‌তে লাগল কাণের কাছে ঘেঁসে—

"মা বলেছে বড় হ'য়েছি, দেখায় না আর ভাল,
যখন তখন এমন ক'রে বাইরে ছুটে যাওয়া,
হ'তে হবে এখন আমায় শান্ত-নম্র-ধীর, ছাড়তে হবে বেয়াড়া সব
বিবিয়ানার হাওয়া!"
পরিচিত পায়ের শব্দ এমন সময় বারান্দাতে যেমন গেল শোনা,
অমনি খুকির এক-নিমেষে শুকিয়ে গেলো মুখ, বন্ধ হ'ল সকল আলোচনা,
এদিক-ওদিক তাকিয়ে দু'দিক তাড়াতাড়ি উঠে,
পাশের একটা দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল-ছুটে!

(২)

ঘরে ঢুকে সুলোচনা পশম-বোনা আসনখানা বিছিয়ে দিল ভুঁয়ে;
তখনও তার নারীর গরব পরিপূর্ণ রসে, ছাপিয়ে ছিল ছন্দে-গীতে
সকল অঙ্গ ছুঁয়ে!
বাজিয়ে দু'টী চিকণ হাতে চুড়ি কাঁকণ বালা—
এই নিখিলের সকল নরের প্রাণের তারে যেটি
যুগে-যুগে সবার চেয়ে সুধামৃত ঢালা!
ছোট্ট রূপোর রেকাবীতে গুছিয়ে দিয়ে পাঁচ রকমের গরম জিনিস তাজা,
সুলোচনার নিজের হাতে ভাজা,
শ্বেত-পাথরের পদ্মপাতে—
সাজিয়ে দিয়ে আপন হাতে
টাটকা কাটা ফল,
একটী কাঁচের গেলাস ভ'রে গড়িয়ে দিয়ে গোলাপ দেওয়া
ঠাণ্ডা বরফ জল,
হাতে নিয়ে হাত-পাখাটা,
আর এক হাতে পাণের বাটা,
পত্নী আমার বস্‌ল এসে কাছে,
আমি উঠে পড়ি পাছে
অবশিষ্ট খাদ্য কিছু পাতে আমার ফেলে,—
সুলোচনার তৃপ্তি যেন হয় না কিছুতেই, আমি, সব ক'টি না খেলে!

হাসি-মুখে হাত পাখাটা নাড়্‌তে লাগল বটে,
সাম্‌নে আমার, ব'সে সুলোচনা,
তবু কিন্তু একটা কিসের চিন্তাভারে যেন, মুখখানি তার ঈষৎ অন্যমনা,
হঠাৎ একটু ন'ড়ে-চড়ে, একটু আরও আমার দিকে ঘেঁসে,
মুখের পানে ফিরিয়ে দু'টী নিবিড়-ঘন উজল-কালো চোখ,
একটু কেমন মুচ্‌কে মধুর হেসে,
বল্‌লে "হাঁগা, কেমন ক'রে, আছ এমন তুমি,
নির্ভাবনায় পদ্য লেখা নিয়ে?

মনে নেই কি সুধার এবার পাত্র একটি দেখে, দিতেই হবে বিয়ে!
লেগেই আছ দিবারাত্র মাসিক-পত্রের পিছু,
মেয়ের বিয়ের চেষ্টা তোমার একটা দিনও কই, দেখ্‌ছিনে তো কিছু।"
মুখ'-রোচক জল যোগে আমি তখন নিবিড় মনে রত,
উদাসভাবে জান্‌তে চাইলেম "এত কিসের তাড়া?
মেয়ের আমার বয়স হ'ল কত?"

ডান হাতটা গালে দিয়ে, বিস্ফারিত চ'খে, চম্‌কে উঠে গিন্নী বল্‌লেন "কি?
অবাক্ কর্‌লে তুমি যে-গো!—তাও জানো না—ছিঃ!
শত্রুমুখে ছাই দিয়ে যে সুধা এবার পেরিয়ে যাবে বারো!"
হেসে বল্‌লেম "তবে আর কি, ভাব্‌না কিসের এতো?
যাক্‌না এখন দু'চার বছর আরো!

স্ত্রী বল্‌লেন "সে কি কথা হিঁদুর ঘরের মেয়ে—
আইবুড়ো কি রাখতে আছে আরো বারোর চেয়ে?"
আমি বল্‌লেম "ওটা তোমার মস্ত একটা ভুল,
এখন ও-সব সেকেলে চাল চল্‌ছে নাকো আর,
দেখাও দেখি বারোর আগে কারোর ঘরে আজ হ'চ্ছে মেয়ে পার?"
গিন্নী বল্‌লেন "শাস্ত্রে আছে—" হাসি এল শুনে,—
বল্‌লেম সেটা চেপে—
"মেয়ের বিয়ের ভাব্‌না ভেবে যাবে দেখ্‌ছি ক্ষেপে!

মজুদ যখন দান-সামগ্রী, হাতে নগদ টাকা, তৈরি যখন সকল অলঙ্কার,—
সময় হ'লেই শুভদিনে দেখে নিও তুমি,
মেয়ে তোমার ক'র্‌বো আমি পার।"
গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন স্ত্রী "বাজে কথা ছাড়ো,
যদি নিজের ভালো চাও তো কাজের কথা পাড়ো ;
উৎরে গেছে বারো বছর রাখা যায় না আর,
যত শিগ্‌গীর পারো আমার মেয়ে করো পার।"
এবার আমি কঠিন হ'য়ে বল্‌লেম "দেখ, এখন নয়,
মেয়ের আমার শরীর খারাপ, বয়েস বারো হ'লে কিবা হয়,
বছর দু'এক গেলে আরো, শরীরটা তার সার্‌বে যখন,
মেয়ের বিয়ের সময় কিনা বিবেচনা করবো তখন।"
পত্নী এবার সপ্তমে তাঁর চড়িয়ে দিয়ে গলা,
হঠাৎ নিজের নাকে কাণে দিয়ে বিষম মলা,
বল্‌লেন "তোমায় দণ্ডবৎ—
এই দিচ্ছি নাকে খৎ,
আর যদি কই ভুলেও কভু মেয়ের বিয়ের কথা,
তবে আমার অতি বড় দিব্যি রইল, যথা—"
বাধা দিয়ে বল্‌লেম "আহা, থাক্‌-থাক্‌ আরে কর কি ?
না হয় দেবো বোশেখেই বে', দিব্যি আবার কেন, ছিঃ !
তোমার কথা ঠেলে আমি যাবো কি শেষ অধঃপাতে ?
সতীর মনে কষ্ট দিলে অনিষ্ট যে হাতে হাতে !
দোহাই তোমার রাগের মাথায় দিয়ে বোস না অভিশাপ
অকারণে এই অবেলায় ঘটিয়োনা আর মনস্তাপ !
তোমার আঁখির রোষানলে
এমন স্বামী ভস্ম হ'লে
তোমারই সে লাগ্‌বে মহাপাপ !
মিছে কেন এই বয়সে সইবে বল' নিজের দোষে
বৈধব্যের অসহ্য সেই তাপ !"



গলায় আঁচল দিয়ে তখন সমুত্থত সুলোচনা, মাথাটা তার নুইয়ে দিতে পায়,
আদর ক'রে তুলে ধ'রে, প্রিয়ারে মোর বুকের পরে,
হাত বুলিয়ে রুষ্ট সখীর মিষ্ট কোমল গায়,
বল্‌লেম "তুমি পাঁচটা টাকা, এখনই আজ হাত-বাক্সে তুলে রাখো বাজীর—
এই বোশেখের প্রথম লগ্নেই, যে ক'রে হোক্ দেখো—
জামাই তোমার ক'র্‌বো আমি হাজির!"
অম্‌নি কোথায় তলিয়ে গেল অভিমানের বান,
যাদুকরের মন্ত্রে যেন জুড়িয়ে যাওয়া প্রাণ,
উঠ্‌লো হেসে এক নিমেষে ভাসিয়ে সকল রাগ!
ছড়িয়ে দিয়ে আমার দিকে পটল-চেরা ডাগর চ'খে কী পুলকে নিবিড় অনুরাগ
পরিয়ে দিলে সুলোচনা কণ্ঠ ঘিরে মোর
মোমের মতো নিটোল দুটি মৃণাল ভুজ-ডোর!
সে কি পরশ হর্ষ-বিহ্বল—সোহাগ-সরস সে কি ফাঁসি!
নয়ন-কোণে কোন্ চাহনি—অধরে তার সে কি হাসি?
জাগিয়ে দিলে মত্ত মাতাল চিত্ত মাঝে মোর
হারিয়ে যাওয়া যৌবনটার প্রথম উষার সুর, সুখ-নিশার স্বপ্ন-স্মৃতির ঘোর!
বল্‌ছিল সে "বলিহারি! মুখখানি এই, ধন্যি যা হোক্!
তোমার সঙ্গে কথায় পারে, কোথায় বল এমন লোক?
থাক্‌তো যদি আমার ঘটে একটু কিছু বাক্‌চাতুরী
জব্দ হ'য়ে থাক্‌তে তুমি, চল্‌তো না আর জারিজুরি!"
উত্তরে তার মুখখানিকে আদরে মোর অধর-পুটে ধ'রে,
গোটা কয়েক গাঢ় চুমা, তপ্ত যুবার মতো, দিলাম এঁকে জোরে!

(৩)

মাস পাঁচ-ছয় কেটে গেছে সুধার বিয়ের পর,
মেয়ে আমার ক'র্‌ছে আজও সেই থেকে তার শ্বশুর-ঘর,
তার জন্যে মনটা আমার বড়ই উদাসপানা—বাড়ীখানা ঠেকছে ফাঁকা ফাঁকা,
পার্চ্ছিনে আর এমন ক'রে মেয়েটাকে ছেড়ে,
মা-বাপে এই একলা ঘরে থাকা,

আরাম কো'চে এলিয়ে সেদিন ভাব্‌ছি যখন কাল
বে'ইকে দেবো কড়া চিঠি, বে'নকে এবার গাল,
পুরুত ডেকে, পাঁজি দেখে, স্থির কর্ব্ব নিজেই, দিন একটা ভালো—
আন্‌তে আমার সুধা মাকে বাপের বাড়ী তার,
আমাদের ওই একমাত্র স্নেহদীপের আলো !
এমন সময় গিন্নী হঠাৎ উচ্ছ্বসিত-সুখে, হাস্যমুখে এসে আমার কাছে
বল্‌লে "ওগো শোনো শোনো, মেয়ের তোমার আজ,
একটা বড় জবর খবর আছে !
পঞ্চামৃতের যোগাড় কর, ন'মাস পড়লেই দেবো সাধ,
সুধা আমাদের পোয়াতী গো, নাতি আস্‌বে সোনার চাঁদ !"
শুনে আমি অবাক্, আমার রাগে শরীর হ'লো কাঁটা,
মনে করলুম বলি তোমার জামাইটাকে ধ'রে,
ক'সে দু'ঘা দাওগে মুড়োঝাঁটা,
অবিশ্বাসের হাসি হেসে বল্‌লেম কিন্তু পরে,
'তাই নাকি গো ? সে কি সর্ব্বনাশ ?
এ নিশ্চয় মিথ্যে কথা, আমার সঙ্গে তুমি, হুজুগ তুলে কর্‌ছো পরিহাস !
ওই একটা বাচ্ছা মেয়ে, পুষ্ট নয় ক' দেহ, বড়ই রোগা—যেন পাখীর ছা
ও ক'খনো হোতে পারে ওই শরীরে তার, এর মধ্যেই কচিছেলের মা ;
প্রসব-বেদনা উঠলে হয়ত' আতুড় ঘরেই ম'রে যাবে,—"
মুখে আমার হাত চাপা দে' স্ত্রী বল্‌লেন "মাথা খাবে !
ফের্ যদি ক'ও ও-সব কথা-দেখবে আমার মরা-মুখ !
অলুক্ষুণে কথাগুলো ক'য়ে তোমার কি হয় সুখ ?"

* * * *

যাহোক্ ক্রমে ভালোয় ভালোয় দীর্ঘ ন'মাস হোলো যখন গত—
সুলোচনা মেয়ের সাধে, মিটিয়ে নিলে মনের সাধে,
সাধ-আহ্লাদ ছিল মনে যত,

পশম বুনে দিবারাতি, তৈরি হোলো ভাবি-নাতির পোষাক টুপি মোজা,
ছোট্ট ক্ষুদে মাথার বালিশ, হয়্‌রকমের কাঁথা,
সেলাই করা নয়ক' সে সব সোজা!
না দিতে পা দশমাসেতেই, সুধার প্রথম উঠলো প্রসব-ব্যথা,
ছুটে গিয়ে নিয়ে এলেম দাই,
বারো বছরের মেয়ে আমার কোকিয়ে কেঁদে ওঠে,
বলে "ও মা এবার মরে যাই!—"
ধাত্রী অনেক চেষ্টা করে বল্‌লে শেষে "শুনুন মশাই,
আমার একার সাধ্য নয় যে এ মেয়েকে প্রসব করাই;
কেস্‌টা একটু ঠেক্‌ছে বেঁকা, ভাল একজন ডাক্তার ডাকুন
মেয়ে বড্ডই ছেলেমানুষ, মা-ঠাক্‌রুণ কাছে থাকুন;—
সহজভাবে প্রসব হ'তে কিছুতে এ পার্ব্বেনাকো!"
ব্যাকুল হ'য়ে সুলোচনা বল্‌লে "ওগো! ডাক্তার ডাকো—"
অগত্যা এক মিড্‌-উইফারি-স্পেশালিষ্ট্‌কে ডাক্‌তে হোলো,
মেয়ে আমার বাঁচ্‌লো বটে, কিন্তু বাছার ছেলে মোলো!
মৃত-জাত নাতির শোকে
সুলোচনা কাতর চোখে
বল্‌তে লাগ্‌ল' অশ্রু মুছে—"কী ডাক্তার আন্‌লে যমের দ্বারী!"
বুঝ্‌লে না সে, সেইতো এসে বাঁচিয়ে দিলে মেয়েটাকে
ফর্সেপেতে করিয়ে ডিলিভারি!

(৪)

তারপরেতে একে একে চারটি বছর গেছে কেটে,
শশব্যস্ত সুলোচনা নাতি নাত্‌নীর সেবা খেটে,
সুধার প্রথম ছেলে যাওয়ায়, পরের তিনটি আমার কাছে,
তাগা তাবিজ কবচ প'রে কোনও রকমে বেঁচে আছে!
পেটের অসুখ, লিভার, পিলে, সর্দ্দিকাশি, নানান্‌খানা,
ছেলেগুলোর লেগেই আছে, পথ্য প্রায়ই সাবুদানা!

হর্লিক্‌স্ আর এলেন্‌বারী,
জমে গেছে এক আলমারী,
তাদের জন্যেই কিনিছি এক হোমিওপ্যাথিক বাক্স, বই,
কেউ খাচ্ছে পোরের ভাত, কেউ পাচ্ছে দুধ আর খই ;
সুধা আজকাল উপোস দিচ্ছে মাসের মধ্যে চৌদ্দ দিন
হজম হয় না, মনটা মরা, ঘুস্‌ঘুসে জ্বর, মাথাধরা, অম্বলে তার বুকটা জরা,
হচ্ছে ক্রমেই দেহ ক্ষীণ।
এর ভেতরও খবর পেলেম আবার আমার হবে নাতি
স্ত্রী বল্‌লেন "তাইতো এবার বাঁচানো ভার পো-পোয়াতি!
মেয়ের আমার দেহ খারাপ, শরীরে আর কিচ্ছু নেই,
কেমন ক'রে খালাস হবে ভেবে আমি পাইনে থেই!
গেলবারেই আঁতুড়ে সে তাপ নেয়নি মোটে, সয় না বাছার আঁচ—"
আমি বল্‌লেম "এর মধ্যেই ভাব্‌না কেন অত,'
এইতো সবে হবে এবার পাঁচ?"
গিন্নী বল্‌লেন "চার আঁতুড়েই মেয়ে আমার এলিয়ে গ্যাছে,
জানোনা তো পুরুষমানুষ, বছর-বেনে শরীর ছ্যাঁচে!
সুধা এখন বড্ড কাহিল. সাম্‌লাতে কি পার্‌বে শেষ?"
খোঁচা মেরে বল্‌লেন আমি "এখন কেমন? বুঝছো বেশ?
ওই জন্যেই চাইনি আমি বে' দিতে তার অত আগে,
মেয়ের কষ্ট এখন দেখ্‌ছি বড্ড তোমার প্রাণে লাগে!
কচিমেয়ের সাঁঝ সকালে-বায়না ধরে দিলেন বে'
তখন কেন ভাবেননি সব, ম্যাও ধরবে এখন কে?—"
নতমুখে নীরব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো সুলোচনা অপরাধীর মতো,
বুঝ্‌তে পার্‌লুম মেয়ের জন্যে মায়ের প্রাণটি তার
দুর্ভাবনার বইছে বোঝা কত?

(৫)

সেবার সুধা প্রসব হ'য়ে একেবারে শয্যা নিলে,
তিনটি মাস আর উঠ্‌লো না, শেষ—ডাক্তারে সব জবাব দিলে;

কেউ বল্‌লেন 'এনিমিয়া' রক্ত নেই আর বিন্দু গায়ে,
কেউ বল্‌লেন 'প্যারালিসিস্' 'ওভেরি' আর ছ'টো পায়ে!
কারুর মতে 'হেমারেজটা' বন্ধ হ'লে হোতো ভাল',
বুঝ তে পার্‌লুম মেয়ের আমার ঘুনিয়ে আস্‌ছে দিন,
নিভ্‌ছে ক্রমেই জীবন-দীপের আলো!

দুর্ব্বলতায় শয্যাগত,
শুখিয়ে কাঠি, মড়ার মত,
একপলা দুধ সারাদিনেও তলায় না আর পেটে,
এমনি ক'রেই দিনগুলো তার, কোনও রকমে যেন,
অসাড় ভাবে যাচ্ছিল রোজ কেটে!

খাদ্য শুধু ছানার জল, বেদানা কি আঙ্গুর-রস,
দিন্‌কের দিন শরীর বাছার হ'য়ে আস্‌ছে ক্রমেই অবশ।
হতাশ হ'য়ে আমি তখন, সাহেব-ডাক্তার আন্‌লেম ডেকে,
সাহেব এসে সুধার শরীর বিশেষ করে দেখে দেখে—
বল্‌লে "রুগীর বয়স কত?" আমি বল্‌লেম "সবে ষোলো, —"
সবিস্ময়ে বল্‌লে সাহেব "এর মধ্যেই এমন হোলো?
কোন্ বয়সে এই মেয়েটির হ'য়েছিল প্রথম 'বয়'?"
লজ্জা-নত মুখে বল্‌লেম "বারো বছরেই প্রথম হয়"!
অবাক হ'য়ে বল্‌লে সাহেব "কোন্ সাহসে বাবু,
সেই বয়সে দিলেন মেয়ের বে?

কোথা আপনার জামাই, আমি দেখ্‌তে চাই এর স্বামীকে?"
পাশেই ছিলেন বাবাজীবন, দেখিয়ে দিলেম "ইনিই সেই—"
সাহেব তাকে বল্‌লে ডেকে "বাবু, তোমার লজ্জা নেই?
তৃপ্ত কর্‌তে পশুবৃত্তি মত্ত হ'য়ে দেহ-সুখে,
অসময়ে এই বালিকায় এগিয়ে দিলে মৃত্যু-মুখে!
পুত্র-প্রসব-প্রবল-জাঁতায় প্রতি বছর পিষে,—
এই বেচারীর কাঁচা-শরীর জরিয়ে দেছো রোগের-বিষে!

ফোটার আগে এই যে মুকুল ফেল্‌লে ছিঁড়ে তুমি,
এই যে ক'টি ছেলে-মেয়ে জন্মেছে আজ রুগ্ন হ'য়ে
দেহ ল'য়ে ব্যাধির লীলাভূমি,
এই মেয়েটির মুখের দিকে আজ্‌কে যে আর যায় না ফিরে চাওয়া—
তোমার মত লোকের উচিত আদালতের হাতে,
খুনীর যোগ্য কঠিন শাস্তি পাওয়া!
এই বয়সে এই শরীরে, কেবল তোমার অত্যাচারে,
বালিকা আজ মরণ-শয্যাশায়ী;
এই যে জীবন অভাগিনীর মিলিয়ে যাচ্ছে আজ, তরুণ উষার আগে,
এর জন্যে তুমিই কেবল দায়ী।
বারে, বারে, প্রসব হবার পরে, তিনটি মাসও দাওনি ছুটি একে—
তাহ'লে আর এই বেচারি মর্‌তো না আজ এমন ক'রে
শোচনীয় মরণ ডেকে ডেকে;
এম্‌নি কোরে তোমার দেশে না জানি হায়, নিত্য কত মর্‌চে কচিমেয়ে—
তোমাদের এই বিরাট সমাজ এসব ব্যাপারগুলো দেখে না কি চেয়ে?"



নির্দ্দোষিণী

সেদিন ভোরে
পড়্‌ছে যখন ঝ'রে
ঝিক্‌মিকিয়ে হীরে মতির তাল,
ফাঁসিয়ে দিয়ে সারা রাতের
বিনিয়ে-বোনা কালো তাঁতের
তিমির-ঘেরা জাল ;
আগুন লেগে পূবে—
লাল্‌চে আভায় দুনিয়াটাকে দিচ্ছে যখন ছুবে,
রাঙা রঙের রাংতা-মোড়া আকাশখানা চিরে
জৌলুসে কার জড়োয়া-জরীর হাজার হাজার তীরে
ঠিক্‌রে ওঠে মণি রতন মাণিক্ !
আঁধার শুধু খানিক
আট্‌কে ছিল দুয়ার আঁটা ঘরের কোণে মোর
জড়িয়ে দুটি চোখের পাতা ছড়িয়ে ছিল অঙ্গ ছেয়ে অগাধ ঘুমের ঘোর !
স্বপ্নাহত সুপ্ত-কাতর আঁখি,
দেখ্‌ছে যেন কোন্ জটায়ু গরুড় হেন পাখী
হঠাৎ আমার ঝাঁপিয়ে প'ড়ে গায়
আঁচ্‌ড়ে ন'খের ঘায়
ঝড়ের মতো উড়িয়ে দুটো প্রকাণ্ড তার ডানা
বুকের ওপর দিচ্ছে চেপে হানা,
ক্ষ্যাপার মতো ঠুক্‌রে বেঁধে ঠোঁটে !
ব্যাপার দেখে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে,
ভয়ে আমার প্রাণ ;
চেঁচিয়ে যতই চাইছি পরিত্রাণ,

সকল চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে
গলাটা কে বিষম জোরে
ধ'র্‌ছে যেন চেপে!
সর্ব্ব শরীর থর্‌থরিয়ে উঠছে ঘন কেঁপে!

* * *

এমন সময় পত্নী আমার, ঘরের ভিতর এসে
বল্‌লে যেন হেসে,
চিবুক ধ'রে নেড়ে
"আজ বুঝি গা, উঠ্‌বে না আর বিছ্‌নাটাকে ছেড়ে?
চেয়ে দেখনা চক্ষু মেলে ঢের হ'য়েছে বেলা,
বাইরে কে যে ডাক্‌ছে তোমায়, দিচ্ছে দোরে ঠেলা;
উঠে একবার যাওনা নিচেয়, দেখে এসনা নেমে—
এ কি গো! ইস্! এ যে দেখ্‌ছি নেয়ে উঠেছো ঘেমে!
আচম্‌কা শিউরে কেন, উঠ্‌লে এমন হ্যাঁগা! ভয় পেয়েছো বুঝি!
রোসো, রোসো, পাখাখানা রাখ্‌লে কোথায়, খুঁজি,"
বল্‌তে বল্‌তে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে নিলে ঘাম
ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ বাজিয়ে কাঁকণ শ্রবণ-অভিরাম
হাতপাখাটা উঠ্‌লো ন'ড়ে জোরে—
মুক্ত হ'য়ে দুঃস্বপ্নের বিষম ঘূর্ণীপাক্, জেগে উঠ্‌লেম শান্ত শীতল ভোরে!

২

বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়িয়েছিল ভাড়াটে এক গাড়ী
দোর খুলতেই নেমে এসে ঢুক্‌লো যেন বাড়ী
আমার মেয়ে 'মেনা';
ঘুমভাঙা-চোখ, দৃষ্টি আবিল, গেল না ঠিক চেনা!
প্রিয়ার আমার নারী-চিত্ত চির-কৌতূহলী,
বাড়ীর সাম্‌নে গাড়ীটা কার কাঁপিয়ে এলো গলি,
দেখ্‌ছিলেন তা উঁকি মেরে খড়-খড়ির এক পাখীর ফাঁকে,
চিন্‌তে পেরে জামাই বাড়ীর পুরোণো ঝী—'বিধুর মা'কে,

দুড়্-দুড়িয়ে দৌড়ে এসে নিচের হাসিমুখে—
তুলে নিলেন মেয়েকে তাঁর স্নেহব্যাকুল বিহ্বল বুকে !
আমি অবাক্ ! এমন সময় 'মেনা' কেন হঠাৎ এলো—?
বে'ই তো সেদিন স্পষ্ট আমার মুখের ওপর বলেছেলো,
'একটী বছর আর
বৌ'কে এখন পাঠাবেন না বাপের বাড়ী তার।'
অপমানের সেই আঘাতে বুকটা আমার আজও আছে ছোড়ে
বিয়ের পরে যেদিন প্রথম আন্‌তে গেছ্‌লেম আমি, মেয়ে জামাই জোড়ে,
আছে যেমন প্রথা ;—
শাশুড়ী তার সেদিন আমায় ইতর নারীর মতো
শুনিয়েছিল অনেক কড়া-কথা !
আমি নাকি ঠকিয়ে তাঁদের গলায় নেহাৎ গছিয়ে দিছি
আধ ধেড়ে এক বুড়ো মেয়ে ভাঁড়িয়ে বয়েস মিছিমিছি !
এম্‌নি তাঁদের রোক—
তার পরেতে যতবারই পাঠিয়েছিলেম লোক,
মেনার মায়ের মুখের পানে চেয়ে—
হাঁকিয়ে দেছেন কেবল তাঁরা, পাঠান্‌নি কো মেয়ে !
তবে কেন আজকে আবার যেচে সকাল-বেলা—খবর কিছুই নেই,
মেয়েটাকে হঠাৎ এমন পাঠিয়ে দিলেন বে'ই ?
কারণটা কি এই করুণার ভেবে দেখি যত,
মাথায় ক্রমাগত, আস্‌তে লাগলো তত—
অমঙ্গলের দুঃসংবাদগুলো।
মেনা যখন প্রণাম করে নিচ্ছে পায়ের ধূলো,
ব্যস্ত হোয়ে জিগেস্ করলেম "কেমন আছিস মেনি ? খবর কি মা তোর ?
হঠাৎ যে আজ তোকে তাঁরা পাঠিয়ে দিলেন বড়, রাত না হ'তে ভোর ?"
কথা নেইকো মেয়ের মুখে, বল্‌লেনা সে কিছু,
দোষীর মতো দাঁড়িয়ে রইল ঘাড়টি ক'রে নীচু !

সঙ্গে ছিল 'বিধুর মা' তার শ্বশুরবাড়ীর ঝী
তাকে যখন জিগেস ক'রলেম "ব্যাপারখানা কি?"—
ঝী-মাগী তার আঁচলটাকে তাড়াতাড়ি তুলে,
তুম্‌ড়ে মোড়া চিঠি একখান্ দিলে আমায় খুলে।
বল্‌লে "তাঁরা নিকে দেচেন প'ড়ে দেখুন এই—"
লিখ্‌ছেন দেখি বে'ই,
—"ছিছি, আমি জান্‌তেম নাকো আজও,
ভদ্রলোকে করে এমন কাজও
আপনার মতো এমনতর ইতর,
কেমন ক'রে জন্মেছে এই উচ্চবর্ণের জাতের ভিতর?
কন্যা আপনার অন্তঃসত্ত্বা জান্‌তেন যখন সে'টা,—
ভদ্রলোকের নাম ডোবাতে নাইবা দিতেন বে'টা!
এই কি উচিত্, হিঁদুর যোগ্য কাজ?
ভাগ্যে এটা ধরা পড়েছে বিয়ের ক'মাস পরেই,
তাইতো আমি র'ক্ষে পেলেম আজ!
জান্‌বেন আপনি, আমার ছেলে—আজ থেকে আর আপনার জামাই নয়,
দীনুঘোষের পুত্র-বধূ, এই বলে আর ভবিষ্যতে, দেবেন নাকো মেয়ের পরিচয়
কৌমারে যে কলঙ্কিনী, কালি দিয়েছে পিতৃকুলে তার,
সৌকালীনে—সে কুলটার স্থান হবেনা আর;
চাপা দিতে মেয়ের পাপ, চাপিয়েছিলেন চুপি চুপি বিবাহের এই ফাঁকে
ঘোষবংশে তাকে,
মান ইজ্জৎ যা কিছু সব ডুবিয়ে দিতে আমার,
ছিছি, আপনি এমনিধারা চামার!
ভেবেছিলেন ব্যাপারটা আর পাবেনা কেউ টের;
আমার ওসব জানা আছে ঢের,
পাপ কখন চাপা থাকে, দেখে নেবেন ঠিক্—
এ কলঙ্ক সহরজুড়ে শীঘ্র যাবে রটে—"
এই পর্য্যন্ত পড়েই আমার পিত্তি গেল চটে।

রাগের মাথায় চিঠিখানা মুড়ে
ফেলে দিলুম ছুঁড়ে ;
ব'ল্‌লুম বিষম হেঁকে
ঝী-মাগীকে ডেকে
"এ সব নিছক্ মিছে কথা আগাগোড়াই বাজে,
খাট্‌বে নাকো কাজে,
বলিস্ গিয়ে দীনুঘোষকে আদালত সব খোলা,
চল্‌বেনা তার বেহদ্দ সব কেচ্ছা বানিয়ে তোলা।
ছোটলোক সে, ছুঁচো, পাজি,—
মেয়েটাকে তাড়িয়ে দেবার করেছে এই ফন্দীবাজি।"
ঝী বললে "আমায় ব'কে ফল কি বলুন বাবু,
মিছে কেন লোক কর্‌বেন জড়ো
আমরা দাসী গরীব মানুষ' গতর খাটিয়ে খাই,
বড় ঘরের বড় কথায় কাণ দিইনে বড় ;
মনিব আমায় হুকুম দিলেন, নিয়ে এলুম তাই,
আমার এতে দোষটা বলুন কি ?
আমি তাঁদের মাইনে-করা ঝী,
যখন যেমন হুকুম দেবেন করতে হবে তাই।
আসি তবে মা'ঠাক্‌রুণ, পেন্নাম হই বাবু, বৌঠাক্‌রুণ আমি এখন যাই।"

*　　　*　　　*　　　*

চিঠিখানা কুড়িয়ে নিয়ে ফের, মেনার দিকে দেখ্‌লেম যখন চেয়ে,
ফুঁপিয়ে তখন কাঁদছে কেবল মেয়ে
আঁচলে তার মুখখানাকে ঢেকে ;
অবাক হ'য়ে জননী তার দাঁড়িয়ে আছে কাছে ; ব'ললেম তাকে ডেকে—
"মেয়েটাকে তুলে নে'যাও ঘরে,
যা হয় ওর বিহিত একটা করবো আমি পরে।"

এক হপ্তাও কাট্‌লো নাকো পাড়ায় একটা সাড়া দিয়ে উঠলো টিটিক্কার্,
কানাঘুষো চুপি চুপি, চলতে লাগলো চতুর্দ্দিকে ;—
কখনও বা প্রকাশ্যে ধিক্কার !
বিশেষ আমার আত্মীয়রা এসে বাড়ী ব'য়ে
অপমানের যে সব কথা নির্ব্বিচারে যেতে লাগলেন ক'য়ে,
শক্ত বড় সে সব স'য়ে থাকা ;
ভাবতে লাগ্‌লেম মেয়েটাকে উচিত কিনা আর এ বাড়ীতে রাখা !
সবার মুখেই এক কথা ঐ—'ওমা—ছিছি—বিয়ের আগে—'
শুনে আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলে উঠ্‌তো বিষম রাগে ;
নির্ল্লজ্জা অনেক নারী ব'স্‌তো আবার হিসেব করতে মাস !
হা'ভগবান ! এ সমাজেও মানুষ করে বাস ?
মেয়ে আমার সারাদিনটাই লুকিয়ে থাকে ঘরে, মুখ দেখায় না আর—
বাল্যসখী খেলার সাথী তার
ছিল যারা,
আজকে ঘৃণায় তারা
ত্যাগ ক'রেছে সঙ্গিনীকে সব ;
মেয়ে আমার এই ব্যথাটায় প্রাণের ভিতর তার, কী যাতনাই ক'রছে অনুভব !
অবস্থা তার এই অসহায়, নিত্য আমায় ক'রতে লাগলো বড়ই যেন কাতর,
কিন্তু মেনার মায়ের আমি একটা দিনের তরেও
দেখলেম নাকো কোনই ভাবান্তর ;
আমাকেই সে উল্টে ক'দিন থেকে
বিষণ্ণ আর শুষ্ক মলিন দেখে
ব'ল্‌লে একদিন——"হ্যাঁগা তোমার আঁধার কেন মুখ ?"
• উদাসভাবে ব'ল্‌লেম শুধু—"মনটাতে নেই সুখ !"
স্ত্রী বললেন "মেয়ের কথা দিবারাত্র তুমি, ভাবছো কেবল বুঝি ?
ভাবনা কিসের, আমাদের ঐ একটা মাত্র মেয়েই যখন পুঁজি ?

ভয় পাচ্ছ, তোমায় আমায় ঠেলবে সবাই জাতে ?
ঠেলুকনা সে ভালোই হবে, ক্ষতি কি আর তাতে ?
অনেক বাড়ীই এমন হয়, দেখেনা কেউ চেয়ে
ছেলের বেলা দোষ ধরেনা—শাস্তিটা পায় কেবল মেয়ে !
যৌবনের এই জোয়ার লেগে
স্রোতের বেগে
যে সব কাঁচা ছেলে
শাস্ত্র-শাসন, পুঁথির বিধান, হিঁদুর ধর্ম্ম ঠেলে,
জীবন-পথে নিত্য ক'রে ভুল
তাদের তো বেশ বজায় থাকে মান-সম্ভ্রম-কুল ?
সমাজে তো হয় না জাতে ঠ্যালা ?
বিচার বুঝি শুধুই কেবল মেয়েমানুষের বেলা,
সাবিত্রী কি সীতা ?—
আর—পতিরা সব চিরদিনই নারীর পরমগুরু
জারজ শিশুর হ'লেও গোপন-পিতা ?
নারী যদি জীবনে তার হঠাৎ করে ভুল, প্রবঞ্চকের প্রলোভনে প'ড়ে,
সুযোগ তাকে দাওনা তোমরা একটীবারও আর
জীবনটাকে নিতে আবার গ'ড়ে !
রক্তমাংসে গড়া মানুষ সেও তো সবার মতো।
তার জীবনেও প্রাণের সাড়া হর্ষ ব্যথায় কেঁপে
একই রকম বইছে অবিরত ;
শরীরটা তার ঠাউরেছো কি ঠুন্‌কো কাঁচের পল্‌কা বাসনখানা ?
একটুখানি চিড়্ খেলে, কি, ভাঙলে একটু কানা,
ইচ্ছেমতো ক'র্‌বে তাকে বাতিল ?
নারীকে চাও চিরদিনই করে রাখতে যেন,
বাড়ীর একটা আস্‌বাবেরই সামিল !
পুরুষ কিন্তু হোক্‌না যতই দুষী—
থাকবে যেমন খুসি ;

কেউ তো তাকে চোখ রাঙিয়ে দেয়না কোনো সাজা,
জীবনটা তার ডুবিয়ে দিয়ে দুখে!
এম্‌নি করেই জাতটাকে আজ অধঃপাতের মুখে
এনেছো সব টেনে,
অবিচারের বিচার মেনে মেনে!"

৪

পত্নীর এই বক্তৃতাটা উঠছে যখন ক্রমে
প্রবল বেগে জমে,
হেসে বল্লেম "থামো,
মেয়ের জন্যে তোমায় একটু লজ্জা হয় না, রামঃ!—"
স্ত্রী বললেন "যা ঘটেছে তাতে আমার নেইকো কোনই লাজ,
মেয়ের মুখে খুঁটিয়ে আমি শুনিছি সব আজ!
বরং তাঁরাই লুকিয়ে থাকুন মুখ, যাঁদের ছেলের বিয়ের দু'দিন পরে
বউ পোয়াতী ঘরে!
লজ্জা করুক্ তাদের মাথা হেঁট - যাদের এটা চুক্—
তুমি আমি কিসের জন্যে শুখিয়ে বেড়াই মুখ?—"
আমি বল্‌লেম "দেখ এটা তোমার আমার শুধু ঘরের ভিতর বুঝাবুঝি নয়,
মেয়ের নামে কলঙ্কটা রটে গেছে আজ সারা সহরময়!
আমার এখন লোকসমাজে মুখ দেখানো ভার!
বল্‌ছে সবাই মেয়ের আমার এই অবস্থা জেনেও,
লুকিয়ে নাকি বে' দিয়েছি তার।
চূণ-কালি যে দিচ্ছে লোকে, উপায় কি তার বলো?
আমি বলি যে ওকে নিয়ে দিনকতকের মতো পশ্চিমে যাই চলো!—"
স্ত্রী ব'ল্‌লেন "বটে—?
বুদ্ধি দেখছি চতুষ্পদ পূর্ণ তোমার ঘটে!
বাঁধা দিয়ে বসত-বাড়ী সাত পুরুষের সোণার বাস্তু-ভিটে—
এত বড় দেনার বোঝা নির্ভাবনায় তুলে নিয়ে পিঠে

এই সেদিনে বে' দিয়েছ যার,

আজকে যত বাজে লোকের তুচ্ছ কথা শুনে আখের-উমের মাটি ক'র্‌বে তার ?

তার চাইতে বে'ইকে তোমার সকল কথা খুলে—

চিঠি একখান লিখে দাওগে আজই—

পত্রপাঠ সে বউকে তাদের নে যায় যেন তুলে, তাদের বোঝা বইতে আমরা

নইকো মোটেই রাজি !"

*   *   *   *

লিখে দিলেম পত্নী আমায় পরামর্শ দিলেন যেমন,

যদিও এ কাজটা যেন ঠেক্‌ল মনে কেমন-কেমন ;

কোন উত্তর দিলেই না তার, দীনু ঘোষটা এম্‌নি চোর ;

হপ্তাখানেক পরে আবার কড়া-তাগিদ দিতে জোর

এলো একটা জবাব—

লিখেছে সে—"দেখছি তোমার ইতরোমিটাই করা স্বভাব !

তোমার মতো ছোট লোককে বোঝাই বল কত ?

চিঠিপত্র লিখোনা আর নির্লজ্জের মতো ;

তোমার সঙ্গে যখন আমার কুটুম্বিতাই নেই,

কি হিসাবে পত্রখানার সম্বোধনে লিখলে 'বেই !'

অতি অক্ষম জেনো আমি কুলটাকে আনতে তুলে ঘরে ;

চেষ্টা দেখো অন্য কোথাও চাপিয়ে যদি দিতে পার পরে,

দীনুঘোষের কু'য়োর জলে ডুববে না আর নোংরা তোমার ঘটি,

বলি এমন দৌহিত্র—পূর্ব্বে আরো জন্মেছিল ক'টি ?

শোন, তোমায় স্পষ্ট বলি, ছেলের আমি দিচ্ছি বিয়ে ফের—

আজ থেকে সব শেষ হয়ে যাক্ তোমার সঙ্গে আমার, ছেঁড়া-কথার জের।"

পত্র শুনে পত্নী বললেন—"দীনুঘোষটা পাজি, ভদ্র নয় ক' সে—

আচ্ছা, আমি দেখবো বুড়ো কেমন ক'রে ফের

দিতে পারে ছেলের আবার বে !"

বল্‌তে বল্‌তে রেগেই প্রিয়ে লাল,

ডালিম-পানা হ'য়ে উঠলো নিটোল দুটি গাল !

মুক্তো হেন দাঁতগুলি তার চেপে অধর-পুটে
গন্-গনিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে সে উঠে !

*   *   *   *

খানিক পরে
ঢুকে শোবার ঘরে
দেখলেম্ আমি চেয়ে—
অবিশ্রান্তে কাঁদছে আমার মেয়ে !
চখের জলে বুক যাচ্ছে ভেসে,
ব্যথার-ব্যথী জননী তার
বারম্বার
মুছিয়ে দিয়ে মুখ, অভয় হাসি হেসে
ব'ল্‌ছে "বাছা ভাবিসনে তুই কিছু—
জামাই আমার নিশ্চয় এর বিহিত ক'র্‌বে দেখিস্,
সে নয় তার বাপের মত নীচু !"
দেখে তাদের, এলো আমার চখের পাতা ভিজে,
কী বেদনায় জানেন অন্তর্যামী—
চোরের মতো নিঃশব্দে সেখান থেকে তখন, পালিয়ে এলেম আমি।

*   *   *   *

অনেকরাত্রে দেখি আবার দু'টি মায়ে ঝীয়ে
দুয়ারে খিল দিয়ে
লিখছে ব'সে চিঠি,
তাদের দুখে দুঃখী হ'য়ে ঘরের ভিতর যেন দীপটী সেদিন জ্'ল্‌ছে মিটির-মিটি
তারি করুণ-শীর্ণ-আলোক-রেখা,
যাচ্ছে দেখা
দ্বারের ফাঁকে ফাঁকে,
বুঝতে পারলেম অনুমানে পত্র এবার তারা লিখছে ব'সে কাকে !



৫

দু'দিন প'রে হঠাৎ পত্নী চ'খেমুখে হেসে
ছোট্ট একটি মেয়ের মতই ছুটতে ছুটতে এসে
বল্‌লে—"ওগো শোনো, শোনো—
ভয় নেই আর তোমার কোনো,
মেয়ের আমার ঘুচলো অপবাদ,
বে'ইকে তোমার আমি এবার দেখিয়ে দেবো মজা, মিটিয়ে মনের সাধ!
হাড়-পাজি ওই দীনু ঘোষ—
মানুষ নয়তো রাক্কোস,
লোকটা যেন জহ্লাদ;
জামাই কিন্তু বড্ড ভালো—দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ!
মেনিকে যা চিঠি লিখেছে আজ,
দেখলে তোমার দীনু ঘোষের মাথায় প'ড়বে বাজ!
লাজ-লজ্জার মাথাটি তাই খেয়ে
আনলেম এটা জোর করে এই মেয়ের কাছে চেয়ে,
পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে—জামাই ভদ্র অতি,
মেয়েও তোমার সতী।"

*　　*　　*　　*

খুলে দেখলেম চিঠিখানা
আছে বটে মুন্সিয়ানা,
বাবাজীবন লিখছেন "প্রিয়তমে—
পত্নীর প্রতি স্বামীর প্রেম জীবনে কি কমে?
জানি জানি চির-অমল শুক-তারাটির সম,
শুদ্ধঃ-সত্ত্ব নিত্য তুমি চিত্ত-কমল মম,
হৃদয়-সন্তোষিণী,
ওগো নির্দ্দোষিণী!

তোমার কোলে আস্‌ছে শিশু—সে তো আমার সৌভাগ্য প্রিয়ে!
নূতন খেলা খেল্‌বো দু'জন আমাদের এই মিলন-মেলার প্রথম পুষ্প নিয়ে!
অকারণে তোমার শিরে দিয়েছে আজ লোকে যে কলঙ্ক-ভার,
আমি যে তার প্রধান অংশীদার!
অপযশটা রটিয়ে দেছেন যাঁরা
জান্‌তো না ভাই তাঁরা,
আমার অপরাধ;
আজকে আমি মিটিয়ে দিছি সকল বিসংবাদ!
প্রথমটা কেউ রাজি হ'ননি আনতে তোমায় ঘরে,
আমি যখন বুঝিয়ে দিলেম পরে
বৃথা তাঁদের রোষ,
দায়িত্ব এর—সবটা আমার—নিষ্কলঙ্ক তুমি,
তোমার এতে নাইকো কোন' দোষ,
ত্যাগ ক'রলে পুত্রবধূ—বিদায় নেবে পুত্রটীও—সে যখন তার স্বামী,
বিবাহিতা পত্নী আমার কুলটা নয় কোন দিনই—বিশেষ জানি আমি!
তোমার জন্যে যেতে চাইছি বাপ মাকে আজ ফেলে—
শুনে সবাই বললেন, আমি নিমক্‌হারাম-ছেলে,
অতি অসভ্য, স্ত্রৈণ, বোকা—এবং নাকি বড়ই বেহায়া!
যাদু করছো তুমি আমায়—নইলে কিনা আমি—সন্দেহের এই
এমন বিরাট ছায়া
উড়িয়ে দিয়ে, তোমায় আবার আনতে চাইছি ঘরে!
অবশ্য কেউ 'তুক্‌' ক'রেছে ঠিক্‌ ক'রে তা 'পরে—
ভেবে চিন্তে বল্লেন—আমার বিগড়ে গেছে মাথা—ডেকে আন্‌বেন রোঝা!
এবং আমায় হঠাৎ এখন ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে—বৌকে
আবার ঘরে আনাই সোজা!
অতএব, তৈরি হ'য়ে থাকবে তুমি কা'ল—দিনটা আছে ভালো—
যাচ্ছি আমি আন্‌তে তোমায় সঙ্গে ক'রে নিজে, আমার আঁধার ঘরের আলো!

শরচ্চন্দ্র

প্রথম শিশির-স্নাত সুনির্ম্মল ধরণীর কোলে
যেদিন আসিলে তুমি, ঝরে-পড়া শেফালির দ'লে,
সেদিনও ব্যাকুল হ'য়ে কোটী মৌন যাত্রী সেই পথে
মনের মানুষ কোথা—খুঁজিয়া ফিরিছে মনোরথে!
কে জানে সে কত যুগ যে বারতা হেথা সঙ্গোপনে
গুপ্ত ছিল নিশিদিন ভাষা-হীন মানবের মনে,
যে কথা বলিতে চেয়ে চিরদিন নর-নারী হিয়া
নিজ অক্ষমতা স্মরি উঠেছিল সরমে রাঙিয়া!
সেই নিরুপায় দেশে তুমি এসে দিয়েছ' হে আশা
শুনায়েছো কণ্ঠে তব অকথিত অন্তরের ভাষা
যৌবনের স্বপ্ন-রাজ্যে কামনার যে রহস্যখনি
গরল-আধার বলি এতকাল এসেছিনু গণি
তুমি ঘুচায়েছো আজ সেই ভুল, সেই মিথ্যা ভয়,
দেহের দেউল নহে লালসার পঙ্কিল-নিলয়,
আছে, আছে—তারি মাঝে জীবনের আনন্দ-বিগ্রহ!
বিষ-বিভীষিকা ভ্রমে বৃথা করি অমৃতে নিগ্রহ!
দেখায়েছো তুমি আজ পরিপূর্ণ নারীত্বের ছবি,
তোমার নবীন সুরে থেমে গেছে অকাল-পূরবী!
মোদের অঙ্গনে তব মনীষার কিরণ সম্পাত
এনে দেছে কোজাগরী শুক্লানিশি, শারদ প্রভাত!
অন্তর্লোকের ঋষি, তপঃসিদ্ধ তব মন্ত্রোদক
বিকশিত করিয়াছে শতদলে মানস কোরক,
তোমার সাধন লব্ধ সত্য আজ হ'য়েছে প্রচার,
মানুষের বন্ধু তুমি, তব পদে নমি বার বার!

রবীন্দ্রনাথ

তুমি আসিয়াছ' যেন
কাব্যের অমৃত-লোক হ'তে
আনন্দের সুধাভাণ্ড ল'য়ে,

তোমার চরণ স্পর্শে
ধরণীতে স্বর্গের সুষমা
উঠে আজি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে !

জানিনা তোমার যোগ্য
স্তুতি আমি গাহিব কেমনে,
বন্দনা রচিব তব কী-যে ;

বাল্মীকি পারেনা যাহা
পরাজয় মানে বেদব্যাস
কালিদাস স্তব্ধ হয় নিজে !

নমস্কার

বন্ধু গো, আজ বিসর্জ্জনের পাণ্ডুর-ম্লান-সাঁঝে
আসবে যখন ক্লান্ত-উদাস-শূন্য গৃহের মাঝে—
নিরঞ্জনের বাজনা তখন ফিরবে কেঁদে দূরে ;
অশ্রুজলের সুর তুলে এই উৎসবহীন পুরে
আঁধার দিবে আনি
করুণ হিয়ার তারে তারে বিষাদ রেখা টানি !
সেই বেদনার গান
আকুল হ'য়ে চাইবে যখন ভুলতে তোমার প্রাণ
জানি, বন্ধু, জানি
সবাইকে আজ নির্ব্বিচারে বক্ষে লবে টানি,
স্তব্ধ নীরব মণ্ডপে সব মৌন ব্যথার ছায়ে'
গুরুজনের পায়ে
লুটিয়ে দেবে আজ বিজয়ার প্রীতির নমস্কার !
হে বন্ধু আমার !
সবার সনে তাদেরও আজ জানি'য়ো প্রণাম তুমি
আজকে যাঁরা স্মৃতির অতীত মৃত্যু-অধর চুমি !
মনের মানুষ পায়নি যে জন সারা জীবন খুঁজি
যাদের মনের কল্প-বনে স্বপ্ন-প্রিয়ই পুঁজি
যে হ'য়েছে অসুখী হায় গভীর ভালবেসে
ভালবাসার অভাবে যার সব গিয়েছে ভেসে !
ব্যর্থ-জীবন ভালবেসে এজনমে যার
আজকে তাদের স্মরণ ক'রে জানিয়ো নমস্কার !

*　　*　　*　　*

এই অবরোধ প্রণয়-নিরোধ—শুষ্ক মরুর দেশে
তৃষ্ণা-কাতর যে কেঁদেছে আপনি ভালবেসে
একটু আদর সোহাগ খুঁজে পায়নি হৃদয় যার
বুভুক্ষিত বুক ভেঙেছে কোকি'য়ে হাহাকার

ভালবেসে সন্ন্যাসী যে—ত্যাগ করেছে সর্ব্ব সুখ,
প্রেমাস্পদের সুখেই সুখী যে বিরহীর তৃপ্ত বুক
ভুলে গেছে আপনাকে যে ভালবাসার নিবিড় টানে,
ভালবাসাই সত্য শুধু দীপ্ত যাদের তরুণ প্রাণে,
ভালবাসা মরিচীকার কণ্টকিত পথের পরে
বিক্ষত-পদ-যাত্রী যারা তিলে তিলে শুকিয়ে মরে
হৃদয় যাদের ভালবেসেই হ'য়েছে আজ শ্মশানভূমি
স্মরণ ক'রে তাদের প্রিয়, প্রণাম কোরো আজকে তুমি!

*　　*　　*　　*

জীবন স্রোতের দুর্য্যোগেতে মত্ত-নিশার ঝঞ্ঝা শেষে
আপনি শুধু আঘাত স'য়ে যে গিয়েছে ভালবেসে
অভিশপ্ত ভালবাসায় যার পড়েছে কঠোর বাজ
ভালবাসার ভিক্ষু যেজন প্রণয়-বিষে পাগল আজ
ভালবেসে যার হয়েছে মর্ম্মঘাতী সর্ব্বনাশ
ভালবাসায় বিক্রীত যে প্রেমাস্পদের ক্রীতদাস
ভালবেসে প্রাণ দিয়েছে লুটিয়ে যারা হাস্য মুখে
ভালবাসার জন্য যারা গভীর ব্যথা বইছে বুকে
ভালবাসা পায়নি' বলে জীবন যাদের লক্ষ্যহারা
ভালবাসায় অধীর হয়ে ছিঁড়েছে সব বাঁধন যারা,
পায়নি কোনও সুযোগ যারা এ জীবনে বাসতে ভালো
ভালবাসার দুঃখে যাদের নির্ব্বাপিত চ'খের আলো,
ভালবাসার পরশ পেয়ে ভাবুক যারা প্রেমের কবি,
বিশ্বে যাদের ধন্য জীবন ভালবাসার স্বর্গ লভি,
মান অভিমান লজ্জা যারা ডুবিয়ে দিয়ে প্রেমের লাগি
ভালবাসার অমৃতস্বাদ পায়নি তবু ভিক্ষা মাগি,
পেয়ে যারা হারিয়েছে ফের আকাঙ্ক্ষিত ভালবাসা
সময় গেছে উৎরে তবু যায়নি যাদের প্রণয়-আশা

দুর্লভে যে লাভের লোভে প্রেমের জোরে ল'ড়তে চায়
আজ বিজয়ার প্রণাম বন্ধু, জানিয়ো তুমি তাদের পায়

* * * * *

ভালবেসে বিদ্রোহী যে
লজ্জা গ্লানি বইছে নিজে—
তুচ্ছ ক'রে শাস্ত্র-শাসন
বিছিয়েছে যে প্রাণের আসন ;
ভালবাসার যজ্ঞে জীবন আহুতি যার তাপস সম
ভালবাসাই অন্তরে যার কাম্য ধরায় শ্রেষ্ঠতম
ভালবাসার আশায় মেতে সব ছেড়েছে হেলায় যারা
ভালবেসে নির্ব্বাসিত—বরণ ক'রে নিচ্ছে কারা !
প্রেমাস্পদ ভিন্ন যাদের আত্মীয় কেউ নাই গো আজ
ভালবেসে ত্যাগ করেছে বিধি-নিষেধ, শাসন, সমাজ
ভাসিয়ে দিয়ে জাত-কুল-মান প্রাণ দিয়েছে প্রিয়জনে
চিত্ত যাদের নিত্য যাচে আকাঙ্ক্ষিত সেই মিলনে,
অধর প'রে অধর রেখে সকল জ্বালা জুড়িয়েছে যার
আজকে তাদের জানাও বন্ধু তোমার প্রীতির নমস্কার !
ভালবেসে এ সংসারে আজকে যারা ভগ্নমন
ভালবাসায় হতাশ হয়ে দেশত্যাগী আজকে যেজন,
ধ্বংস হয়ে গিয়েছে আজ ভালবাসার জন্য যারা
রিক্ত-বিত্ত সর্ব্বস্বান্ত চূর্ণ-হৃদয় শান্তি-হারা
দগ্ধ যারা হয়েছে আজ ভালবাসার অগ্নি শিখায়,
ভালবাসার জন্য যারা পণ্যরূপে আজকে বিকায়,
স্রোতের মুখে ঝাঁপ দিয়েছে ভালবাসার আগ্রহে যে
ভালবাসার মহত্ত্বে যার জয়ধ্বনি উঠছে বেজে,
সার্থকতায় সিদ্ধি লভি ভালবাসাই ধন্য যার
স্মরণ করে সবারে আজ দাও গো বন্ধু নমস্কার !

* * * * * *

শ্রীনরেন্দ্র দেব রচিত-

রোবাইয়াৎ-ই-

ওমর খৈয়াম্

(২য় সংস্করণ)

সুরঙ্গীণ চিত্র সমন্বিত পারস্যের

শ্রেষ্ঠ কাব্যসম্পদ মূল্য—৪৲

বোঝা-পড়া

(২য় সংস্করণ)

মনোমদ ছোট গল্পের বই ॥০

গরমিল

(১ম সংস্করণ)

বিচিত্র নূতন উপন্যাস ১॥০

কাব্যদীপালি

(১ম সংস্করণ)

সুরঙ্গীণ চিত্র সমন্বিত

বর্ত্তমান বাংলার কাব্য সংগ্রহ ৩॥০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা